উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

১৬ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 1 January 2026 Thursday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 223

MADE WITH PRIDE IN INDIA | CUSTOMER CARE NO 080-6000 4411 | Shop Online on judgeappliances.com

*শর্তাবলি প্রযোজ্য, কেটে দেওয়া মূল্য গুলি নির্ধারিত MRP মূল্য (ট্যাক্স সমেত) ; তার নীচে উল্লেখিত মূল্যগুলি অফারমূল্য । অফারগুলি অন্য কোন প্রমোশন, ব্যাংক সহ এক্সচেঞ্জ অথবা কুপনের অফারে বৈধ নয়। সারা ভারতে শুধুমাত্র বাছাই করা মডেলের ওপরই অফার স্টক থাকা অবধি বৈধ। ACE নন্-স্টিক 3 পিস সেটে পাবেন ফ্রাই প্যান 20cm , ওমনি তাওয়া 25cm ওবং 20cm ঢাকনা সহ কড়াই। JUDGE® ভারতে হরউড হোমওয়্যার্স লিমিটেড কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত ট্রেডমার্ক। সম্পূর্ণ নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য আপনার নিকটবর্তী প্রেস্টিজ এক্সক্লুসিভ / ডীলার আউটলেটে পরিদর্শন করুন । শুধুমাত্র বাছাই করা উৎপাদানগুলিতে 55% অবধি ছাড় ,স্টক থাকা অবধি প্রযোজ্য। অফারগুলি 13 ডিসেম্বর 2025 থেকে 20 জানুয়ারী 2026 অবধি বৈধ।

Prestige Xclusive **Berhampore :** 6297018384; **Siliguri PaniTanki More:** 9434007070; **Jaigaon:** 9800072350; **Balurghat:** 8116109940; **Nagrakata:** 9775888737 **Siliguri Sevoke More:- 8372915345 For Franchise Enquiry please contact Mob –9903329820 / 7003070567**

Also Available at Siliguri: Mahakali Stores 9474583722; Nadia Stores 9932026652; Pranab Stores 9434327298; Royal Suppliers 9832073734; G.N. Variety Stores 9475837488; Jony Enterprise 8250725810; Abiskar 8637898647; Maruti Electric & Appliances 9531563049; Crockery Palace 9800279759; Anurag Enterprise 9800006868; **Champasari:** Mega Basket 7001007500; Naxalbari: Charu Enterprise 9932707325; **Coochbehar:** S. P. Trading 9434686111;New Jain Sales 8116877336; Muskan Enterprise 9474521627; Tolaram Dalimchand 03582230251; **Dinhata:** Joarder & Co. 9832374284 ; Saha Bros 9475118237; Jaigaon: Sharma Brothers 94343 49769; Crockery House 9233780167; Apna Bazaar 9232052304; Vikash Enterprise 9609990903; **Malbazar:** North Bengal Metal Stores 6297777504; **Birpara:** Ganesh Metal 9832409730; Darjeeling: Anup Sales agency 98320-91247; Jyoti Enterprise 9641057482; **Islampur:** Durga metal Stores 9933889549 ; Islampur Metal 7384429290; Ananda Basanalaya 9832005305; Uttam Basanalaya 9434557143; Banik Basanlaya 9641337983; **Alipurduar:** Kundu & Sons 7980233484; Variety Gas Oven 9434184967; Dooars Appliances 7001170324; Metal Palace 7501557223; **Falakata:** Bhubaneswari Enterprise 9932460645; Maa Kali Plastic 7318657846; **Jalpaiguri:** Prasadiram Prabhudayal 6294584613; Sanghai Brothers 9434044430; **Dhupguri:** Ghar Sansar 97343-39739; Kundu Variety 9832488838;Malbazar: Maa store 9474589514; **Malda:** Bengal Varaiety Stores 9851414493; Malda Electric House (Chata Bhandar) 9434680562; Shree Bishownath Stores (Koushik Dutta)9093881463; The Shailo Bhandar 9641385967; Natun Ghar Sansar 73848 08880; Laxmi Aluminium Stores 82503 52023; Akansha Enterprise 70011 49519 ; **Kaliachak**: Alumunium Shoping House 9851740686; **Chanchal:** Sharma Sound & Service 8513077592; N&N Das And Sons 94346 83511; **Kaliaganj**: Ashirbad 9434373897; Subhasini Stores 743215638; **Balurghat**: M/S S Kumar Steel Traders 9434194161; Shree Balaji Steel 7278688010; New Tirupati Steel Furniture 9800531986; **Raiganj**: Bharat Glass Stores 8100401145; Laxmi Tredars 9475719038; Bisweswar Stores 9434246931; Radha Krishana Enterprise 7364019068; Parnasree Kundu 9474790175; **Gangarampur:** VIP House 7872109404; Manorama 9474434218; **Baharampur:** New Griho Sova 9735663326; Joy Guru Luggage House 97325 15210; Chaudhari 79 -94744 76508; Farakka: Das Brothers 9434530472; Madhobi Basanalaya 89187 50274; **Umarpur:** Shyam Traders 7501199272; Srimaa Gift House 99337 72121; **Basudebpure:** M S Mart (Musa) 81168 45937; **Raghunathganj:** Prabhati Stores 6294746546; New Trank Stores (Moti Da) 97325 72717; **Dhuliyan:** Chakrabarty Basanalaya 7908307110; **For Distributor & Institutional enquiries Call +919230335256**

লক্ষ্যভেদ

'লক্ষ্যভেদ'-এর উদ্বোধনী সংখ্যায় স্বাগত! উত্তরবঙ্গের প্রতিটি ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থীর স্বপ্নের ডানায় সাহস জোগাতে আমাদের এই নতুন পথ চলা। কেরিয়ারের বিভ্রান্তি দূর করে, সঠিক স্কিল ও গাইডেন্সের হাত ধরে সাফল্যের শিখরে পৌঁছোতে এই পাতা হবে আপনার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী। আসুন, একসঙ্গে নতুন ভবিষ্যৎ গড়ি।

স্কিল অফ দ্য উইক

পেশাদার সিভি (CV) তৈরির প্রথম পাঠ

চাকরি পাওয়ার দৌড়ে আপনার প্রথম হাতিয়ার হল আপনার সিভি (CV)। নিয়োগকারীরা একটি সিভিতে চোখ বোলাতে গড়ে মাত্র ৬ থেকে ১০ সেকেন্ড সময় নেন। তাই ফ্রেশার হিসেবে আপনার সিভি হতে হবে ছিমছাম, তথ্যবহুল এবং আকর্ষণীয়।

কী লিখবেন?

১. হেডার: সিভির একদম ওপরে আপনার পুরো নাম, ফোন নম্বর, একটি পেশাদার ই-মেল আইডি (যেমন: rahul.das@email.com) এবং লিংকডইন প্রোফাইলের লিংক। ২. কেরিয়ার অবজেক্টিভ: ২-৩ লাইনে লিখুন আপনি কেমন কাজ খুঁজছেন এবং আপনার কোন দক্ষতা কোম্পানিকে সাহায্য করতে পারে। ৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা: সর্বশেষ ডিগ্রিটি সবার আগে লিখুন (Reverse Chronological Order)। ডিগ্রির নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, পাশের সাল এবং জিপিএ/শতাংশ উল্লেখ করুন। ৪. স্কিল বা দক্ষতা: এটি ফ্রেশারদের জন্য সবচেয়ে জরুরি। এমএস অফিস, কোডিং, বা অন্য কোনো টেকনিক্যাল স্কিল জানা থাকলে লিখুন। পাশাপাশি 'সফট স্কিল' (যেমন—টিমওয়ার্ক, কমিউনিকেশন) উল্লেখ করুন। ৫. প্রজেক্ট ও ইন্টার্নশিপ: কলেজের অ্যাসাইনমেন্টে করা কোনো সার্ভে, ফিল্ড ওয়ার্ক বা ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা থাকলে তা অবশ্যই হাইলাইট করুন।

কী বাদ দেবেন?

১. অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত তথ্য: বাবার নাম, ধর্ম, জাতীয়তা, বৈবাহিক অবস্থা—এগুলো আধুনিক কর্পোরেট সিভিতে লেখার প্রয়োজন নেই (যদি না বিশেষভাবে চাওয়া হয়)। ২. অপেশাদার ছবি: সেলফি বা বিয়েবাড়ির ছবি দেবেন না। দিলে ফরমাল পোশাক পরা ছবি দিন, নতুবা ছবি দেওয়ারই দরকার নেই। ৩. অদ্ভুত ইমেল আইডি: coolboy_raj@... বা angel_priya@... জাতীয় ইমেল আইডি ব্যবহার করবেন না। ৪. বানান ভুল: একটি বানান ভুলও আপনার সিভি বাতিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

২৬-এ চাকরির বাজারে টিকে থাকতে যা যা জানতেই হবে

পৃথিবী পাল্টাচ্ছে চোখের পলকে। আজ যা 'ট্রেন্ড', কাল তাই ইতিহাস। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এবং অটোমেশনের ঝড়ে চাকরির বাজারের চেনা সমীকরণগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে। এখন প্রশ্ন আর "বড় হয়ে কী হবে?"-তে সীমাবদ্ধ নেই; বরং প্রশ্নটি দাঁড়িয়েছে, "কীভাবে আগামী দিনে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখব?" একটা সময় ছিল যখন নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিই ছিল চাকরির নিশ্চিত পাসপোর্ট। কিন্তু আজকের স্মার্ট রিক্রুটাররা শুধু সার্টিফিকেটের দিকে তাকান না। তারা জানতে চান—আপনার 'পোর্টফোলিও' কী বলছে? আপনি বাস্তবে কী সমস্যা সমাধান করতে পারেন

নতুন বছরে নিজেকে আপগ্রেড করার ৫টি মন্ত্র

২০২৬-এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এই ৫টি মন্ত্রকে শুধু পড়া নয়, অভ্যাসে পরিণত করতে হবে:

টেক-স্যাভি (Tech-Savvy) ৩.০ : স্মার্ট হওয়ার নতুন সংজ্ঞা আগে কম্পিউটার জানা মানে ছিল ওয়ার্ড বা পাওয়ারপয়েন্ট জানা। এখন স্মার্টফোন শুধু সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য নয়, এটি আপনার প্রোডাক্টিভিটি টুল।

● অ্যাডভান্সড টিপস: শুধু এক্সেল জানলে হবে না, শিখতে হবে 'প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং'। চ্যাটজিপিটি (ChatGPT) বা জেমিনি (Gemini)-কে সঠিক নির্দেশ দিয়ে কীভাবে নিজের কাজ করিয়ে নিতে হয়, এটি এখন একটি আলাদা দক্ষতা। ক্যানভা দিয়ে ডিজাইন বা নোশন দিয়ে প্রোজেক্ট ম্যানেজ করার মতো 'নো-কোড' টুলগুলোর ব্যবহার শিখুন।

সফট স্কিলস ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স: মেশিন লজিক বোঝে, কিন্তু আবেগ বোঝে না। এখানেই মানুষের জয়। যোগাযোগ দক্ষতা, দলবদ্ধভাবে কাজ করা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী অর্জন করুন।

● অ্যাডভান্সড টিপস: জোর দিন 'ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং' এবং 'নেগোসিয়েশন স্কিল'-এর ওপর। কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা (Crisis Management) আপনাকে মেশিনের চেয়ে এগিয়ে রাখবে। চাকরির বাজারে এখন IQ-এর চেয়ে EQ (Emotional Intelligence)-এর দাম বেশি।

ডেটা লিটারেসি: তথ্যের ভাষা বোঝা বর্তমান যুগ তথ্যের যুগ। রাশিবিজ্ঞান বা ডেটা দেখে তার মর্মার্থ বোঝার ক্ষমতা অর্জন করুন। আপনি সেলসে থাকুন বা সাংবাদিকতায়—সিদ্ধান্ত নিতে ডেটার ব্যবহার জানা এখন যেকোনো চাকরিতে বড় প্লাস পয়েন্ট।

● অ্যাডভান্সড টিপস: শুধু ডেটা পড়াই নয়, শিখুন 'ডেটা স্টোরিটেলিং'। অর্থাৎ, জটিল সংখ্যা বা গ্রাফকে সহজ কথায় গল্পের মতো করে বস বা ক্লায়েন্টকে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা। পাওয়ার বিআই (Power BI) বা ট্যাবলু (Tableau)-র মতো টুলের প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে আপনার সিভি অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে।

আনলার্ন ও রিলার্ন : 'লাইফ লং লার্নিং' বা আজীবন শেখাই হলো টিকে থাকার মূল মন্ত্র। কলেজ শেষ মানেই শেখা শেষ নয়। তবে শেখার চেয়েও কঠিন হলো পুরনো বা অচল ধারণা ভুলে গিয়ে (Unlearn) নতুন পদ্ধতি শেখা (Relearn)।

● অ্যাডভান্সড টিপস: 'মাইক্রো-ক্রেডেনশিয়ালস' বা ছোট ছোট সার্টিফিকেটের যুগে প্রবেশ করুন। ৩ বছরের ডিগ্রির অপেক্ষায় না থেকে Coursera, Udemy বা Swayam-এর মতো প্ল্যাটফর্ম থেকে ৩-৬ মাসের স্পেশালাইজড কোর্স করে নিজেকে আপগ্রেড করতে থাকুন।

নেটওয়ার্কিং ও পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং: মানুষের সাথে মানুষের সংযোগই আসল শক্তি। তবে শুধু 'চেনা-জানা' থাকলেই হবে না, নিজেকে একটি 'ব্র্যান্ড' হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

● অ্যাডভান্সড টিপস: লিংকডইনে শুধু প্রোফাইল খুলে ফেলে রাখবেন না। সেখানে নিজের ফিল্ডের বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করুন। আপনার ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের পোস্টে গঠনমূলক মন্তব্য করুন। মনে রাখবেন, "Your Network is your Net Worth." অনলাইন পরিচয়ের পাশাপাশি অফলাইন সেমিনার বা ওয়ার্কশপে গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলার জড়তা কাটান।

কোন চাকরি কমছে, কোনটি বাড়ছে?

ভবিষ্যৎ নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে বাজারের গতিপ্রকৃতি বোঝা জরুরি। অটোমেশনের সহজ নিয়ম হলো—যে কাজ বারবার একই নিয়মে করতে হয়, সেই কাজ মেশিনের দখলে চলে যাবে।

● **বিপদসীমার মধ্যে:** ডেটা এন্ট্রি, সাধারণ মানের টেলি-কলিং, বেসিক ট্রান্সলেশন, ক্যাশিয়ার বা রুটিন মাফিক হিসাবনিকাশের কাজগুলো এখন সফটওয়্যার অনেক দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করছে। ফলে এই ধরনের গতানুগতিক 'হোয়াইট কলার' জবের সুযোগ কমছে।

● **উত্থানের পথে:** অন্যদিকে, যে কাজগুলোতে মানুষের বিচারবুদ্ধি, সহানুভূতি, জটিল সৃজনশীলতা এবং স্ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োজন, সেই চাকরিগুলোর চাহিদা আকাশছোঁয়া। যেমন—এআই এথিসিস্ট (AI Ethicist), গ্রিন এনার্জি এক্সপার্ট, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং, জেরিয়াট্রিক কেয়ার (বয়স্কদের সেবা), ডেটা সায়েন্টিস্ট এবং অবশ্যই সাইবার সিকিউরিটি। সোজা কথায়—যন্ত্রের সঙ্গে গায়ের জোরে পাল্লা দেওয়া নয়, বরং যন্ত্রকে 'সহকারী' হিসেবে ব্যবহার করে যারা কাজ করতে পারবে, ভবিষ্যৎ তাদেরই।

● **অ্যাডাপ্টাবিলিটি কোশেন্ট (AQ):** ভবিষ্যতের এক্স-ফ্যাক্টর আইকিউ (IQ) এবং ইকিউ (EQ)-এর পর এখন বিশেষজ্ঞরা গুরুত্ব দিচ্ছেন AQ বা -এর ওপর। অর্থাৎ, পরিস্থিতি বদলালে আপনি কত দ্রুত নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন। ২০২৬ সালে কোম্পানিরা এমন কর্মী খুঁজবে না যারা সব জানে, বরং এমন কর্মী খুঁজবে যারা যেকোনো নতুন পরিস্থিতি দ্রুত শিখে নিতে পারে।

ভবিষ্যৎ তাদের জন্য অন্ধকার যারা পরিবর্তনকে ভয় পায়, আর তাদের জন্য উজ্জ্বল যারা পরিবর্তনের ঢেউয়ে সার্ফিং করতে জানে। আজ থেকেই আপনার প্রস্তুতি শুরু হোক। নিজেকে এমনভাবে তৈরি করুন যাতে আপনি চাকরির খোঁজ না করেন, বরং চাকরি আপনাকে খুঁজে নেয়।

দ্বাদশ শ্রেণির পর কী? বিভ্রান্তি কাটানোর পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ

দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা শেষ হলেই, ফলাফল বেরোবার আগে থেকেই, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মনে একটাই প্রশ্ন—"এর পর কী?" এই সময়টা যেন জীবনের এক কুয়াশাচ্ছন্ন চৌরাস্তা। একদিকে বাবা-মায়ের প্রত্যাশা ও আত্মীয়দের চাপ, অন্যদিকে নিজের চাপা স্বপ্ন, আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একরাশ বিভ্রান্তি। একটা সময় ছিল যখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক বা সরকারি চাকরি—এই তিন-চারটে পেশার বাইরে বাঙালি মধ্যবিত্তের পৃথিবীটা খুব ছোট ছিল। কিন্তু আজ? আজ আকাশটা অনেক বড়। ২০২৬ সালের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে স্ট্রিম বা বিভাগ যাই হোক না কেন, গতানুগতিক পথের বাইরে অজস্র সাফল্যের রাস্তা তৈরি হয়েছে। দরকার শুধু সঠিক তথ্যের এবং একটু সাহসের।

বিজ্ঞান : ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের বাইরেও বিশাল জগৎ

যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন, তাদের অনেকেই জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা নিট (NEET)-এর ইঁদুর দৌড়ে ক্লান্ত। মনে রাখবেন, এখানেই সব শেষ নয়। বরং পিওর সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাইরে এখন 'অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স'-এর যুগ।

● **ডেটা ও টেকনোলজি:** বর্তমান বিশ্ব চলে ডেটার ওপর। ইঞ্জিনিয়ারিং না করেও 'বি.এসসি ইন ডেটা সায়েন্স', 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' বা 'স্ট্যাটিসটিক্স' পড়লে চাকরির বাজার আপনার হাতের মুঠোয় থাকবে।

● **বায়ো-সায়েন্সের নতুন ধারা:** বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, জেনেটিক্স বা ফুড টেকনোলজি—এই বিষয়গুলোতে গবেষণা ও কর্পোরেট চাকরির বিশাল সুযোগ। ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে এই ডিগ্রিগুলোর কদর এখন আকাশছোঁয়া।

● **হেলথকেয়ারের বিকল্প পথ:** মূল ধারার ডাক্তারি না করেও প্যারামেডিক্যাল বা 'অ্যালায়েড হেলথ সায়েন্স' (যেমন—ফিজিওথেরাপি, অপটোমেট্রি, কার্ডিয়াক কেয়ার টেকনোলজি, নিউট্রিশন) পড়েও স্বাস্থ্য পরিষেবায় উজ্জ্বল ও সম্মানজনক কেরিয়ার গড়া সম্ভব। এমনকি 'ভেটেরিনারি সায়েন্স' বা পশুচিকিৎসাও এখন অত্যন্ত চাহিদাসম্পন্ন পেশা।

● **পরিবেশ ও ভূতত্ত্ব:** জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে 'এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স', 'জিওলজি' বা 'জিওফিজিক্স' পড়া ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা আন্তর্জাতিক স্তরে বাড়ছে।

● **মিডিয়া ও কমিউনিকেশন:** মাস কমিউনিকেশন ও জার্নালিজম এখন শুধু খবরের কাগজ বা টিভিতে সীমাবদ্ধ নেই। ডিজিটাল কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, পিআর (PR) বা জনসংযোগ, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং অ্যাডভার্টাইজিং এখন মূল ধারার পেশা।

আর্টস ও হিউম্যানিটজ

সৃজনশীলতার 'ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' "আর্টস নিয়ে পড়েছ, এবার তো শুধু মাস্টারি"—এই ধারণা এখন প্রস্তর যুগের। হিউম্যানিটজের ছাত্রছাত্রীদের যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skills) ও সৃজনশীলতা সাধারণত বেশি হয়, যা অটোমেশনের যুগে মেশিনের চেয়ে বেশি দামি।

● **ডিজাইন ও আর্ট:** ডিজাইনিং (ফ্যাশন, ইন্টেরিয়র, গ্রাফিক, জুয়েলারি) অত্যন্ত লোভনীয় ও হাই-পেইং কেরিয়ার। ইউআই/ইউএক্স (UI/UX) ডিজাইনিং এখন আর্টসের ছাত্রদের টেকনোলজি সেক্টরে ঢোকার সেরা দরজা।

● অন্যান্য পেশাদার কোর্স: হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বা সোশ্যাল ওয়ার্ক (BSW)-এর মতো পেশাদার কোর্সগুলো দ্রুত চাকরির সুযোগ করে দেয়। পাঁচ বছরের ইন্টিগ্রেটেড ল (BA LLB) তো চিরকালীন ভালো অপশন।

বাণিজ্য : হিসাবের খাতা থেকে গ্লোবাল ফিন্যান্স

শুধুই সাধারণ বি.কম পাস বা সিএ (CA)-এর কঠিন পথে না হেঁটে কমার্সের ছাত্রছাত্রীরা এখন নতুন দিকে ঝুঁকছে।

● **প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন:** প্রথাগত ডিগ্রির পাশাপাশি ACCA (গ্লোবাল সিএ), CMA (কস্ট ম্যানেজমেন্ট), বা CS (কোম্পানি সেক্রেটারি)-এর মতো প্রফেশনাল কোর্সগুলো এখন কর্পোরেট দুনিয়ায় অত্যন্ত মূল্যবান।

● **ফিন্যান্স ও অ্যানালিটিক্স:** ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং, স্টক মার্কেট অ্যানালিসিস, এবং 'বিজনেস অ্যানালিটিক্স' এখন দারুণ জনপ্রিয়। যাদের অঙ্কে ভালো দখল আছে, তারা 'অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স' (Actuarial Science) নিয়ে ভাবতে পারেন—বীমা ও রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সেক্টরে এর চাহিদা প্রচুর এবং বেতনও ঈর্ষণীয়।

● **ম্যানেজমেন্ট:** বিবিএ (BBA) এখন অনেক স্পেশালাইজড হয়েছে। লজিস্টিকস, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বা ফিন-টেক স্পেশালাইজেশনসহ বিবিএ করাটা ভবিষ্যতের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ।

স্মার্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৫টি 'অ্যাডভান্সড টিপস'

১ **SWOT অ্যানালিসিস করুন:** খাতা-কলম নিয়ে বসুন। নিজের Strength (শক্তি), Weakness (দুর্বলতা), Opportunity (সুযোগ) এবং Threat (বাধা)—এই চারটি বিষয় লিখুন। বন্ধুর দেখাদেখি নয়, নিজের এই ছক মিলিয়ে বিষয় বাছুন।

২ **প্ল্যান 'বি' তৈরি রাখুন:** সবসময় একটি বিকল্প রাস্তা খোলা রাখুন। যদি জয়েন্ট বা নিট না হয়, তবে আমি কী পড়ব—সেই ব্যাকআপ প্ল্যান থাকলে মানসিক চাপ অর্ধেক হয়ে যায়।

৩ **ইন্টার ডিসিপ্লিনারি শিক্ষা:** এখন শিক্ষার দেওয়ালগুলো ভেঙে যাচ্ছে। আপনি ফিজিক্স নিয়েও মিউজিক শিখতে পারেন, আবার ইতিহাস নিয়েও কোডিং শিখতে পারেন। কলেজের ডিগ্রির পাশাপাশি সমান্তরালভাবে অন্য কোনো স্কিল (যেমন—ভিডিও এডিটিং, ডেটা অ্যানালিটিক্স বা বিদেশি ভাষা) শিখতে থাকুন।

৪ **গ্যাপ ইয়ার ট্যাবু নয়:** যদি সত্যিই খুব বিভ্রান্ত থাকেন বা এন্ট্রান্সের জন্য আর এক বছর ভালো করে পড়তে চান, তবে এক বছর বিরতি বা 'গ্যাপ' নেওয়া কোনো অপরাধ নয়। তবে সেই সময়টা যেন প্রোডাক্টিভ কাজে লাগে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫ **পেশাদার পরামর্শ:** ইন্টারনেট রিসার্চের পাশাপাশি প্রয়োজনে পেশাদার কেরিয়ার কাউন্সিলরের সাহায্য নিন বা লিংকডইনে সেই ফিল্ডের সিনিয়রদের সাথে কথা বলুন। যারা বাস্তবে ওই কাজটা করছেন, তাদের অভিজ্ঞতা আপনাকে সঠিক দিশা দেখাবে।

আসল কথা হলো, স্রোতে গা ভাসাবেন না। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে কোনো বিষয়ই 'ভালো' বা 'খারাপ' নয়। যে বিষয়ে আপনার আগ্রহ এবং দক্ষতা—দুটোই আছে, একমাত্র সেই বিষয়েই আপনি আপনার সেরাটা দিতে পারবেন।

এক্সপার্ট কর্নার

রাতুল সরকার, বালুরঘাট: আমি অঙ্কে দুর্বল, কিন্তু টেকনোলজি নিয়ে পড়তে চাই। ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কী উপায় আছে?

উত্তর: টেকনোলজি মানেই শুধু কঠিন অঙ্ক বা ইঞ্জিনিয়ারিং নয়। অঙ্কে ভীতি থাকলে তুমি বিসিএ (BCA), মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স, UI/UX ডিজাইন বা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে এগোতে পারো। এছাড়া প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে 'পাইথন' (Python) বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখতে পারো, যেখানে অঙ্কের চেয়ে লজিক বা যুক্তির ব্যবহার বেশি।

নবনীতা বিশ্বাস, দিনহাটা: আমি আর্টস নিয়ে পড়েছি। সবাই বলছে সরকারি চাকরি ছাড়া নাকি গতি নেই। প্রাইভেট সেক্টরে আমার জন্য কী কী সুযোগ আছে?

উত্তর: এই ধারণা ভুল। কর্পোরেট জগতে আর্টসের ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর চাহিদা। তুমি মাস কমিউনিকেশন ও জার্নালিজম, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, আইন (Law) বা সোশ্যাল ওয়ার্ক (BSW) নিয়ে পড়তে পারো। এছাড়া কন্টেন্ট রাইটিং, অ্যাডভার্টাইজিং এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট—এই ক্ষেত্রগুলোতে ক্রিয়েটিভ বা সৃজনশীল মানুষের কদর সবচেয়ে বেশি।

সৌরভ রায়, ফালাকাটা: এখন শুনছি ডিগ্রির চেয়ে 'স্কিল'-এর দাম বেশি। তাহলে কি কলেজ ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রফেশনাল কোর্স করব?

উত্তর: একদমই না। ডিগ্রি হল 'পাসপোর্ট', যা তোমাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে ঢোকার যোগ্যতা দেয়। আর স্কিল হলো তোমার 'পারফরম্যান্স', যা চাকরি পেতে সাহায্য করে। গ্রাজুয়েশন চালিয়ে যাও, তার পাশাপাশি অনলাইন বা অফলাইন কোর্সের মাধ্যমে নতুন স্কিল (যেমন—অ্যাডভান্সড এক্সেল, ভিডিও এডিটিং বা স্পোকেন ইংলিশ) শিখতে থাকো। দুটোরই গুরুত্ব অপরিসীম।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ই-মেল করুন:
ubscareeroption@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮৫,২২০.৬০ (+৫৪৫.৫২)
নিফটি : ২৬,১২৯.৬০ (+১৯০.৭৫)

লাখো মানুষের ভিড়ে খালেদাকে শেষ বিদায় ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৪° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন	২৫° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৩° সর্বোচ্চ	১১° সর্বনিম্ন

২৮-এ শা'র লক্ষ্য ২০ ৪

বছরের শেষ ম্যাচেও গোল রোনাল্ডোর ১৮
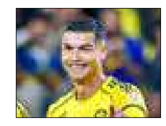

১৬ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 1 January 2026 Thursday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 223

উদয়ন গড়ে অদৃশ্য কাঁটা

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা এককেটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দিনহাটা, ৩১ ডিসেম্বর : 'শোনও শোনও বন্ধুগণ শোনও দিয়া মন, বাংলার উন্নয়ন...' - দূর থেকে ভেসে আসা পাঁচালির সুরে মুখেচোখে বিরক্তি ফুটে ওঠে মদনের, 'এই যে, সাতসকালে চালু হয়া গেইল। হামরা কাজ করি তাল না পাই আর উমার খালি উন্নয়ন। কোটে উন্নয়ন হইছে কায় জানে।' (এই যে সাতসকালে চালু হয়ে গেল। আমরা কাজ করে তাল পাই না, ওদের খালি উন্নয়ন। কোথায় উন্নয়ন হয়েছে কে জানে) টোটোতে ধূপকাঠি দেখিয়ে প্রণাম করে বিড়বিড় করতে থাকেন মদন। রওনা হওয়ার আগে স্ত্রী এসে মনে করান ছেলের স্কুলে ইউনিফর্ম, বইয়ের টাকা দেওয়ার তারিখ পেরিয়ে গিয়েছে। অস্ফুট স্বরে 'দেখছি' বলে টোটো স্টার্ট দেন তিনি। পাশের চায়ের দোকানে বাইকে বসেই হাঁক দেন এক ব্যক্তি, 'ওই মদন, মিটিংয়ের কথা মনে আছে তো? বাবুনদা আসবে কিন্তু।' হাত নেড়ে সম্মতি জানিয়ে মূল রাস্তা ধরে এগিয়ে যান মদন। শীতের সকালের কুয়াশা তখনও কাটেনি। নেতার সামনে মদনের সম্মতি ধোঁয়াশাই তৈরি করে।

খেরবাড়িহাট বাজারে চায়ের আসর জমে এসআইআর-এর আলোচনায়। সেখান থেকে রাজ্য ও দেশের রাজনীতি নিয়ে তর্ক জমান

জনসংযোগে উদয়ন।

বাবলু দাস, ইয়াকুব মিয়াঁরা। উদয়ন গুহ না তাঁর ছেলে এবার দিনহাটা বিধানসভায় প্রার্থী হবেন তার চুলচেরা বিশ্লেষণও চলে। নিশীথ প্রামাণিক মাঠে নামলে খেলা ঘুরে যেতে পারে বলেও জানান কেউ কেউ। সেই আলোচনার কোনও শেষ নেই। একজন উঠে যায় তো অন্যজন এসে আসরে যোগ দেন।

এরপর দশের পাতায়

বর্ষশেষের পিকনিক

জলঢাকা থানার নকশাল এলাকায় পিকনিক স্পটে ভিড়। বুধবার। ছবি : শুভদীপ শর্মা

নতুন বছরে আমাদের সংকল্প

প্রতিদিন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজের পাতায় কেবল অস্থিরতা আর বঞ্চনার খবর পড়তে পড়তে আপনি কি ক্লান্ত? তবে এবার সময় এসেছে বদলানোর। উত্তরবঙ্গ সংবাদ বিশ্বাস করে, খবরের কাগজ কেবল ঘটনার দলিল নয়, তা হওয়া উচিত আগামীর স্বপ্ন আর লড়াইয়ের প্রেরণা। তাই নতুন বছরের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের সংকল্প 'আমরা বদলে যাব ঠিক ততটাই, যতটা আমাদের পাঠকরা চান'।

আজ থেকে আপনার চেনা খবরের কাগজ সাজছে এক সম্পূর্ণ নতুন সাজে। নেতিবাচকতার শিকল ভেঙে আমরা আপনার টেবিলে পৌঁছে দেব একরাশ তাজা সুবাস। আমরা খুঁজব সেইসব খবর, যা আপনার মুখে হাসি ফোটাবে, যা আপনাকে ভাবাবে এবং বলবে- 'সব শেষ হয়ে যায়নি'।

উৎসবের সুরে তাল মেলালেন পর্যটকরাও

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩১ ডিসেম্বর : যদি 'মর্নিং শোজ দ্য ডে' হয় তা হলে সকালের ঝলমলে রোদেই আভাস ছিল দিনটা কেমন কাটবে। সেই রোদে সকাল থেকে গা ভাসাল জলপাইগুড়ি। দিনভর বর্ষশেষের আমেজ আর সন্ধ্যার পর বর্ষবরণের প্রস্তুতি উৎসবের মেজাজে মজে রইল আট থেকে আশি। জেলার বিভিন্ন পিকনিক স্পটে জমজমাট ভিড় জমেছে সকাল থেকেই। পর্যটকের ঢল নেমেছে গরুমারা ও লাটাগুড়ির বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকাগুলিতে।

2026

নববর্ষের উপহার

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার। ২০২৬ সালের একটি দেওয়াল ক্যালেন্ডার সংবাদপত্রের সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। আজ পত্রিকা বিক্রেতার কাছ থেকে কাগজের সঙ্গে ক্যালেন্ডারটি চেয়ে নিতে ভুলবেন না।

প্রকাশক

ইংরেজি নববর্ষে

উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্সি, পত্রিকা বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি, মূর্তি ও গরুমারার রিসর্টগুলি এখন পর্যটকে ঠাসা। জঙ্গল সাফারি, নদীর চরে সময় কাটানো এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে সকাল থেকেই পর্যটকদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সন্ধ্যা নামতেই ধূপঝোরা, লাটাগুড়ি, মূর্তি ও মঙ্গলবাড়ির একাধিক রিসর্টে শুরু হয় বর্ষবরণের বিশেষ অনুষ্ঠান। কিছু রিসর্টে আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠান পর্যটকদের বাড়তি আকর্ষণ ছিল।

গরুমারায় বেড়াতে আসা পর্যটক দীপাঞ্জন সরকার ও রিমঝিম দাস জানান, এই প্রথম তাঁরা গরুমারায় এসেছেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় আদিবাসী নৃত্যগোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে নাচে অংশ নিয়ে তাঁরা বললেন, 'বছরের শেষ দিনে যে আনন্দ পেলাম, তা কোনওদিন ভোলার নয়।'

সকাল থেকে বাজার, বিকেলের পর পিকনিকের আসর আর ঘড়ির

এরপর দশের পাতায়

জীবনের দাবিতে নিরুত্তর কেন্দ্র

বঙ্গ রাজনীতির অঙ্ক দিল্লিতে, গুরুত্ব দিচ্ছে না রাজ্য

নিউজ ব্যুরো

৩১ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করলেও কেএলও প্রধান জীবন সিংহের দাবি, তাঁদের সঙ্গে নয়াদিল্লির তিনদিনের আলোচনা হয়েছে। কেএলও'র সহযোগী সংগঠন কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল নিজেদের ওই আলোচনার অন্যতম শরিক বলে দাবি করেছে। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বুধবার প্রেস বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, খুব শীঘ্র তাঁদের দাবি পূরণের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র।

যদিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্র রাজকুমার সিং বলেন, 'এই ধরনের কোনও বৈঠকের খবর আমার জানা নেই। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল অবশ্য বিবৃতিতে জানিয়েছে, যে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল আলাদা কামতাপুর রাজ্য গঠন। কোন রাজ্য ভেঙে আরেকটি রাজ্য গঠন করতে হলে সংবিধান অনুযায়ী প্রথম রাজ্যটির সম্মতি প্রয়োজন। কিন্তু নয়াদিল্লিতে গত তিনদিনের আলোচনায় রাজ্য সরকারকে ডাকাই হয়নি। ফলে বৈঠকটি সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন এড়ানো যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারের পক্ষে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলা থেকে পালিয়ে থাকা এক নেতা

এরপর দশের পাতায়

কৌলীন্য খুইয়েছে ১৫৬ বছরের শহর

এ যেন ছবি বিশ্বাসের জলসাঘর। কৌলীন্য আছে, কিন্তু ধীরে ধীরে কমছে আর্থিক সংগতি। জলপাইগুড়ির বনেদিয়ানা এখন ক্ষয়িষ্ণু।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : কত তার সম্মানতিলক। চায়ের শহর, জেলা সদর, বিভাগীয় সদর, বনেদি শহর, সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান, স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই জলপাইগুড়ির কৌলীন্য প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। শহরটার বয়স ১৫৬ পেরিয়েছে। ১৯৬৮-র বন্যা, জেলাভাগ, চা বাগানের সদর দপ্তরগুলির ক্রমে মুখ ফেরানো ইত্যাদি কারণে শহরটার অর্থনৈতিক গুরুত্ব কমেছে।

দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার, পরিতোষ দত্তদের উত্তরাধিকার থাকলেও পড়াশোনায় পিছনের সারিতে শহরটি। জলপাইগুড়ির গুটিকয়েক নামী স্কুলেও সেই অবক্ষয়ের ছায়া। একসময় রাজ্যের উল্লেখযোগ্য স্থান থাকলেও এখন জলপাইগুড়ির সাংস্কৃতিক ধারাও মৃতপ্রায়। গত কয়েক দশকে প্রাপ্তি বলতে একটিই- শিলিগুড়ির সঙ্গে লড়াই করে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ আদায়। জলপাইগুড়ির সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ ছিল বলে দাবিটি আদায় হয়েছিল।

শিবরাত্রির সলতে। কল্যাণী গ্রুপের চা বাগানের সদর অফিস মার্চেন্ট রোডে।

চায়ের সুগন্ধ হারিয়েছে

উত্তরবঙ্গ টি-টিম্বার-ট্যুরিজম মিথের অন্যতম ধারক জলপাইগুড়ি ছিল চা শিল্পের অন্যতম ভরকেন্দ্র। ডুয়ার্সের শতাধিক চা বাগানের হেড অফিস ছিল এই শহরে। বাঙালি শিল্পপতিদের হাতে থাকা চা বাগানগুলির কল্যাণে অর্থনীতির মজবুত ভিত ছিল জলপাইগুড়ি। চা শিল্প সংস্থাগুলি ক্রমে অবাঙালি মালিকানায় চলে যাওয়ায় হেড অফিসগুলিও একে একে কলকাতায় সরে গিয়েছে। সেই ধাক্কা শহরের অর্থনৈতিক বুনিয়াদটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের এই সুবিশাল জনপদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন এমন অসংখ্য মানুষ, কেউ হয়তো নিজের শেষ সম্বলটুকু দিয়ে অনাথ শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন, কেউ মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দিতে মাঝরাতে ছুটে যান মাইলের পর মাইল, আবার কেউ হয়তো একা হাতে গড়ে তুলেছেন একটি আস্ত অরণ্য। এঁরাই আমাদের সমাজের 'আনসাং হিরো' বা আলোর সারথি

১০ হাজার সাপ উদ্ধার নন্দুর

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : ২০০৭ সাল। ওই বছরে একদিন প্রতিবেশীর ঘরে বিষধর এক সাপ ঢুকে পড়েছিল। তিনি সাহস করে সেই ঘরে ঢুকে সাপটিকে বের করে এনেছিলেন। তারপর থেকেই ময়নাগুড়ি রোডের নন্দু রায়ের জীবনটা একদম বদলে যায়। সাপ ধরায় প্রথাগত শিক্ষা নেই। নিজেকেই নিজে শিখিয়ে ক্রমে এই বিদ্যায় সড়োগড়ো হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন প্রজাতির ১০ হাজারের বেশি সাপ উদ্ধার করেছেন। এর মধ্যে ৫০টি কিং কোবরা, প্রায় ছয় হাজার গোখরো, হাজারখানেক অজগর রয়েছে। প্রাপ্তির অদ্ভুত ঝুলিতে রেড কোরাল কুকরি, সি বোল্ট ওয়াটারের মতো বিরল প্রজাতির সাপ উদ্ধারের সত্যিকারের গল্পও রয়েছে।

বিষধর সাপ উদ্ধারে ব্যস্ত নন্দু রায়।

গভীর রাত হোক বা শীতের হাড়কাঁপানো ভোর, ডাক পেলেই নন্দু সেখানে ছুট লাগান। হাতের কায়দায় একটি ছোট্ট লোহার লাঠির সাহায্যে বিষধর সাপকে ঝাঁপিতে পুরে ফেলাটা তাঁর যেন বাঁ হাতের খেলা। সাপ উদ্ধারে দারুণ দক্ষ হলেও মূল লক্ষ্য অবশ্য এই প্রাণীদের খুব ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখা। রবিবার রাতে ময়নাগুড়ি আসাম মোড় এলাকায় পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়কের উপর প্রায় আট ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ দেখা গিয়েছিল। সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে নন্দু সেখানে গিয়ে সাপটিকে উদ্ধার করে বনকর্তাদের হাতে তুলে দেন। নিজের হাতে সেটির চিকিৎসাও করেন। পরে সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

নন্দুর কথায়, 'সাপের ছোবল থেকে মানুষকে রক্ষা করা যতটা জরুরি, মানুষের আঘাত থেকেও সাপকে রক্ষা করা ঠিক ততটাই জরুরি।' কোনও সরকারি সাহায্য

আলোর সারথি

ছাড়াই ১৯ বছর ধরে নন্দু তাঁর এই অভিনব কাজ চালিয়ে চলেছেন। কোনও পারিশ্রমিক নেন না। উলটে নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে মোটরবাইকে তেল ভরে ছুট লাগান। প্রায় ৬০ বছর বয়সি মানুষটির পরিবহণ ব্যবসায় যা লাভ হয় তার বেশ কিছুটা এতেই খরচ হয়ে যায়। মানুষটির একনিষ্ঠতা দেখে অমল রায়, সাহেব দাস, পুরঞ্জন নাগ, পার্থসারথি রায়ের মতো অনেকেই নন্দুর প্রতি তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিজে সাপ উদ্ধারের পাশাপাশি ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠন খুলে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী উদ্ধারকাজের পরিধি বৃদ্ধি করেছেন। এই সংগঠনে এখন ৪০ জন সদস্য। ময়নাগুড়ির পরিধি ছাড়িয়ে ডুয়ার্সজুড়েই সংগঠনের আজকাল দারুণ নামডাক।

এককভাবে এত সাপ উদ্ধারের নজির উত্তরবঙ্গে তো বটেই, গোটা রাজ্যেই তেমন নেই। নন্দুর প্রায় দুই দশকের সাপ উদ্ধারের অভিজ্ঞতাকে বন দপ্তরও কাজে লাগাচ্ছে। দপ্তরের নীচুতলার কর্মীদের সাপ উদ্ধারের বিভিন্ন পদ্ধতি, সাপ চেনানোর প্রশিক্ষণ দিতে সরকারি তরফে মাঝেমধ্যেই নন্দুর ডাক পড়ে।

সর্পপ্রেমী মানুষটি বললেন, 'শুধু সাপ উদ্ধার নয়, বিগত কয়েক বছর ধরে সাপ রক্ষার কাজে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাওয়ার কারণে এখন গ্রামীণ এলাকায় সাপ মেরে ফেলার ঘটনা অনেকটাই আটকানো সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও সাপ ছোবল দেবার পর কুসংস্কারবশত অনেকেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বদলে ওঝার কাছে নিয়ে যেতেন। এই ধরনের ঘটনাও অনেকটা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।' নন্দুর এই কর্মকাণ্ডকে স্বাগত জানিয়ে উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভির বার্তা, 'ওঁর এই কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত হোক।'

এসআইআর আতঙ্কে মহিলার মৃত্যু

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৩১ ডিসেম্বর : সারা রাজ্যে এসআইআর আতঙ্কে একাধিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এবার সেই তালিকায় নাম জড়াল কুশমণ্ডির। এক মহিলার মৃত্যু নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম জয়ন্তী সরকার (৫০)। তাঁর বাড়ি কুশমণ্ডি ব্লকের মালিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিকুল সংসদের রণডাঙা গ্রামে। গত ২৭ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু বুধবার পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁর নামে এনুমারেশন ফর্ম না আসায় আতঙ্কের জেরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিন ছেলে, এক মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে ছিল জয়ন্তীর পরিবার।

মৃতার স্বামী নাটারু সরকার বলেন, 'পরিবারের সকলের এনুমারেশন ফর্ম এলেও জয়ন্তীর আসেনি। এরপর থেকেই সে ভেঙে পড়ে। এই নিয়ে বিডিও অফিসে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও সদুত্তর খুঁজে পায়নি।' এদিকে নিয়ম অনুসারে ওই মহিলাকে ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শ্যামল সাহা। তবে পরিবারের দাবি, তাতেও আতঙ্ক যায়নি জয়ন্তীর। জয়ন্তীর ছেলে তাপস সরকার বলেন, 'মায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দুই লক্ষ টাকা ছিল। তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন। প্রতিবেশীদের কাছে নানান কথা শুনে মা ভেবে নিয়েছিলেন ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারবেন না। টাকা তুলতে না পারলে পরিবারের কী হবে ভেবে চিন্তায় থাকতেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মা বাড়িতেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা যান। মায়ের মৃত্যুর জন্য এসআইআর দায়ী।' তবে যে যে কারণে মহিলা আতঙ্কে ভুগতেন বলে পরিবারের দাবি সেগুলি সম্পর্কে কোনও সরকারি নির্দেশিকা ছিল না। এদিন দুপুরে মৃতার বাড়িতে যান পঞ্চায়েত প্রধান ফুলমালা রায় বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আবদুল কাদের মিয়াঁ।

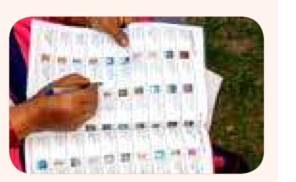

■ মহিলা ভেবে নিয়েছিলেন ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ব্যাংক থেকে আর কোনওদিন টাকা তুলতে পারবেন না

■ কষ্ট করে জমানো টাকা তুলতে না পারলে পরিবারের ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করতেন তিনি

■ ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা যান

> পরিবারের সকলের এনুমারেশন ফর্ম এলেও জয়ন্তীর আসেনি। এরপর থেকেই সে ভেঙে পড়ে। এই নিয়ে বিডিও অফিসে বেশ কয়েকবার যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা কোনও সদুত্তর খুঁজে পায়নি।
>
> **নাটারু সরকার**
> *মৃতার স্বামী*

নয়া চেয়ারম্যান নির্বাচনের দাবি

ডালখোলা, ৩১ ডিসেম্বর : ডালখোলা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদকে, ১৭ ডিসেম্বর চেয়ারম্যান নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ৯ জন কাউন্সিলারের স্বাক্ষর করা চিঠি দেওয়া হয় বুধবার। চিঠির কপি উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসক ও ইসলামপুর মহকুমা শাসককে পাঠানো হয়েছে। ওইদিন ১৬ জন কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আলি রেজা খানের প্রস্তাবে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তনয় দে ওরফে পিংকুকে চেয়ারম্যান করা হয়। তার কপিও জেলা শাসক ও ইসলামপুর মহকুমা শাসককে জমা করার পরে হঠাৎ ওই নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করে ৯ জন কাউন্সিলার কেন নতুন করে চেয়ারম্যান নির্বাচনের দাবি তুলেছেন তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

শোকে ব্যবসা বন্ধ

চ্যাংরাবান্ধা, ৩১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশে ঘোষিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় শোক। এই কারণেই বুধবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর থেকে যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের কার্যক্রম বন্ধ থাকে।

ওপারে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ছিল। চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ থাকলেও ভিসাধারী যাত্রীদের যাতায়াত ছিল অব্যাহত।

e-TENDER NOTICE
Matiali Block Development Office
Chalsa :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/47/ BDO/MATIALI/2025-26.
Last date of online bid submission : 07-01-2026 upto 18:00 Hours.
For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Matiali Development Block

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE
URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Race Course Para
P.O. & Dist.- Jalpaiguri, PIN- 735101
E-Mail : eemedjal@gmail.com

TIME EXTENSION

e-Tender is invited from Interested Bonafied bidders / Govt Contractors for 'Construction/Repair of Roads within in Mekhliganj and Maynaguri Municipality under Pathashree Urban Scheme.' as per the detail below :

Sl No	Tender ID No.	Tender Ref No.	Location
1	2025_MAD_5002144_5 2025_MAD_5002144_6 2025_MAD_5002144_8 2025_MAD_5002144_9 2025_MAD_5002144_12	WBMAD/e-NIT/19 of EE/MED/JAL/2025-26 Dt. 12.12.2025.	Maynaguri Municipal Area
2	2025_MAD_5001871_1	WBMAD/e-NIT/18 of EE/MED/JAL/2025-26 Dt. 12.12.2025.	Mekliganj Municipal Area

Bid Submission end date **06.01.2026, 12:00 Noon.** Interested Bonafide bidders and requested to visit **https://tenders.wb.gov.in/.**

Sd/-
Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E. Dte.

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE
URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Race Course Para
P.O. & Dist.-Jalpaiguri, PIN-735101
E-Mail: eemedjal@gmail.com

TIME EXTENSION

e-Tender is invited from Interested Bonafide bidders / Govt Contractors for **'Construction/Repair of Roads within in Dhupguri Municipality under Pathashree Urban Scheme'** as per the detail below :

Sl No	Tender ID No.	Tender Ref No.	Location
	2025_ MAD_ 5002208_5 2025_ MAD_5002208_6 2025_ MAD_5002208_8 2025_ MAD_5002208_9 2025_ MAD_5002208_10 2025_ MAD_5002208_11 2025_ MAD_5002208_12 2025_ MAD_5002208_13 2025_ MAD_5002208_14	WBMAD/e-NIT/ 20 of EE/MED/ JAL/2025-26 Dt. 13.12.2025.	Dhupguri Municipal Area

Bid Submission end date **06.01.2026, 12:00 Noon.** Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in/.

Sd/-
Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E.Dte.

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিসিবিএল/১৭/২০২৫/এমএলজি, তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং: ডিসিবিএল২৬২০২৫এমএলজি। কাজের নামঃ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, বঙ্গাইগাঁওয়ের নবনির্মিত গার্ডার উপাদান এবং ইস্পাত নির্মিত কাজের শুধুমাত্র গ্রিট ব্লাস্টিংয়ের দ্বারা ধাতুকরণ। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য : ২,৪৬,২৫,৪৪২.৮৯ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ২,৭৩,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা। টেন্ডার খোলার তারিখঃ ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) কার্যালয়ে ১৯-০১-২০২৬ তারিখের ১৫.০৫ ঘণ্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/৫৯_২০২৫/কে/১২৮৭; তারিখ: ২৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. ঃ ৫৯_২০২৫; কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনে- তিন (০৩) বছরের জন্য কাটিহার ডিভিশনে এলএইচবি টাইপ এসি এবং টিএল কোচে সরবরাহ করা আইসিইপিএল -এর তৈরী আরইবিসি (রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার) -এর সার্বিক বার্ষিক প্রতিরোধমূলক এবং ত্রুটি মেরামতের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য: ৩০,০৩,২৫৮/- টাকা; বায়না মূল্য : ৬০,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৭৪ অব ২০২৫, তারিখঃ ২৬-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এবিএসএসঃ- কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন ভবনের সফট আপগ্রেডেশন-এর সাথে পিপি শেডের ব্যবস্থা, প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠের উন্নয়ন এবং এফওবি সাথে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৭,৪০,৫৭,৪৫৬.১৯ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১০,২০,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৩-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৫০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৫১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনে অসম অঞ্চলের ১২টি স্টেশনে বিজ্ঞাপন অধিকারের জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনস্থ অসম অঞ্চলের ১২ টি স্টেশনে বিজ্ঞাপনের অধিকার এবং কোকরাঝার স্টেশনের পিআরএস ভবনে ক্যাটারিং সেবা পরিচালনের সঙ্গে সম্পর্কিত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি (রি-টেন্ডার)। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এমআইএসসি-সিএএনকেওজে২৫

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-কেওজে-পিআরকিয়স্ক-১৯-২৪-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিস-প্রোমোসনেল কিয়স্ক)	আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনস্থ কোকরাঝার স্টেশনের পুরোনো যাত্রী সংরক্ষণ সেবার (পিআরএস) ভবনে যা এসবিআই/এটিএম-এর সামনে অবস্থিত বাজার-নির্ধারিত মূল্যে স্থানীয় রন্ধন প্রণালী সহ শাকাহারী-অশাকাহারী খাবার, হালকা জলখাবার, গরম ও ঠান্ডা পানীয় সামগ্রীর যোগানের সঙ্গে ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনার জন্য লাইসেন্স।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০১-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১২.৩০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তি

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বামনহাট, কোচবিহার, চ্যাংরাবান্ধা, বানারহাট, নিউ ময়নাগুড়ি, বিন্নাগুড়ি, মালবাজার এবং ধুবরি স্টেশনে পার্কিং স্ট্যান্ডের চুক্তির জন্য ই-নিলামের আমন্ত্রণ। নিলাম ক্যাটালগ নম্বর: সি-এপি-পার্ক-৪৩-৮; বিবরণ ঃ দুই, তিন, চার এবং চার চাকার অধিক যানবাহনের জন্য পার্কিং স্ট্যান্ড পরিচালনা; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১২-০১-২০২৬ তারিখে ১১:০০ টায়।

ক্রম নং.	লটনং/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনডি-এমএক্স-৩৮-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স-৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-সিবিডি-এমএক্স-৩৬-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-সিওবি-এমএক্স-১৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমএক্স-৪-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৭	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স -এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬
এএ/৮	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি -এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	১০৯৬

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ১২-০১-২০২৬ তারিখে ১২:৪০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরপর লটগুলের নিলাম বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য ঃ আগ্রহী দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিজ মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারী অ্যাফিডেভিট দ্বারা 30-10-2020 তারিখে Ram Krishna Bahadur ও Ram Krishna Bahadur Chhetri একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/119895)

●

আমি Jahirul Islam পিতা Md. Fayjer Ali, গ্রাম- বোয়ালীমোহন পার্ট- ২, পো- বারকোদালী, থানা- বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার। আমার পিতার নাম নানা স্থানে নানা রকম থাকায় 31/12/25 তুফানগঞ্জ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে 10 নং অ্যাফিডেভিট বলে Fajar Ali,, Fayjer Ali, Sekh Fayrej Ali, Fayjer Ali Mahammad থেকে Md. Fayjer Ali করিলাম। (D/S)

Quotation

Chairman, Jalpaiguri Municipality invited Quotation : APAS Quotation no : 11/2025-26 Memo: 4981/M Date : 31/12/2025 Last date of bidding dated : 07/01/2026 at 3.00 P.M Details which are available in the official notice board.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

Govt. of West Bengal
Office of the
Block Development Officer
Sadar Block, Jalpaiguri

N.I.Q No:- 03/2025-2026 Dated :- 31.12.2025 invited by the undersigned for the work at Sadar Block, Jalpaiguri. Last date of Submission of Quotation is **09.01.2026 up to 2:00 pm.**
Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Block Development Officer
Sadar Block :: Jalpaiguri

শুভেচ্ছা

কলাশ্রী সংগীত ও তবলা বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্র সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি, অধ্যাপক শ্রী প্রলয় সাহা অধ্যাপিকা শ্রীমতী ঝুমা সাহা চক্রবর্তী। Happy New Year-2026. Phone- 9749565089.

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা, বয়স 35-এর মধ্যে। Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M No. 8016140555. (C/119892)

অ্যাফিডেভিট

আমি, Mahek Jindal (old name) W/o Ankur Bansal ঠিকানা M.G. Road, Khalpara, P.O. & P.S. Siliguri, Dist- Darjeeling, Pin-734005 নোটারি পাবলিক- শিলিগুড়ি কোর্ট, WB/Darjeeling -এর Affidavit দ্বারা (Mahak Jindal) new name নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No- 11 AC 942174 Dated 31-12-25 Mahek Jindal (Old name) ও Mahak Jindal (New name) একই ব্যক্তি। (C/113657)

●

পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 23.12.2025 তারিখে J.M. 1st class কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Julekha Begam এবং Parbati (Singh) Begam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/119265)

●

I, Gautam Mandal, S/O Anil Chandra Mandal. My name on my driving licence have been wrongly recorded as Goutam Mandal, therefore before the First Class Judicial Magistrate at Jalpaiguri court vide Affidavit on 26/12/2025 I declare that Gautam Mandal and Goutam Mandal is the same person. (C/119894)

আসাম অঞ্চলের ১২টি স্টেশনে বিজ্ঞাপনের স্বত্বাধিকার

আসাম অঞ্চলের ১২টি স্টেশন ও সঞ্চালন এলাকায় একক বিজ্ঞাপন স্বত্বের জন্য ই-নিলামের আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং.: সি-এপি-এডিভিটিএনডিটিএল২৫; একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন: ১০৯৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়: ০৩-০১-২০২৬ তারিখে ১২:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	লট বন্ধের তারিখ ও সময়
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-এককেএম-ওএইচ-৫২২-২৫-১ (বিজ্ঞাপন-বাড়ির বাইরে)	০৩-০১-২০২৬তারিখে ১২:৩০ টায়

পরপর লট বন্ধের হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধের সময় আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে দেখা যাবে। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

আজ সাদা ঘণ্ট রাঁধবেন দিগন্তিকা চৌধুরী এবং মৌমিতা দত্ত। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ডাল বাটি চুরমা চচ্চড়ি, দুপুর ১২.৪৫ রকি, বিকেল ৩.৩০ গোলমাল, সন্ধে ৬.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ৯.৩০ হামি-টু
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বাদশা দ্য ডন, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৩.৪৫ খোকাবাবু, সন্ধে ৭.০০ তুলকালাম, রাত ৯.৪৫ রণক্ষেত্র
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বদলা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর
জি সিনেমা : দুপুর ২.০২ সিকন্দর, বিকেল ৪.৩১ জওয়ান, সন্ধে ৭.৫৯ শিবম ভজে, রাত ১১.০০ ইয়মন
জি বলিউড : বেলা ১১.১০ সত্যপ্রেম কি কথা, দুপুর ২.০৫ চালবাজ, বিকেল ৫.২২ কুলি, রাত ৯.০০ সুহাগ, ১১.৪২ গদর
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৩০ দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৩.৫০ হম আপকে দিল মে রহতে হ্যায়, সন্ধে ৬.৫০ বাগবান, রাত ১০.৪০ অন্থ
সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১.৪৩ অনাড়ি, বিকেল ৪.৫৮ রং, সন্ধে ৭.৫০ জওয়ানি জিন্দাবাদ, রাত ১০.৫৩ অহংকার
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৩ শাদি মে জরুর আনা, ২.২৬ সনম তেরি কসম, বিকেল ৫.১৩ রিয়েল টেভর
স্টার মুভিজ : বেলা ১১.৩০ টাইটানিক, বিকেল ৫.১৫ গডজিলা ভার্সেস কং : দ্য নিউ এম্পায়ার, সন্ধে ৭.০০ আলাদিন, রাত ৯.০০ দ্য নিউ মিউট্যান্টস

রাশিয়াজ ওয়াইল্ড টাইগার
বিকেল ৩.০০ **ন্যাট জিও ওয়াইল্ড**

সিকন্দর দুপুর ২.০২ **জি সিনেমা**

আলাদিন সন্ধে ৭.০০ স্টার মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পাওনা আদায় হবে। শান্ত মাথায় ভেবে তবে ব্যবসায় লগ্নি করুন। বৃষ : আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। প্রেমে অভিমান। মিথুন : কোনও পরিকল্পনা আজ সফল হতে পারে। বন্ধুর পরামর্শে সমস্যা থেকে মুক্তি। কর্কট : নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। প্রেমে শুভ। সিংহ : আজ কোনও আত্মীয়ের দ্বারা ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অতিভোজনে সমস্যা। কন্যা : কোনও প্রিয়জন আপনাকে ভুল বুঝে অপমান করতে পারেন। তুলা : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। মায়ের পরামর্শ কাজে লাগবে। বৃশ্চিক : আজ লোভ সংবরণ করুন। অর্থক্ষতির আশঙ্কা। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে মানসিক আনন্দ। ধনু : উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। মকর : ব্যবসার কারণে দূরে না যাওয়াই ভালো। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। জনসেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে তৃপ্তি পাবেন। মীন : সামান্য কারণে সাংসারিক ঝামেলা। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অশান্তির অবসান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে

১৬ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১১ পৌষ, ১ জানুয়ারি, ২০২৬, ১৬ পুহ, সংবৎ ১৩ পৌষ সুদি, ১১ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৪।৫৯। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৮।৪০। রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৯।৪৮। শুভযোগ অপরাহ্ণ ৪।২৮। কৌলবকরণ দিবা ৯।৫০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৪০ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৯।৪৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৮।৪০ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।২০ গতে ৪।৫৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪১ গতে ১।২১ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৪ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৯।৪৮ গতে যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।৪০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।২০ মধ্যে সীমান্তোন্নয়ন সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ মুখান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ৮।৪০ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)। ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ইংরাজি নববর্ষ বা নিউ ইয়ার্স ডে। কল্পতরু উৎসব উদযাপন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।২৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বেশি খরচ ও প্রচারের অভাবে শোচনীয় হাল

পর্যটক কমছে গরুমারায়

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : দিন-দিন গরুমারায় কমছে পর্যটকের সংখ্যা। ছুটির ভরা মরশুমে শীতের আমেজ গায়ে মেখে প্রচুর পর্যটক উত্তরবঙ্গমুখী হলেও তার প্রভাব পড়ছে না গরুমারায়। স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের এবং বিভিন্ন বনবস্তির বাসিন্দাদের আয়ের হিসাব অন্তত তাই বলছে। গত কয়েক বছর আগেও ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র গরুমারায় পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ত। বন দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৮ সালে গরুমারায় প্রায় ৬০ হাজারের ওপর পর্যটক বেড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু করোনা পরবর্তী সময়ে প্রতি বছর সেই সংখ্যাটা ধীরে ধীরে ৩০ থেকে ৩৫ হাজারে নেমে এসেছে। এদিকে, গরুমারাকে কেন্দ্র করে একের পর এক রিসর্ট-হোটেল ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগ, রাজ্য ও রাজ্যের বাইরে সরকারি তরফে গরুমারাকে নিয়ে প্রচারের অভাব রয়েছে।

পাশাপাশি, জলদাপাড়ায় জঙ্গল সাফারি ও নজরমিনার একসঙ্গে একই টিকিটে দেখা যায়, গরুমারায় সেই সুযোগ নেই। সাফারি করতে ও নজরমিনারে উঠে বুনোদের দেখতে আলাদা আলাদা মূল্য দিতে হয় পর্যটকদের। তাই জলদাপাড়ায় ভিড় বাড়লেও গরুমারা ক্রমশ খালি হচ্ছে বলেই আক্ষেপ পর্যটন ব্যবসায়ীদের। গরুমারাকে কেন্দ্র করে আশপাশের বিচাভাঙ্গা, সরস্বতী, রামশাই, মূর্তি, পানঝোরা সহ বিভিন্ন বনবস্তির মহিলাদের দল আদিবাসী নৃত্য প্রদর্শন করে বা হস্তশিল্প বিক্রি করে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা রোজগার করত। এখন তা কমে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকায় এসে পৌঁছেছে।

বিচাভাঙ্গার স্থানীয় আদিবাসী নৃত্য গোষ্ঠীর দলনেত্রী সবিতা পাইক এবিষয়ে বলেন, 'বনবস্তির এমন অনেক মহিলা রয়েছেন যাঁরা নৃত্যে বা হস্তশিল্পের কাজ শিখে স্বনির্ভর হয়েছিলেন।

পুরুষদের থেকে বেশি রোজগারও করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে পরিস্থিতি পালটেছে। মহিলাদের রোজগার কমে যাওয়ায় এখন তাঁদের চা বাগানে কাজ করতে হচ্ছে। অনেকেই আবার জঙ্গলে জ্বালানির খোঁজে যাচ্ছেন বারবার।' পরিস্থিতি এমন যে রামশাই এলাকায় আদিবাসী নৃত্য গোষ্ঠীর তিনটি দলের বদলে এখন শুধুমাত্র চটুয়া বনবস্তির একটি দলের নাচ চালু রয়েছে। বাকি দুই কালীরাম ও বুধুরাম বনবস্তির দল নাচ বন্ধ করে দিয়েছে। এনিয়ে স্থানীয় জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির সম্পাদক সুবল পাইকও পর্যটক কমার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এমনকি প্রশাসনের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত বলেও জানান তিনি।

একই বক্তব্য পর্যটন ব্যবসায়ীদেরও। গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তজমল হকও এলাকায় পর্যটনের প্রসারে আরও সরকারি উদ্যোগের দাবি জানান। এদিকে, ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের বক্তব্য, 'গত কয়েক বছর ধরে ডুয়ার্সজুড়েই পর্যটকদের আগমন কমেছে। ডুয়ার্স পর্যটনকে সেভাবে প্রচারের আলোয় আনা যাচ্ছে না।'

পাশাপাশি জলদাপাড়ায় সাফারি ও নজরমিনার একসঙ্গে দেখতে যা খরচ, গরুমারা ও লাটাগুড়ি জঙ্গলে আলাদা আলাদা টিকিটে দ্বিগুণ খরচ হয়। ফোরামের আরেক সম্পাদক বিপ্লব দে জানান, জঙ্গল সাফারি ও নজরমিনারে যেতে গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলে ছয়জনের প্রায় পাঁচ হাজার টাকা লাগে। সেখানে জলদাপাড়ায় লাগে ২০০০-এরও কম। তাই অনেকে জলদাপাড়ায় ঘোরাই বেশি পছন্দ করেন। যদিও এনিয়ে বন বিভাগের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির কথায়, 'পরিবেশগত কারণেই জলদাপাড়া ও গরুমারায় সাফারি ও নজরমিনার দেখার ব্যবস্থা আলাদা। এতে কিছু করার নেই।' তবে সরকারি তরফে বিভিন্ন রাজ্যে এখানকার পর্যটনের প্রচার চলে বলে জানান জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (পর্যটন) হরিশ রশিদ।

বিশেষ দিনে জঙ্গল সাফারিতে ভিড় হলেও সামগ্রিকভাবে পর্যটকের আনাগোনা কমেছে গরুমারা-লাটাগুড়িতে।

- ২০১৮ সালে গরুমারায় প্রায় ৬০ হাজারের ওপর পর্যটক বেড়াতে এসেছিলেন
- করোনা পরবর্তী সময়ে প্রতি বছর সেই সংখ্যাটা ৩০ থেকে ৩৫ হাজারে নেমে এসেছে
- সরকারি তরফে গরুমারাকে নিয়ে প্রচারের অভাব রয়েছে

> **পরিবেশগত কারণেই জলদাপাড়া ও গরুমারায় সাফারি ও নজরমিনার দেখার ব্যবস্থা আলাদা। এতে কিছু করার নেই।**
>
> -ভাস্কর জেভি
> উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল

খুনে ধৃত

খড়্গপুরের সিভিক ভলান্টিয়ার খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সোনু সোনকারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৬ ডিসেম্বর রাতে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে খুন করা হয়। তারপর থেকেই সোনুর খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ।

ঝুলন্ত দেহ

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মহেশতলায় বুধবার সকালে বন্ধ ঘর থেকে বাবা ও ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃত বাপ্পা নস্কর পেশায় গাড়িচালক। ছেলে নাবালক রূপম বাবার সঙ্গেই থাকত।

নাটকে সেরা

আন্তঃবিদ্যালয় বাংলা ছোট নাটক প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মধ্যে প্রথম হল খেয়াদহ হাইস্কুল। আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাট্যচর্চার জন্য নাটকের প্রযোজক আদিবাসী অভিনেত্রী সুস্মিতা উরাংকে পুরস্কৃত করেন রাজ্যপাল।

ক্ষুব্ধ রচনা

সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের বিবাদ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। বুধবার রচনা জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী দিনে অসিতের কর্মসূচিতে তিনি উপস্থিত থাকবেন না।

২৮-এ শা'র লক্ষ্য ২০

সাংসদ, বিধায়কদের ভোটে জেতার টিপস

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : ২৬-এ রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য তৈরি আছে বাংলার মানুষ। তবে নিজেকে লড়ে জিততে হবে। সবসময় দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে দলের বিধায়কদের উদ্দেশে একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্যের নির্বাচনের অন্যতম কান্ডারি অমিত শা। বুধবার সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে দলের বিধায়ক, সাংসদদের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করেন অমিত শা। বৈঠকে ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ দলের সাংসদ, বিধায়করা। সেই বৈঠকেই এখন থেকে নির্বাচনের জন্য ঝাঁপাতে দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের নির্দেশ দেন তিনি। দলীয় নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে সাংগঠনিক দুর্বলতা দূর করার পাশাপাশি জনসংযোগ এবং প্রচারে বিশেষ জোর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বুধবার সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত শা। বৈঠকে দলের প্রাক্তন সাংসদ, বিধায়করাও উপস্থিত ছিলেন। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়ার লক্ষ্যে দলের বিধায়কদের উজ্জীবিত করতে অমিত শা বলেন, 'বাংলায় বিজেপি সরকারকে আনতে মানুষ তৈরি আছে। জিততে হবে। জেতার পরিবেশ তৈরি আছে। গতবারের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের এগোতে হবে।' বৈঠকে সাংসদ, বিধায়কদের একগুচ্ছ হোম টাস্ক দিয়েছেন শা। তার মধ্যে অন্যতম হল স্থানীয় এলাকার মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগ। সাংসদ, বিধায়কদের উদ্দেশে শা বলেন, 'প্রতিদিন নিয়ম করে দলীয় কার্যালয়ে বসুন। মানুষকে সময় দিন। মানুষের অভাব- অভিযোগের কথা মন দিয়ে শুনুন, তার প্রতিকার করার চেষ্টা করুন। যেটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়, সেটাও মানুষকে বুঝিয়ে বলুন। মানুষের পাশে থাকাটাই সবথেকে বড় কথা। নিয়ম করে প্রতিটি এলাকায় স্ট্রিট কর্নার মিটিং করে জনমত গড়ে তুলতে হবে। তৃণমূল যে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে, তা মানুষকে বোঝাতে হবে।' এই প্রসঙ্গেই উঠে এসেছে মতুয়া এবং সিএএ প্রসঙ্গ। এসআইআর-এর জেরে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কায় মতুয়ারা আতঙ্কিত। দলের মতুয়া সাংসদ, বিধায়করা এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্বেগের কথা শা-কে জানালে জবাবে তিনি বলেন, 'সিএএ নিয়ে সরকার ও কমিশন যা করছে তা আইন মেনেই হচ্ছে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নাম বাদ গেলে ২৬-এ ভোট দিতে না পারলে পরের বার দেবে। মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবেই বিজেপি।'

দলের মতুয়া বিধায়কদের উদ্দেশে শা বলেন, 'প্রত্যেক মতুয়া ও হিন্দু শরণার্থীরা যাতে সিএএ-তে আবেদন করেন, তার ওপর জোর দিতে হবে।' সিএএ নিয়ে তৃণমূল যে অপপ্রচার করছে, বিভ্রান্তি তৈরি করছে, রাজনৈতিকভাবে তার জবাব দিতে হবে। বৈঠকে উপস্থিত এক মতুয়া বিধায়কের মতে, নাগরিকত্বের শংসাপত্র দেওয়ার কাজ যাতে আরও দ্রুত করা যায় তার জন্য আমরা শা-র কাছে আবেদন জানিয়েছি। জবাবে তাঁদের আশ্বস্ত করে শা বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রতিদিনই নিয়মের অনেক সরলীকরণ করছে। ফলে অধিকাংশ আবেদনই স্বীকৃতি পাচ্ছে।

প্রচারে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে অনুপ্রবেশ এবং মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে দ্রুত জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করার ব্যাপারে আরও উদ্যোগী হতে বলেছেন শা।

২৬-এর বিধানসভা ভোটে দলের আদি-নব্য দ্বন্দ্ব ও গোষ্ঠীকোন্দল দূর করতে ইতিমধ্যেই শা-র নির্দেশে সক্রিয় হয়েছেন সুনীল বনশল। সম্প্রতি আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারে দলের নিষ্ক্রিয় কর্মী-সদস্যদের ডেকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হয়েছে। তারপরও এদিন দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের উদ্দেশে শা বলেছেন, 'আপনার এলাকায় যাঁরা দল থেকে দূরে আছেন, সেই নিষ্ক্রিয় দলীয় কর্মীদের বাড়িতে যান। তাঁদের সঙ্গে সহভোজ করুন। সেখানেই তাঁদের সঙ্গে কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করুন।'

বৈঠক শুরুর আগে শা-কে পুষ্পস্তবক দিচ্ছেন শমীক। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ নজর ভবানীপুরে

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার ২৮টি বিধানসভা থেকে ২০টি আসনে জিততে চায় বিজেপি। বুধবার সায়েন্স সিটিতে দমদম, যাদবপুর, উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতার মণ্ডলস্তর পর্যন্ত নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এই লক্ষ্য বেঁধে দিলেন অমিত শা। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সরকার গড়তে শুধু উত্তরবঙ্গের দিকে চেয়ে থাকলে হবে না। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গেও দলকে ভালো ফল করতে হবে বলে মনে করে বিজেপি। তবে এদিনের বৈঠকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রায় ২০ মিনিট ধরে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে জোর সওয়াল করেন অমিত শা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে সরব হওয়া কতটা প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে দলের অন্দরে। বুধবার সায়েন্স সিটির সভা সেরে উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভের মুখে পড়েন অমিত শা। অমিত শা-র উদ্দেশে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে গো-ব্যাক স্লোগান দেন বিক্ষোভকারীরা। শা-র নিরাপত্তায় থাকা গার্ড রেলের ওপর উঠে তাঁকে কালো পতাকা দেখান কংগ্রেস কর্মীরা।

দক্ষিণবঙ্গের জঙ্গলমহল, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর-আসানসোলের মতো শিল্পশহরে দাঁত ফোটাতে পারলেও কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনা কার্যত এখনও অধরা বিজেপির কাছে। '২৬-এর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে ৪০টি আসনে জেতার লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছেন অমিত। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে রাজ্যে সরকার গড়ার দাবি জানিয়েছেন অমিত শা। সেক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গে প্রায় ১৫০-র বেশি আসনে জিততে হবে বিজেপিকে। একুশের বিধানসভায় দক্ষিণবঙ্গে বিজেপির জেতা আসন ৫০-এর কম। কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় শূন্য। এই পরিস্থিতিতে অমিতের লক্ষ্যপূরণ কতটা সম্ভব তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

তবে এদিনের সভায় কলকাতা সহ দলের ৪টি সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে বুথভিত্তিক রণনীতি নিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন অমিত। এই চার জেলায় দলের সক্রিয় সদস্য প্রায় ৯ হাজার। এদের উদ্দেশে অমিত বলেন, 'প্রত্যেকে ৫টি করে বাড়ির দায়িত্ব নিন। তাহলেই ৪৫ হাজার পরিবারের কাছে আমরা পৌঁছোতে পারব। অর্থাৎ প্রায় ২ লক্ষ মানুষের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দিয়ে তাঁদের সমর্থন চাইতে পারব।'

এমনিতেও দক্ষিণ কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরকে পাখির চোখ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে অমিত শা। -পিটিআই।

শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল... কলকাতা ময়দানে। ছবি- রাজীব মণ্ডল।

সংখ্যালঘু সমর্থন নিয়ে চিন্তা তৃণমূলে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : সংখ্যালঘু ভোটই এতদিন তুরুপের তাস ছিল তৃণমূলের কাছে। ২০১১ সাল থেকে প্রতিটি নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের সিংহভাগ তৃণমূলের দখলে আসায় মসনদ দখলে অসুবিধা হয়নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু একের পর এক মন্দির স্থাপন ও অন্যদিকে ভরতপুরের সাসপেন্ডেড তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বিদ্রোহে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কালীঘাটে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা ও কোচবিহারের ২৩টি সংখ্যালঘু বিধানসভা কেন্দ্রে এবার তাই বিশেষভাবে নজর দিতে চাইছে ঘাসফুল শিবির।

সংখ্যালঘু এলাকায় একাধিক কর্মসূচির পাশাপাশি তাঁদের কীভাবে সন্তুষ্ট করা যায়, তা নিয়ে রোডম্যাপ তৈরি করতে শুরু করেছে কালীঘাট। কারণ, দিঘার জগন্নাথ মন্দির, শিয়ালদার মহাকাল মন্দির ও সম্প্রতি নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গন তৈরি শুরু করেছে রাজ্য সরকার। শুধুমাত্র মন্দির কেন? মসজিদ বা অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা কেন ভাবা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকে।

উত্তর দিনাজপুরে গত বিধানসভা নির্বাচনে ৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮টি দখল করেছিল তৃণমূল। দক্ষিণ দিনাজপুরের ৬টি কেন্দ্রের মধ্যে তিনটি তৃণমূল দখল করেছিল। আবার মালদার ১২টি কেন্দ্রের মধ্যে ৮টি গিয়েছিল তৃণমূলের ঘরে। কোচবিহারে তিনটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্রের মধ্যে দুটি তৃণমূল দখল করতে পেরেছিল। যদিও গত লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহারের তিনটি সংখ্যালঘু কেন্দ্রেই তৃণমূল এগিয়ে ছিল। কিন্তু এই ২৩টি কেন্দ্র এবার সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করছেন না তৃণমূলের ভোট ম্যানেজাররা। কারণ, সংখ্যালঘুদের মধ্যেও বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে।

এরই মধ্যে বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারের কোরান শরিফ নিয়ে মন্তব্য সংখ্যালঘুদের মধ্যে আরও ক্ষোভ তৈরি করেছে। কেন তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার পদক্ষেপ করেনি, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা। সেই কারণে সংখ্যালঘুদের এখন সন্তুষ্ট করাই তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য।

নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মহম্মদ সারওয়ার্দি বলেন, 'তৃণমূল সরকার ধর্মনিরপেক্ষ বলেই আমরা জানি। কিন্তু শুধু মন্দির কেন তৈরি হবে? সর্বধর্ম সমন্বয় কেন বজায় রাখা হবে না? বিজেপি বিধায়কের মন্তব্যের পর কেন নীরব রাজ্য সরকার। ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ে একজন অপমানজনক বক্তব্য রাখার পর পুলিশ কেন পদক্ষেপ করেনি? আমরা বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূলকে এনেছি। কিন্তু এই সরকার সর্বধর্ম সমন্বয় রাখছে না।'

যদিও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সর্বধর্মকে নিয়েই এই সরকার চলছে। আমরা যেমন মন্দিরে যাই, তেমন মসজিদ ও গির্জাতে যাই। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা সবাইকে নিয়ে চলি। কিন্তু কেউ ধর্মীয় বিভাজনের চেষ্টা করলে তা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।'

'অভিমান' কাটিয়ে ফিরলেন দিলীপ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : কাজ করতে হবে তৈরি থাকুন। বৈঠকে দিলীপ ঘোষকে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। দীর্ঘ ৮ মাস পরে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে বুধবার সল্টলেকে বিধায়ক, সাংসদদের বৈঠকে যোগ দেন দিলীপ। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

মঙ্গলবার রাতে শা-র নির্দেশে বুধবার বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য দিলীপকে ফোন করেন কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। তারপরেই এদিন সল্টলেকে বৈঠকে যোগ দেন দিলীপ। তবে দিলীপ নিজে থেকে কোনও কথা বলেননি। অমিত শা'ই তাঁকে দলের কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। সূত্রের খবর, অমিত শা দিলীপকে বলেন, 'কাজ করতে হবে তৈরি থাকুন।' জবাবে দিলীপ অমিত শা'কে অভিযোগের সুরে বলেন, তিনি তো কাজ করার জন্য প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দল না বললে কাজ করবেন কীভাবে। জবাবে অমিত শা বলেন, 'পার্টি আপনার সঙ্গে কথা বলবে।' দিলীপকে শা বলেন, 'রাজনীতিতে থাকতে গেলে এরকম অনেক কথা শুনতে হয়। সবকিছু মাথায় রাখলে চলে না। এই কান দিয়ে শুনবেন, ওই কান দিয়ে বের করে দেবেন। কাজ করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।' যদিও বৈঠক থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে দিলীপের মন্তব্য ছিল, 'আমি শুনতে এসেছিলাম।' স্রেফ এইটুকু। এর বাইরে সেভাবে আর কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। দিলীপের ঘনিষ্ঠমহলের মতে, বৈঠকে শুধু দিলীপ ঘোষই নন, উপস্থিত সাংসদ-বিধায়কদের বলা হয়েছিল বৈঠক নিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে যেন কোনও মন্তব্য না করা হয়। সম্ভবত সেই কারণে সাংবাদমাধ্যমকে কিছুটা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। বৈঠকের পর ঘনিষ্ঠ মহলে দিলীপ বলেছেন, শা'র সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয়েছে, '২৬-এর নির্বাচনের প্রচারে তাঁকে কাজে লাগাতে চায় দল। সেই উদ্দেশ্যেই প্রাক্তন সাংসদ এবং বিধায়ক হিসেবে তাঁকে ডাকা হয়েছিল।

অতীতে ২০১৯ ও ২০২১-এর নির্বাচনে নিজে প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সভাপতি হিসেবে রাজ্যজুড়ে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করেছেন তিনি। এবারে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী দিলীপ। তব এই প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'প্রার্থী হওয়ার জন্য আমি তো তৈরি আছি। কিন্তু সিদ্ধান্ত তো নেবে দল।' তিনি আরও বলেন, 'কাজ করতে গেলে প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক কোনও একটা দিকে তো থাকতে হবে আমাকে। না হলে কাজটা করব কী করে?'

এপ্রিলে দিঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনে মমতার ডাকে সাড়া দিয়ে মন্দির উদ্বোধনে যাওয়ার পর থেকেই দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় দিলীপের। তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় নিয়েও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়েছিলেন তিনি। এরপর ক্রমশই পার্টিতে ব্রাত্য হয়ে পড়েন দিলীপ। রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে শুরু করে কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোরে অমিত শা'র সভাতেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়নি দল। তবে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বারবারই বলেছেন, দিলীপ ঘোষ বিজেপিতেই ছিলেন, আছেন, থাকবেন। সম্প্রতি কলকাতার ভাষা ভবনে প্রাক্তনীদের সভায় তাঁকে যোগ দেওয়ার জন্য দলের কল সেন্টার থেকে ফোন করা হয়েছিল। কিন্তু দিলীপ সেই আমন্ত্রণকে অসম্মানজনক বলে মনে করে গ্রহণ করেননি। এরপরেই 'অভিমানী' দিলীপের মানভঞ্জন করে দলে সক্রিয় করতে শা'এর নির্দেশে তৎপর হন বনসল।

বুধবার বৈঠকে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পাশে দিলীপ ঘোষ।

আন্দোলনের ডাক ৩৭১৯ শিক্ষকের

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : নতুন বছরে নতুন আন্দোলনের ডাক দিলেন ৩৭১৯ জন শিক্ষক। সমকাজে সমবেতন ও সরকারি সুযোগসুবিধা পাওয়ার দাবি তুলে ইনফর্মেশন কমিউকেশন টেকনলজি (আইসিটি)-র শিক্ষকদের অভিযোগ, সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজসাথীর মতো সরকারি প্রকল্পগুলি বছরের পর বছর তারা সামলালেও তাঁরা কম বেতন পান। এমনকি একাধিক সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত। ডিআই অফিস, ডিএম অফিস, শিক্ষা দপ্তর ও নবান্নের আধিকারিকদের নিজেদের সমস্যা জানিয়ে তাঁরা সুরাহার দাবি তুলেছেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম দফায় নিযুক্ত আইসিটি শিক্ষকদের প্রশ্ন, 'প্রথম থেকে পঞ্চম দফায় নিযুক্ত শিক্ষকরা চাকরিকালীন সবরকম সরকারি সুযোগসুবিধা ভোগ করছেন। ২০২১ সালের পর নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতন মাত্র ৮-১০ হাজার টাকা। আমরা কেন অন্য সকলের মতো সুবিধা পাব না?' পুরুলিয়ার শিক্ষক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবিগুলি কেন পৌঁছোচ্ছে না বুঝতে পারছি না। এজেন্সি মুক্ত করে আগের ধাপগুলির মতো আমাদেরও সব সুযোগসুবিধা দেওয়া হোক। ১৯২ আইটি অর্ডারে অন্তর্ভুক্তি করে শীঘ্রই সরকারিকরণের ব্যবস্থা করুক রাজ্য।'

একটি বছর পুরোটাই কেটে গেল শিক্ষকদের আন্দোলনে। কখনও এসএসসির চাকরিহারা, কখনও বা টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী। সকলের দাবিই ছিল, বৈষম্য দূরীকরণ। একইভাবে নিজেদের চাকরির অধিকার নিয়ে সরব হয়ে নতুন বছরের শুরুতেই আইসিটি শিক্ষক শর্মিষ্ঠা রায় বিশ্বাস বলেন, 'সব সরকারি কাজের দায়িত্ব তো আমাদেরই। এদিকে সরকার আমাদের বঞ্চনা করছে। দ্রুত দাবি পূরণ না হলে দীর্ঘ আন্দোলনের পথ বাছব।' ২০১২ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে পাঁচ দফায় ৫৫৯১ জন আইসিটি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ২০২০ সালে তাঁদের সরকারি সুযোগসুবিধার অধীনে আনা হয়। কিন্তু ষষ্ঠ ও সপ্তম দফায় নিযুক্ত শিক্ষকরা এই সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত বলেই তাঁদের দাবি।

উত্তরে শুভেন্দুর সভায় সবুজ সংকেত

রিমি শীল

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষবরণের উৎসবের মাঝেই উত্তরবঙ্গে চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। প্রশাসনের 'নিরাপত্তা'ও 'ব্যস্ততা'র যুক্তি ধোপে টিকল না। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে সাফ হয়ে গেল মালদা ও কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর সভার পথ। শর্তসাপেক্ষে হলেও বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরী জানিয়ে দিলেন, বিরোধী পরিসরকে আটকাতে পারে না প্রশাসন।

আগামী ২ জানুয়ারি মালদার চাঁচোল ও কোচবিহারের ওল্ড পোস্ট অফিস পাড়া গ্রাউন্ডে সভা করবে বিজেপি। মালদায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কোচবিহারে মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তীর উপস্থিত

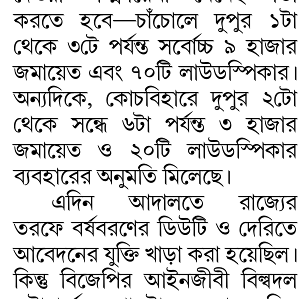

থাকার কথা। তবে আদালতের বেঁধে দেওয়া 'লক্ষ্মণরেখা' মেনেই সভা করতে হবে—চাঁচোলে দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৯ হাজার জমায়েত এবং ৭০টি লাউডস্পিকার। অন্যদিকে, কোচবিহারে দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ৩ হাজার জমায়েত ও ২০টি লাউডস্পিকার ব্যবহারের অনুমতি মিলেছে।

এদিন আদালতে রাজ্যের তরফে বর্ষবরণের ডিউটি ও দেরিতে আবেদনের যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপির আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্যের পালটা সওয়াল ছিল সোজাসাপটা—একুশে জুলাই বা পুজোর কার্নিভালে পুলিশি ব্যস্ততা বাধা হয় না, যত 'নিয়ম' কেবল বিরোধীদের বেলায়? শেষমেশ রাজ্যের আপত্তি খারিজ করে বিচারপতির নির্দেশ, গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে পুলিশকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রশাসনের অসহযোগিতাকে ইস্যু করে উত্তরবঙ্গে জমি শক্ত করতে মরিয়া বিজেপি, আর আদালতের এই রায় তাদের মনোবল বাড়াল।

বর্ষবরণে বর্ণময় কলকাতা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষবরণের জন্য সেজে উঠেছে তিলোত্তমা। নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁ সহ রাস্তাগুলিতে আলোর রোশনাই। রাতভর পার্টিতে মেতেছে মানুষ। সবুজ আতশবাজির মেলা বসেছে অলিতে-গলিতে। তার ওপর পয়লা জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব। দক্ষিণেশ্বর মন্দির, বেলুর মঠ ও কাশীপুর উদ্যানবাটিতে প্রস্তুতি তুঙ্গে।

বুধবার পুলিশ নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে, রবীন্দ্র সরণি ও কেকে ঠাকুর স্ট্রিট ক্রসিং, বিবেকানন্দ রোড ও চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ক্রসিং, বিকে পাল অ্যাভিনিউ ক্রসিং ও গ্রে স্ট্রিট, মানিকতলা ক্রসিং, নিউ সিআইটি রোড ক্রসিং সহ কিছু রাস্তায় উত্তরমুখী পণ্যবাহী কোনও যানবাহন বৃহস্পতিবার চলাচল করতে পারবে না। কেবলমাত্র জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহনে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বর্ষবরণের রাত থেকে পার্ক স্ট্রিটে প্রায় ১৫০০ বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। নজর রাখা হচ্ছে বো ব্যারাক, ধর্মতলা, চাঁদনি চক, চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, ভিক্টোরিয়া, জাদুঘর, ময়দান, মিলেনিয়াম পার্ক ও প্রিন্সেপ ঘাট সহ সম্ভাব্য জনবহুল এলাকাগুলির ওপর। উৎসবের দিনে মহিলাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বুধবার সন্ধে থেকেই কলকাতা পুলিশের উইনার্স বাহিনী নামানো রয়েছে। রাতের শহরে টহল দিচ্ছেন তাঁরা। ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ইনস্পেকটর র‍্যাংকের আধিকারিকরা সহ সাদা পোশাকে পুলিশরাও দায়িত্বে থাকবেন। মত্ত চালকদের দৌরাত্ম্য রুখতে এবং কোনও ঝামেলার সমাধানের জন্য কুইক রেসপন্স টিম, অ্যাম্বুল্যান্স, পিসিআর ভ্যান, ওয়াচ টাওয়ার ও নজরদারি চালানোর জন্য ড্রোনও মোতায়েন থাকছে।

বৃহস্পতিবার শহরে রেকর্ড ভিড়ের আশঙ্কা পুলিশের। বৃহস্পতিবার সাধারণত বন্ধ থাকে চিড়িয়াখানা। কিন্তু বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে পর্যটকদের জন্য তা খোলা থাকছে। বাড়তি মেট্রোও চালু করা হয়েছে। বুধবার রাতে এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন, দমদম, দক্ষিণেশ্বর সহ গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশনগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। তাছাড়া শিয়ালদা ও হাওড়া ডিভিশনে বৃহস্পতিবার থেকে মেল, এক্সপ্রেস, প্যাসেঞ্জার ও লোকাল মিলিয়ে বহু ট্রেনের সময়সূচিতে সংশোধন করা হচ্ছে। যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী কিছু ট্রেনের রুটও বাড়ানো হয়েছে। তবে বছর শুরুর ব্যবসা নিয়ে হাসি ফুটেছে ব্যবসায়ীদের মুখে। বেলুন বিক্রেতা বেলওয়াড় হোসেনের কথায়, 'খুচরো ও ছোট ব্যবসায়ীদের কাছে এগুলিই আশার দিন। এই দিনগুলিতে শপিং মল ছেড়ে আমাদের কাছে মানুষ একটু কেনাকাটি করে। ওটাই ভরসা!'

বছরের শেষ দিনে ভিড় চিড়িয়াখানায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।

মরশুমের শীতলতম দিন

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষশেষে হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় জবুথবু দক্ষিণবঙ্গ। দার্জিলিংকে রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে বীরভূম, কালিম্পংয়ের থেকেও বেশি ঠান্ডা আসানসোলে। গত ৪ বছরের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বুধবার বর্ষশেষের দিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

২০২১ সালের পর এত ঠান্ডা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে পড়েনি। একই সঙ্গে সকালের দিকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে প্রায় সর্বত্র। রোদ উঠলেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রির ওপরে না ওঠায় দিনভরই জবুথবু অবস্থা সর্বত্র। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা একইরকম থাকবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। হঠাৎ ঠান্ডা বেড়ে যাওয়ায় বয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে অসুস্থতাও বেড়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন করে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে। এছাড়া কেরলের ওপর রয়েছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। জোড়াফলায় প্রবল ঠান্ডা ও কুয়াশার দাপট রয়েছে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা আগামী কয়েকদিন ৬ থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। তবে উপকূলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা শুক্রবার থেকে কিছুটা বেড়ে ১৩ থেকে ১৬ ডিগ্রি হতে পারে।

বিবাদী বাগে বুধবার।

বর্ষবরণের রাতে পিকনিক, পার্টি, দেদার খানাপিনা, কেনাকাটা সহ রীতিমতো উৎসবের মেজাজে রয়েছে দক্ষিণবঙ্গ। একই সঙ্গে হাড়কাঁপানো ঠান্ডাও সঙ্গ দিচ্ছে এই উৎসবকে। গত কয়েক বছরে এত ঠান্ডা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে পড়েনি। উত্তর থেকে দক্ষিণে পারদ পতন হচ্ছে হু হু করে। বছরের শেষ দিন মরশুমের শীতলতম দিনের সাক্ষী থাকল বঙ্গবাসী।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, কালিম্পংয়ে যেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮.৩ ডিগ্রি, সেখানে বীরভূমের সিউড়িতে ৭.২ ডিগ্রি। আসানসোলে ৭.৮ ডিগ্রি, বাঁকুড়ায় ৮ ডিগ্রি, কল্যাণীতে ৭ ডিগ্রি, পানাগড়ে ৯.২ ডিগ্রি, খড়্গপুরে ৯.২ ডিগ্রি, হুগলির চুঁচুড়ায় ৯.৫ ডিগ্রিতে নেমেছে তাপমাত্রা। বীরভূমের শ্রীনিকেতনের তাপমাত্রা নেমেছে ৬.৫ ডিগ্রিতে। সকালের দিকে ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের নীচে নেমে গিয়েছে। দার্জিলিং যদি এই মরশুমে এদিন ফার্স্ট বয় হয়, তাহলে সেকেন্ড অবশ্যই বীরভূমের শ্রীনিকেতন।

খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে মানুষের ঢল। বুধবার ঢাকায়।

জয়শংকর-তারেক সাক্ষাৎ

লাখো মানুষের ভিড়ে খালেদাকে শেষবিদায়

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : লাখো মানুষের অশ্রু ও গুমরোনো কান্নার মধ্যেই বুধবার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হল বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার শেষকৃত্য। মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বুধবার বিকাল পাঁচটার কিছু আগে খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর স্বামী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়। তার আগে সংসদ ভবন থেকে কড়া নিরাপত্তায় খালেদার মরদেহ জিয়া উদ্যানে নিয়ে আসা হয়। তাঁর শেষকৃত্যে হাজির ছিলেন তারেক রহমান, স্ত্রী জুবাইদা রহমান, মেয়ে জাইমা রহমান, ছোটভাই আরাফাত রহমানের স্ত্রী শামিলা, ছোট মেয়ে জাফিরা রহমান প্রমুখ। প্রবল ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ এদিন যেভাবে খালেদার শেষকৃত্যে শামিল হয়েছিলেন তেমনটা অতীতে বাংলাদেশের আর কোনও নেতা বা নেত্রীর ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। শেষযাত্রায় এদিন শামিল হয়েছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসও।

খালেদার বিদায়বেলায় শামিল হয়েছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বুধবার সকালেই ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তিনি ঢাকায় পৌঁছোন। দেখা করেন প্রয়াত নেত্রীর ছেলে তথা বিএনপি-র কার্যনির্বাহী চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সঙ্গে। তাঁর হাতে ভারত সরকারের তরফে একটি শোকবার্তা তুলে দেন জয়শংকর। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'ঢাকায় পৌঁছে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ব্যক্তিগত চিঠি তুলে দিয়েছি। ভারত সরকার ও জনগণের তরফে প্রয়াত নেত্রীর প্রতি গভীর শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে।' মঙ্গলবার প্রয়াত হন খালেদা। তাঁর প্রয়াণের খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যদিও কূটনৈতিক দৌত্যে ভারতকে টেক্কা দিতে তারেকের সঙ্গে দেখা করেন পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার সরদার আয়াজ সাদিকও। খালেদা জিয়ার শেষকৃত্যে তিনিও এদিন হাজির ছিলেন। তাঁর এই উপস্থিতি শুধু প্রয়াত নেত্রীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন নয়, দুই দেশের মধ্যে সৌজন্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বুধবার বেলা পৌনে ১২টার পর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় প্রবেশ করে পতাকায় মোড়ানো খালেদা জিয়ার মরদেহবাহী গাড়িবহর। তার আগেই মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউ কানায় কানায় ভরে ওঠে। বুধবার দুপুর ২টোয় মানিক মিয়াঁ অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত খালেদার শেষকৃত্যে অন্তত ৩২টি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার শীর্ষ কূটনীতিকরা অংশগ্রহণ করেন। বিশ্লেষকদের মতে, এত বিপুল সংখ্যক আন্তর্জাতিক কূটনীতিকের উপস্থিতি বেগম খালেদা জিয়ার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর প্রভাবেরই প্রতিফলন।

> **তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি ব্যক্তিগত চিঠি তুলে দিয়েছি। ভারত সরকার ও জনগণের তরফে প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শোকজ্ঞাপন করা হয়েছে।**
>
> **-এস জয়শংকর**

গাড়িতে তুলে গণধর্ষণ

ফরিদাবাদ, ৩১ ডিসেম্বর : পার্ক স্ট্রিটে গণধর্ষণের ছায়া এবার বিজেপি শাসিত হরিয়ানায়। ফরিদাবাদে গভীর রাতে লিফট দেওয়ার নাম করে বছর পঁচিশের এক তরুণীকে চলন্ত ভ্যানে তুলে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। শুধু নির্মম অত্যাচারই নয়, অভিযুক্তরা নির্যাতিতাকে চলন্ত গাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মূল দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যে মারুতি সুজুকি ইকো ভ্যানে দুষ্কার্য হয়, সেটিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

সোমবার রাতে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ওই তরুণী বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেক্টর ২৩-এ তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাত ১২টা নাগাদ সেখান থেকে ফেরার পথে 'মেট্রো চক' এলাকায় একটি ইকো ভ্যানে থাকা দুই ব্যক্তি তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তাতে উঠে পড়েন। কিন্তু গাড়িটি গন্তব্যের দিকে না গিয়ে গুরুগ্রাম-ফরিদাবাদ রোডের নির্জন এলাকার দিকে চলে যায়। সেখানেই চলন্ত গাড়িতে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়।

রাত ৩টে নাগাদ অভিযুক্তরা তাঁকে 'রাজা চক' এলাকার কাছে চলন্ত ভ্যান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। মাথায় ও মুখে গুরুতর চোট পান ওই তরুণী। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর মুখে ১২টি সেলাই পড়েছে।

মমতার নিন্দা সম্বিতের মুখে

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে দুঃশাসন বলে আক্রমণ করায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র নিশানা করল বিজেপি। দলের মুখপাত্র সম্বিত পাত্র থেকে শুরু করে মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট কড়া ভাষায় নিন্দা করেন তৃণমূল সুপ্রিমোর। এদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, অমিত শা লুকিয়ে হোটেলে সাংবাদিক বৈঠক করছেন। তাঁরা চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোটেলের বাইরে বেরোতে পারবেন না। এই ধরনের কথাবার্তা উনি আসলে অমিত শা-কে নয়, ভারতকে হুমকি দিচ্ছেন। আমরা এবার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করব।' নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের যে হুঁশিয়ারি তৃণমূল দিয়েছে, তাকেও হিটলারি শাসন, স্বৈরতন্ত্রী বলে কটাক্ষ করেছেন সম্বিত। অপরদিকে রাজু বিস্ট বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে ধরনের কথা বলেছেন, তা অত্যন্ত অসম্মানজনক। একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই ধরনের কথাবার্তা মানায় না।

থমকে ডেলিভারি

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষবরণের রাতে সবাই যখন উৎসবে মাতোয়ারা, ঠিক তখনই থমকে গেল পছন্দের বিরিয়ানির অর্ডার। আটকে গেল নৈশ পার্টির জন্য মুদিখানার জিনিসপত্রের শেষ মুহূর্তের ডেলিভারি। নেট-বিপর্যয় বা সাইবার হানা নয়, ই-কমার্স সংস্থাগুলির ডেলিভারি ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়ার মূলে রয়েছে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ-বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স-এর ডাকা ধর্মঘট। নিউ ইয়ার ইভের মহাব্যস্ত সময়ে দেশজোড়া ধর্মঘটে শামিল হয়ে গিয়েছেন সুইগি, জোম্যাটো, অ্যামাজন বা জেপ্টোর মতো অ্যাপ-নির্ভর সংস্থার হাজার হাজার ডেলিভারি বয়। দিনভর চলা এই কর্মবিরতির জেরে কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু সহ বড় শহরগুলিতে ডেলিভারি পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। এই ধর্মঘটকে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই বলে দাবি করেছেন ডেলিবয় বয়রা।

চুরি হচ্ছে ভোটার তালিকায় অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : ইভিএমে নয়, ভোটার তালিকাতেই চুরি হচ্ছে আর সেটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে। বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকের পর এই ভাষাতেই হুংকার দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর সংক্রান্ত মোট ১০ দফা প্রশ্ন নিয়ে কমিশনের দপ্তরে গিয়েছিল অভিষেকের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দল। কিন্তু সেই বৈঠক যে নিষ্ফল হয়েছে সেটা অভিষেকের কথাতেই স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'এদিনের বৈঠকে আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে না পেরে মেজাজ হারিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আমার দিকে আঙুল তুলে কথা বলেছেন। আমি তখন পালটা বলি, আঙুল নামিয়ে কথা বলুন। আমি জনতার দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। মনোনীত নই। সাহস থাকলে এদিনের বৈঠকের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করা হোক। এরা আঙুল তুলে যা বলবে তা মানা হবে না। আমরা কি বন্ডেড লেবার? আমরা কি ক্রীতদাস?' তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হচ্ছে। ভোট চুরি হচ্ছে ভোটার তালিকায়, ইভিএমে নয়।'

ফের কমিশনের সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'কো-অপারেটিভ মন্ত্রী কে? অমিত শা। তাঁর সচিব কে ছিলেন? জ্ঞানেশ কুমার। এটা কি কাকতালীয়? ওঁকে একটি নির্দিষ্ট মিশন দিয়েই এই প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে, সংবিধান, প্রতিষ্ঠান এবং দেশকে ধ্বংস করার মিশন।' তিনি বলেন, 'আমরা আড়াই ঘণ্টা ছিলাম। শুধু জ্ঞানেশ কুমার কথা বলেছেন। বাকি কমিশনারদের কি ৩০ সেকেন্ড কথা বলতে দেওয়া যেত না?'

শুনানির নামে বয়স্ক ও অসুস্থ ভোটারদের হয়রানির অভিযোগও তোলেন তিনি। জ্ঞানেশ কুমার বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বলে দাবি তৃণমূলের। তাঁর প্রশ্ন, এর মধ্যে কতজন বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা এই তথ্য প্রকাশ করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এর আগে ভোট চুরি নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন। এদিন নাম না করে সেই প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, 'মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, বিহার, দিল্লিতে কংগ্রেস, আপ, আরজেডি এই চুরি ধরতে পারেনি। সেই জন্য তাদের হারতে হয়েছে। তৃণমূল কমিশনের এই ভোটার তালিকায় চুরি ধরে ফেলেছে।' রাহুলকে তাঁর পরামর্শ, 'শুধু সমাজমাধ্যমে রাজনীতির জ্ঞান দিলে হবে না। চুরি হয়েছে, চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করলেই হবে না। মাঠে নেমে চুরি ধরতে হবে।'

নাশকতার ছক, রাজস্থানে ধৃত ২

জয়পুর, ৩১ ডিসেম্বর : তল্লাশির জন্য গাড়ির ডিকি খুলতেই দেখা গেল থরে থরে সাজানো বিস্ফোরক! গাড়িতে ডিনামাইট স্টিক ও ডিটোনেটর সহ অন্তত ১৫০ কেজি বিস্ফোরক মজুত ছিল। বর্ষবরণের মুখে রাজস্থানের টঙ্ক থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দু'জনকে গ্রেপ্তারের পর জেরা করছে পুলিশ। ধৃতদের নাম সুরেন্দ্র পাটোয়া এবং সুরেন্দ্র মোচি। দু'জনেই রাজস্থানের বুন্দি জেলার বাসিন্দা। ডিএসপি মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র জানিয়েছেন, বারোনি থানা এলাকায় একটি গাড়ির মধ্যে ছিল ইউরিয়া সারের বস্তা। সেই বস্তার মধ্যে ছিল ১৫০ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট! ধৃতেরা বুন্দি থেকে টঙ্কে বিস্ফোরক নিয়ে যাচ্ছিল। ২০০টি কার্তুজ এবং প্রায় ১,১০০ মিটারের ছ'বান্ডিল সেফটি ফিউজ তারও উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, হামলার ছক কষা হয়েছিল।

'আমি দুবাইয়ে'

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে শেখ হাসিনা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম মুখ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদ এক ভিডিও বার্তায় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। বাংলাদেশ পুলিশ জানিয়েছিল, হাদিকে গুলি করার পর ফয়সাল না কি ভারতে পালিয়ে গিয়েছেন। সেই দাবি নস্যাৎ করে ফয়সাল জানিয়েছেন, তিনি ভারতে নন, দুবাইয়ে রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, এই খুনের নেপথ্যে মৌলবাদী সংগঠন জামায়াতে। ভিডিও বার্তায় ফয়সাল জানান, 'আমি নির্দোষ, আমাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে। আমার কাছে দুবাইয়ের পাঁচ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা রয়েছে এবং আমি অনেক কষ্টে দেশ ছেড়ে দুবাইয়ে আশ্রয় নিয়েছি।' তিনি জানান, হাদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিছক ব্যবসায়িক। একটি চাকরির তদ্বিরের জন্য তিনি হাদিকে ৫ লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন। ফয়সালের দাবি, হাদি নিজে 'জামায়াতের প্রোডাক্ট' ছিলেন এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে 'জামায়াতি উপাদান'রাই তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে।

স্থগিত সিঁদুর চিনের দাবি ওড়াল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : আমেরিকার পর এবার চিন! পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধের জন্য কৃতিত্বের দাবিদারের তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। মে-তে দক্ষিণ এশিয়ার ২ পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে তৈরি হওয়া তীব্র সামরিক উত্তেজনা কমাতে বেজিং মধ্যস্থতা করেছে বলে মঙ্গলবার দাবি করেছিলেন চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং-ই। বেজিংয়ে এক সম্মেলনে তিনি জানান, মায়ানমার বা প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল সংকটের মতোই ভারত-পাক সংঘাত মেটাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে চিন। বুধবার পত্রপাঠ সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে সাউথ ব্লক। চিনের এই দাবিকে 'অদ্ভুত' ও 'ভিত্তিহীন' বলে উড়িয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের স্পষ্ট বার্তা, দ্বিপাক্ষিক ইস্যুতে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের কোনও অবকাশ নেই।

বিদেশমন্ত্রক ফের স্পষ্ট করেছে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সমস্যায় অন্য কোনও দেশের নাক গলানো বরদাস্ত করা হবে না।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, শান্তি স্থাপনের বদলে চিন বরং এই যুদ্ধ পরিস্থিতিকে তাদের অস্ত্রশস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষার ক্ষেত্র বা 'লাইভ ল্যাব' হিসেবে ব্যবহার করেছে।

তবে চিনের বয়ানে ভারতের রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মোদি সরকারের কাছে এ ব্যাপারে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছেন, তিনি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। বিভিন্ন ফোরামে ৬৫ বার এই দাবি করেছেন। তাঁর তথাকথিত ভালো বন্ধুর করা এই দাবিগুলি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কখনও নীরবতা ভাঙেননি।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন

বাসিন্দা কাপচার মিয়া - কে 01.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 98A 34970 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবন বদলে দেওয়ার এই মুহূর্তটির জন্য আমি ডিয়ার লটারির কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। কোটিপতি হওয়া একটা বড় আশীর্বাদ, যা আমি ও আমার পরিবার সর্বদা কৃতজ্ঞতার সাথে মনে রাখব। ডিয়ার লটারির প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা চিরকাল থাকবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চাল উৎপাদনে বিশ্বসেরা ভারত

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : কয়েক দশকের চিনা আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে ধান উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখল করল ভারত। মার্কিন কৃষি দপ্তরের ডিসেম্বর, ২০২৫-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের চাল উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ১৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যেখানে চিনের উৎপাদন ১৪৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বিশ্বের মোট চাল উৎপাদনের ২৮ শতাংশেরও বেশি এখন ভারতে হচ্ছে।

এই সাফল্যের মূলে রয়েছে এদেশের কৃষি গবেষণা এবং কৃষকদের দক্ষতা ও পরিশ্রম। ষাটের দশকে ভারতে ধানের ফলন ছিল হেক্টর প্রতি মাত্র ৮০০ কেজি। তাইওয়ানের 'তাইচুং নেটিভ-১' এবং পরবর্তীকালে 'আইআর-৮' বা 'মিরাকল রাইস' প্রজাতির হাত ধরে শুরু হওয়া ধানের ফলন বাড়ানোর সেই লড়াই আজ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। 'জয়া' এবং 'পুসা বাসমতি-১১২১' বিশ্ববাজারে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে ১৭২টি দেশে শুধু চাল রপ্তানি করেই ভারত আয় করেছে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৭২০ কোটি টাকা। পৃথিবীতে এখন ১,২৩,০০০ প্রজাতির চাল পাওয়া যায়। তার মধ্যে ৬০ হাজার রকম চালের উৎপাদক হল ভারত।

তবে শিখরে পৌঁছোলেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গিয়েছে। ভারতের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ চিনের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও হেক্টর প্রতি গড় ফলন এখনও অনেক কম। চিনের গড় ফলন যেখানে হেক্টর প্রতি প্রায় ৭,১০০ কেজি, ভারতের সেখানে মাত্র ৪,৩৯০ কেজি। এছাড়া ভূগর্ভস্থ জলস্তর হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিক্ষেত্রে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ পৌষ ১৪৩২

এ কোন সকাল...

শুরু হল ইংরেজি নতুন বছরের পথ চলা। সদ্য পার করে আসা ২০২৫-এ বহু ক্ষেত্রে যেমন নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে, তেমনই বেশ কিছু ব্যাপারে অনিশ্চয়তার মেঘ ছিল। তবে প্রতিটি রাতের শেষে যেমন নতুন সকাল আসে, ২০২৫ পেরিয়ে তেমন ২০২৬-কে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ আকাশচুম্বী। সেই প্রত্যাশা কতটা পূরণ হবে, তার উত্তর আগামী ৩৬৫ দিন দেবে। তাই বলে মানুষের স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয় না।

২০২৫-এ দেশে এমন একাধিক ঘটনা ঘটেছে যার প্রভাব ২০২৬-এ নিশ্চিতভাবে পড়বে। সবথেকে বেশি প্রশ্ন উঠছে, দেশের সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর ভবিষ্যৎ ঘিরে। প্রশ্ন ওঠার কারণ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বদলে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে দেশে। সরকারের কথার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির মুখেও। এর সবথেকে বড় উদাহরণ নির্বাচন কমিশন। স্বশাসিত এই সংস্থার ভাবমূর্তিতে কালি লেগেছে ভোট চুরির অভিযোগ এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে (এসআইআর) ঘিরে।

বিহারে প্রথম এসআইআর নিয়ে অভিযোগের বন্যা বয়ে গেলেও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। উলটে এসআইআর-এর আড়ালে নাগরিকত্ব যাচাইয়ের চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের মতো একাধিক রাজ্যে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় লক্ষ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে।

বিজেপি গোড়ায় এসআইআর-এর মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গাদের তাড়ানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। কিন্তু প্রকাশিত পরিসংখ্যানে প্রচুর মৃত, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ভোটারের নাম বাদ পড়লেও অনুপ্রবেশকারীদের কোনও হিসেব পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে শুনানিতে বহু বয়স্ক নাগরিককে হয়রানির মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কবি জয় গোস্বামীর মতো বিশিষ্ট ও বহু পরিচিত মানুষকেও শুনানিতে ডাকা হয়েছে।

এই হয়রানির শেষ কোথায়? ২০২৫ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। ২০২৬ দিতে পারবে কি- এটাই এখন বড় প্রশ্ন। ভারতের রাজনীতি ২০২৫-এ ভালো বার্তা দিতে পারেনি। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিরোধী শিবির যতটা ঐক্যবদ্ধ ছিল, তার ছিটেফোঁটা এখন নেই। বরং প্রতিটি বিরোধী দল পৃথকভাবে নিজেদের জমি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত।

'ইন্ডিয়া' জোট তখন যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, প্রথমে মহারাষ্ট্র তারপর বিহার বিধানসভা ভোটে হারে তা কার্যত বিশবাঁও জলে। জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভোটে ওমর আবদুল্লার জয় খানিকটা আশার আলো হলেও বিজেপি ও এনডিএ লোকসভা ভোটে হারের ধাক্কা এখন অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। গেরুয়া সাম্রাজ্য বিস্তারে বিজেপি ও সংঘ পরিবারের স্বপ্নের সফল রূপায়ণে চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই।

২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসম এবং পুদুচেরিতে বিধানসভা ভোট। এর মধ্যে অসম ও পুদুচেরিতে প্রত্যাবর্তন এবং পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ুতে পরিবর্তনের আশায় আছে বিজেপি। অন্যদিকে, ধর্মীয় বিভাজন, অসহিষ্ণুতা, মেরুকরণের আবহে ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনার মৃত্যুঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে।

বড়দিনে একের পর এক চার্চে গেরুয়াধারীদের তাণ্ডবের ক্ষত শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্রিসমাস বার্তায় মেলা সম্ভব নয়। আবার চিনা নাগরিক সন্দেহে ত্রিপুরার ২৪ বছরের তরুণ অ্যাঞ্জেল চাকমার হত্যা ফের প্রমাণ করে দিয়েছে বহুত্ববাদের আদর্শ কতটা বিপন্ন এখন ভারতে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলা, অত্যাচার লাগামছাড়া হয়ে উঠেছে।

বাঙালি মানেই বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে। এসব বিষয়ে নীরব থেকে কেন্দ্র তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। ২০২৫ সালে তৈরি হওয়া বাংলা ও বাঙালি বিতর্কের নিরসন ২০২৬ সালে হবে কি না, সেটাও বড় প্রশ্ন। মানুষের রুজিরুটির লড়াই থেকে মুক্তির খুব সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না নতুন বছরে। এমনকি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার খরচ লাগামছাড়া বৃদ্ধি থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা তেমন নেই। ফলে নিয়মমাফিক শুভেচ্ছা জানানোর প্রথা চললেও আদতে নতুন বছর কতটা শুভ হবে, তা নিয়ে সংশয় ঘুচল না।

অমৃতধারা

যাঁর নিত্য তাঁরই লীলা। ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নবরূপে দেখতে পারলে তবে তো ভক্তেরা ভালোবাসতে পারবে। পূর্ণ ও অংশ, - যেমন অগ্নি ও তার স্ফুলিঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে- গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না।

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

যুক্তি আর আবেগের দোলাচলে পথ চলা

একজন কী করতে চাইছেন তার পরিবর্তে কেন তিনি পরিবর্তনের সংকল্প নিয়েছেন তাতে বেশি মনোযোগ দিলে ফল ভালো হয়।

কোহিনূর কর

আজ গোটা বিশ্বে বিজ্ঞানমনস্কতার ফল হিসাবে আপাতদৃষ্টিতে মানবজাতির কিছু সার্বিক উন্নতি হলেও আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। এরই মধ্যে নিয়মমাফিক আরও একটা নতুন বছর শুরু হল। নতুন বছর মানেই অধিকাংশ মানুষ নতুন কিছু আশা করেন। জানুয়ারির প্রথম দিনটাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামীরা 'কল্পতরু দিবস' হিসাবে মান্যতা দেন। আর যেটা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে বা শোনা যায়—অনেকেই নতুন বছরের জন্য বিশেষ কিছু ব্যক্তিগত সংকল্প নিয়ে থাকেন।

- এআই

নববর্ষের সংকল্পের ইতিহাস ও বিবর্তন

বছরের প্রথম দিন সংকল্প নেওয়ার রীতি হয়তো আধুনিক অভ্যাস ভাবা যেতে পারে, কিন্তু এর মূল লুকিয়ে আছে চার হাজার বছর আগের ইতিহাসে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নতুন বছরে নবায়ন আর প্রতিফলন এই দুই প্রচেষ্টাকে নতুন বছরের সংকল্প হিসাবে মেনে নেওয়া শুরু হয়। ব্যাবিলনের রাজাদের করা ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে আজকের দিনে যেভাবে অনেকেই ব্যক্তিগত সংকল্প নিয়ে থাকেন- এসবই নতুন বছরকে ভালো চিন্তা দিয়ে স্বাগত জানানোর একটা অনন্য প্রয়াস।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন জায়গায় নতুন বছর উদযাপন নিয়ে প্রচুর লিখিত তথ্য পাওয়া যায়। শোনা যায় কোনও এক ব্যাবিলনীয় রাজা প্রকাশ্যে নতুন বছরের শুরুতে একজন ভালো শাসক হওয়ার শপথ নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, রোমানরা জানুয়ারির ১ তারিখ থেকে নতুন ও ভালো পদক্ষেপ করার রীতি শুরু করেছিল। এর মধ্যে বেশি চল ছিল বাড়িঘর পরিষ্কার করা, পর্যাপ্ত খাবার সংরক্ষণ করা, ধারদেনা থাকলে সেগুলো শোধ করে দেওয়া ইত্যাদির। পাশ্চাত্যে এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলতে চলতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে নববর্ষের সংকল্প ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনেক খ্রিস্টধর্মীয় উৎসবকেও ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে। বর্তমানে নববর্ষ উদযাপন জাতিধর্মনির্বিশেষে বৃহত্তর সমাজের একটা আনন্দ উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংকল্প নিয়ে ভুল ধারণা ও বাস্তবতা

এবার দেখা যাক নতুন বছরের সংকল্প নিয়ে কিছু অবৈজ্ঞানিক ধারণার কথা। সফল হওয়ার জন্য ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট (একদম ভুল ধারণা)। বড়সড়ো আর ভাসাভাসা সংকল্প নেওয়া ভালো (এটা কাজের হয় না)। একমাত্র বছরের প্রথম দিন একজন মানুষকে নতুন করে তুলতে পারে (এর কোনও মানে নেই)। অন্যদিকে, দেখা যাক আসল সত্যিটা কী। বেশিরভাগ সংকল্প টেকে না। ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ মানুষ ফেব্রুয়ারি মাস আসার আগেই হাল ছেড়ে দেয়। লক্ষ্য হওয়া উচিত স্মার্ট (ইংরেজিতে লিখলে যেটা দাঁড়ায় SMART—Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, প্রাসঙ্গিক, সময়সীমাবদ্ধ)। বড় সংকল্প নিয়ে হাল ছাড়ার চেয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপ বেশি কার্যকরী হয়। একজন কী করতে চাইছেন তার পরিবর্তে কেন তিনি পরিবর্তনের সংকল্প নিয়েছেন সেটার ওপর বেশি মনোযোগ দিলে তার ফল ভালো হয়।

যুক্তি ও আবেগের দ্বন্দ্ব

এবার যুক্তি এবং আবেগ এই দুই মানসিক দ্বন্দ্বের ওপর দু'চার কথা আলোচনা করতে চাই। আমরা সবাই কমবেশি যুক্তিবাদী কিংবা আবেগপ্রবণ হয়ে থাকি। প্রশ্ন হল, আমাদের যে কোনও সিদ্ধান্তে বা পদক্ষেপে যুক্তিই কি শেষকথা, নাকি আবেগেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে? আসুন আমরা দু'একটা পরিস্থিতি কল্পনা করে বোঝার চেষ্টা করি কীসের গুরুত্ব কেমন হতে পারে, আর কেনই বা এই দুইয়ের মধ্যে একধরনের সমতার প্রয়োজন হতে পারে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক নতুন বছরে নবায়ন আর প্রতিফলন এই দুই প্রচেষ্টাকে নতুন বছরের সংকল্প হিসাবে মেনে নেওয়া শুরু হয়। ব্যাবিলনের রাজাদের করা ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে আজকের দিনে যেভাবে অনেকেই ব্যক্তিগত সংকল্প নিয়ে থাকেন—এসবই নতুন বছরকে ভালো চিন্তা দিয়ে স্বাগত জানানোর একটা অনন্য প্রয়াস।

কল্পনা করুন শ্রাবণ মাস। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, মাঝেমধ্যে খুব ঝোড়ো হাওয়া আর বিদ্যুৎ চমকানি এলাকা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ছোট পরিবার, সবাই ঠিক করল রাতে খিচুড়ি খাওয়া হবে। শুরু হল তোড়জোড়, কিন্তু গিন্নি কথাটা না তুলে পারলেন না—'খিচুড়ি তো আমি নামিয়ে দেব, কিন্তু তার সঙ্গে একটু ভাজাভুজি না হলে কি জমবে?' সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন—'ঠিক ঠিক, সঙ্গে বেগুনি বা পেঁয়াজি হলে খুব ভালো হয়!' ব্যাস, রাতের মেনু না হয় ঠিক হল, এবার তার আয়োজন।

কর্তাবাবু সবে হেলান দিয়ে বসেছেন। আর ছোটদের এই আবহাওয়াতে মোড়ের মাথা অবধি পাঠাতে সাহস হচ্ছে না। এর মধ্যে লোডশেডিং, কর্তা আর যাবে কোথায়? রান্নাঘর থেকে গিন্নির গলা—'যাহ, গেল তো! এবার এই অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে খিচুড়ি সামলাব না ভাজা করব? শুনছ, তুমি একটু কষ্ট করে হাবুলের দোকান থেকে কিছু বেগুনি আর পেঁয়াজি নিয়ে এসো। আমার খিচুড়ি হতে হতে কারেন্ট এসে যাবে হয়তো।' কর্তা একটু চিন্তায় পড়লেন। এখন বেরোতে গেলেই ছাতা লাগবে, আর ছাতাও এই ঝড়ে উলটে যেতে পারে। খিচুড়ি কি এমনি-এমনি বা একটু আমের আচার দিয়ে খাওয়া যেত না? যেত, কিন্তু খিচুড়ির সঙ্গে ভাজা না হলে সত্যিই ঠিক জমে না! এটুকু ঝুঁকি তো নেওয়াই যায়? এটাকে বলা চলে অর্ধেক যুক্তি আর অর্ধেক আবেগের মিশ্রণ।

জীবনের ভারসাম্য

বিশাল খোলা ময়দানে বইমেলায় হাজার হাজার মানুষের ঢল। এক পরিবারের সবাই একসঙ্গে সেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য হাজির হয়েছেন। কর্তা কিছু সিলেক্টেড বুকস্টলে যাবেন মনে মনে ঠিক করে এসেছেন। অন্যদিকে, গিন্নি বইয়ের চেয়ে রকমারি ঘর সাজানোর জিনিস আর হ্যান্ডক্র্যাফটের দিকে বেশি চোখ রেখে চলেছেন, আর কোনও স্টলে সেলেব্রিটি থাকলে তার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। ছেলেমেয়ে সঙ্গে আছে, ওদেরও তো কিছু ভালো লাগতে হবে? বড়জন প্রত্যেক স্টলে গিয়েই অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'একটা বই নেড়েচেড়ে দেখে রেখে দিচ্ছে। বাবা কিনে দিতে চায়; কিন্তু উত্তরে খালি 'না' বলে চলেছে। তার মনে হচ্ছে—বই তো বাবা-মায়ের বয়সিদের জন্য; মুঠোফোন থাকতে আবার বই!

অনেকবার বলার পর বড়জন উপায় না দেখে সমসাময়িক আমেরিকান লেখকের একটা 'বেস্ট সেলার' হাতে তুলে নিল। ওদিকে, ছোটজন তো ওদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত। ওর বয়সে আজকের ডিজিটাল জমানায় কাগজে ছাপা বইয়ের কোনও আকর্ষণ নেই বললেই চলে, আর কুটিরশিল্প বোঝারও বয়স হয়নি। ঘণ্টা দুই মেলা চষে বেড়ানোর পর ছোটজনের স্বভাবতই খিদে পেয়ে গেল। বাকিদেরও বেশ খিদে খিদে ভাব। ছোটজন বলে উঠল—'ওই দ্যাখো, ফুচকা বিক্রি করছে। আমি ফুচকা খাব!'

গিন্নি আর বড়জন সায় দিতেই ফুচকা বিক্রেতার সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। লম্বা লাইন, ধুলো উড়ছে, খালি হাতে (গ্লাভস ছাড়া) বুড়ো আঙুল দিয়ে ফুচকার খোল ভেঙে আলুর পুর আর তেঁতুলের জল ভরে ফুচকা বিক্রেতা দিব্যি পরিবেশন করছে। আর ফুচকাপ্রেমীরা সবাই হাউমাউ করে খেয়ে চলেছে। এবার ভাবুন কোনটা বেশি জরুরি—যুক্তিবাদী হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মানা, নাকি খিদের মাথায় পেটটা ঠান্ডা করা? এতগুলো মানুষ তো খাচ্ছে, কিছু কি হচ্ছে তাদের? শুধু যুক্তি বা বিচার কি এই পরিস্থিতিতে এক মুহূর্ত দাঁড়াতে পারে? অনেকেই সম্ভবত বলবেন—না, আবেগ আর যুক্তি এক্ষেত্রে মিলেমিশে একাকার—আগে পেটটা তো ঠান্ডা করি, পরে যা হবে দেখা যাবে।

ঠান্ডা মাথায় বিচার

এরকম ভূরিভূরি উদাহরণ দেওয়া যায়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই, সে ব্যক্তিগত হোক বা কর্মক্ষেত্রেই হোক, ভালো যুক্তি যেমন আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আবেগেরও কিন্তু অনেক ভূমিকা আছে। জীবনে এমন পরিস্থিতি আসতেই পারে যখন আবেগহীন যুক্তি বা যুক্তিহীন আবেগ আমাদের ওপর জোর করে, আর আমরা পরিস্থিতি সামাল দিতে তাড়াহুড়ো করে একটা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হই। এইসব সিদ্ধান্ত সত্যিই ভালো ছিল কি না, একটু চিন্তাভাবনা করার সময়টাও হয়তো হাতে থাকে না।

ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বেরোলে মাথায় বাজ পড়ার সম্ভাবনা যে অতি নগণ্য সেটা আমরা জানি, বা একবার বইমেলায় গিয়ে খিদের মাথায় ফুচকা খেলে কিছু হবে না সেটাও আমরা ধরে নিই। তবুও যুক্তি আর আবেগের মধ্যে একটা সমতা রেখে চলার চেষ্টা আমরা করতেই পারি। প্রয়োজন আর পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তি আর আবেগের পাল্লাটা কোন দিকে ভারী আর কোন দিকে হালকা রাখা সমীচীন, সেটা যে সিদ্ধান্ত নেবে তাকেই ভেবে বার করতে হবে। কোনও সহজ ফর্মুলা নেই—শুধু একটু ঠান্ডা মাথায় বিচার করা ছাড়া।

আসুন নতুন বছরের শুরুতে আমরা এমন কিছু সংকল্প নিই, যা আমাদের নিজেদের, পরিবারের ও পরিবারের বাইরে সমাজের পক্ষে মঙ্গলকারী। স্বভাবতই শুধু আবেগের তাড়নায় নয় কিংবা সবাই করছে তাই আমিও করি তা নয়, বরং যুক্তি দিয়ে নিজেদের আগে কারণটা বুঝিয়ে তারপর সেই সংকল্প নিলে আমার মনে হয় সাফল্যের সম্ভাবনাও অনেক বেশি হবে।

(লেখক অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক)

আজ

১৮৯৪

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৩০

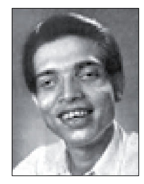

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য।

আলোচিত

শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায় জ্ঞান দিলে হবে না। চুরি হয়েছে, চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করলে হবে না। মাঠে নেমে চুরি ধরতে হবে। উপরতলার নির্দেশে ভোট চুরি করছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু কারচুপি ইভিএমে হচ্ছে না। ইভিএম তো পরীক্ষা করা যায়। কারচুপি হচ্ছে ভোটার তালিকায়।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পঞ্জাবের ফিরোজপুরে নিজের বাড়িতে সোফার ওপর বসে ছিলেন এক ব্যক্তি। কোমরে গোঁজা ছিল গুলিভর্তি পিস্তল। সোফা থেকে ওঠার সময় হঠাৎ চাপ পড়ে পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে পড়ে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

ভাইরাল/২

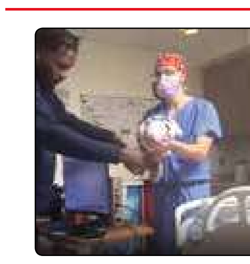

'গেম-পাগল'। আমেরিকার এক হাসপাতালে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে এনেছিলেন স্বামী। প্রসবযন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন স্ত্রী। এদিকে সঙ্গে আনা এক্সবক্স কনসোলের গেমে মগ্ন স্বামী। চিকিৎসক সদ্যোজাতকে যখন দেখাতে এলেন তখনও গেম খেলতে ব্যস্ত নতুন বাবা।

জনমন
জনমত

বাজুক সৃষ্টির নতুন সুর

পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের বার্ষিক গতিতে নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন সম্ভাবনার মলাটে অনাদি অনন্তকাল আবারও হাজির - এবার পরিচয়ে সে ২০২৬। ইংরেজি নববর্ষ, অবশ্যই নতুনকে বরণ করতে আমাদের মনে কোনও কার্পণ্য নেই। ফেলে আসা দুর্দিনগুলো যেন পথ হারিয়ে আর ফিরে না আসে। নতুন বছরের নতুন সূর্য আগামীর যাত্রাপথে মানবতা, সততা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সফলতার কিরণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ুক।

কবিগুরুর প্রশ্ন, 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো!' এর উত্তর আমাদের উচ্চ জীবনাদর্শে, উন্নত রুচিবোধে তেজোময় হয়ে উঠে দিতে পারি যেন। সব পেয়েছির সেই সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগে যেন আমাদের সকলের জীবনে। আমরা আবারও প্রমাণ করতে পারি যেন 'জীবনের মূল্য আয়ুতে নয়, কল্যাণপূত কর্মে'।

আমরা নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশহিতে, জনহিতে পবিত্র কল্যাণকর কাজে যেন নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি। বাহারি শস্যে, রঙিন ফুলে, পৌষালি পার্বণে সঞ্জীবনী সুধা হয়ে আসুক ২০২৬।

স্বপ্নভঙ্গ জীবন নয় আর,/ নাশ করব বিদ্বেষ-বিষ/ বাজুক সৃষ্টির নতুন সুর/ স্বাগত ২০২৬।

শৌমিক চক্রবর্তী, সুভাষনগর, ময়নাগুড়ি।

সবার ভালো হোক

ইতিমধ্যে ২০২৫-এর ট্রেনটা এসে পৌঁছেছে ২০২৬-এর প্ল্যাটফর্মে। বিভিন্ন নতুন শিক্ষা, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় আবারও ৩৬৫ দিনের যাত্রা শুরু।

তাই বলে কি ২০২৫-কে একেবারে ভুলে যাওয়া যায়? যাঁরা কিছু না কিছু হারিয়েছেন, বিশেষ ঘটনা, স্মৃতি, সম্পর্ক - সেসব সঙ্গে নিয়েই শুরু হবে আগামীর যাত্রা। সবরকম বিদ্বেষ সরিয়ে আমরা যেন ভালো থাকতে পারি, সবাইকে ভালো রাখতে পারি। ২০২৬ ভালো কাটুক সকলের।

শুভশ্রী ব্যানার্জি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যন্ত্র যখন ডিনার-টেবিলের সঙ্গী

নিউ ইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে কিছু ক্যাফে তৈরি হয়েছে। নিঃসঙ্গরা সেখানে তাঁদের ভার্চুয়াল সঙ্গীর জন্য বিশেষ টেবিল বুক করছেন।

নীলাচল রায়

সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে মানুষের কাছে আহার কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির মাধ্যম ছিল না। বরং বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া দুপুরের খাবার কিংবা রাতের খাবার ছিল সম্পর্কের বুনন তৈরির একটি অন্যতম সামাজিক উৎসব। কিন্তু প্রযুক্তির জয়যাত্রার এই বর্তমান যুগে সেই চিরচেনা ছবিতে বড়সড়ো বদল আসতে শুরু করেছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' (AI) আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিসরে এতটাই গভীরে প্রবেশ করেছে যে, এখন রক্তমাংসের মানুষের বদলে যন্ত্রের সঙ্গে ডেটে যাওয়ার কথা আধুনিক সমাজ ভাবছে।

সম্প্রতি বিদেশের কিছু বড় শহরে 'এআই ডেটিং ক্যাফে'-র ধারণা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নিউ ইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে এমন কিছু ক্যাফে আত্মপ্রকাশ করেছে, যেখানে নিঃসঙ্গ মানুষরা তাদের ডিজিটাল পার্টনার বা ভার্চুয়াল সঙ্গীর জন্য বিশেষ টেবিল বুক করছেন। প্রথম দর্শনে একে আর পাঁচটা সাধারণ রেস্তোরাঁর মতোই মনে হয়। মোমবাতির স্নিগ্ধ আলো আর সুন্দর টেবিল বিন্যাস সেখানে বিদ্যমান থাকে। তফাত শুধু এটুকুই যে, সামনের চেয়ারে কোনও রক্তমাংসের মানুষ বসে থাকে না। পরিবর্তে একটি সুদৃশ্য ফোন স্ট্যান্ডের ওপর কেবল একটি স্মার্টফোন রাখা থাকে। সেই স্ক্রিনের ওপার থেকে এআই সঙ্গী তার ব্যবহারকারীর সঙ্গে গল্প করে এবং নানা আবেগ ভাগ করে নেয়। ফরাসি ভাষায় যাকে 'টেট-আ-টেট' বা নিভৃত আলাপচারিতা বলা হয়, তার এক ডিজিটাল সংস্করণ যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

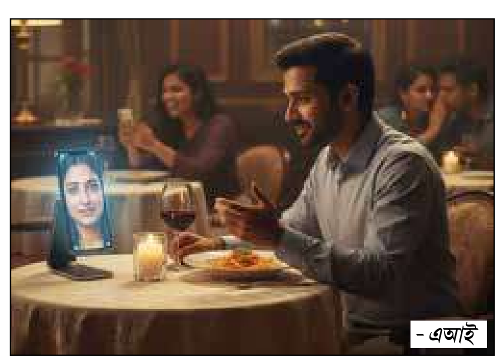

- এআই

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যায়, বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের একাংশ এই নতুনত্বের দিকে ঝুঁকছেন। ৩০ বছরের কম বয়সি প্রতি তিনজন পুরুষের মধ্যে একজন এবং প্রতি চারজন নারীর মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই এআই সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আধুনিক জীবনের তীব্র একাকিত্ব, প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড় এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের জটিল হতে থাকা সম্পর্কই হয়তো এর প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ এখন এমন এক সঙ্গী চায় যে তাকে বিচার করবে না এবং তার সব কথা ধৈর্য ধরে শুনবে। এআই এখানে এক নিপুণ মনস্তাত্ত্বিকের মতো কাজ করছে।

তবে মুদ্রার উলটো পিঠও আমাদের ভাবিয়ে তোলে। আমাদের সমাজে আজও একা কোনও রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়ার অভ্যাসকে অনেকে বাঁকা চোখে দেখেন। সেখানে কোনও মানুষকে ফোনের সঙ্গে 'রোমান্টিক ডিনার' করতে দেখলে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা নিয়ে বড় সংশয় থেকে যায়। সমাজের বড় একটি অংশ হয়তো একে বিকৃতি বা হাস্যকর বলে মনে করবেন। কিন্তু আসল প্রশ্নটি অন্য জায়গায় রয়ে গিয়েছে। যন্ত্র কি কখনও মানুষের সহমর্মিতা বা উষ্ণ স্পর্শের বিকল্প হতে পারে?

প্রযুক্তি আমাদের নিঃসঙ্গতা দূর করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এর ফলে কি আমরা আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি না? ডিজিটাল সঙ্গীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলায় হয়তো সাময়িক মানসিক প্রশান্তি মেলে, কিন্তু এতে মানুষের সামাজিক দক্ষতা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়। বাস্তব জগতের রক্তমাংসের সম্পর্কের যে টানাপোড়েন, মায়া এবং ত্যাগ থাকে—তা কোনও কৃত্রিম অ্যালগরিদম দিতে পারবে না। আগামীদিনে এই প্রবণতা আরও বাড়বে সন্দেহ নেই, তবে যন্ত্র আর মানুষের এই সহাবস্থান আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে কোন পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার বিষয় হিসেবে থাকছে।

(লেখক শিক্ষক। মাটিগাড়ার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩৩

পাশাপাশি : ১। বশিষ্ঠমুনির কামধেনু ৩। নীলগিরি পর্বতমালা ৪। বোয়ালমাছের আরেক নাম ৫। অসংখ্য ৭। আকাশ ১০। বাসস্থান, পবিত্রস্থান, তীর্থ ১২। সম্পূর্ণ নতুন, টাটকা ১৪। মানকচুর আরেক নাম ১৫। সংগীতে একাধিক সুরের পরপর দ্রুত উচ্চারণের প্রক্রিয়াবিশেষ ১৬। বুদ্ধিমান, নিপুণ, ধূর্ত বা ঠগ।

উপর-নীচ : ১। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি- এই তিন শাস্ত্রের জ্ঞান ২। উড়িধান বা তৃণধান ৩। শিব, নীলবর্ণ কণ্ঠযুক্ত পাখিবিশেষ ৬। শতরকমের, শতবার ৮। দেবতার মহিমা কীর্তন ও স্তুতি, আরাধনা ও সেবা ৯। পরস্পর প্রহার, দাঙ্গা, লড়াই ১১। মনমালিন্য, কলহ বা ঝগড়া ১৩. বিকশিত, চুলহীন।

সমাধান ■ ৪৩৩২

পাশাপাশি : ২। পীতপর্ণী ৫। বাগড়া ৬। অধিবেদন ৮। পালি ৯। নানা ১১। নদের চাঁদ ১৩। বদনা ১৪। মায়াডোর।

উপর-নীচ : ১। অবারিত ২। পীড়া ৩। পয়োধি ৪। অজিন ৬। অলি ৭। বেদানা ৮। পাচার ৯। নাদ ১০। ছুতোনাতা ১১। নর্দমা ১২। চাঁদোয়া ১৩। বর।

বিন্দুবিসর্গ

পিকনিকের হুল্লোড়। বুধবার তড়িবাড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

এনবিএসটিসি'র ময়নাগুড়ি ডিপো নিয়ে হতাশা

প্ল্যাটিনাম? জানি না তো

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ময়নাগুড়ি বাস ডিপো ৭৫ বছরে পদার্পণ করল। কিন্তু ডিপোর প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের আয়োজন তো দূরের কথা, ডিপোর ৭৫ বর্ষে পদার্পণের বিষয়টি জানা নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কারওই। বিষয়টি নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন ময়নাগুড়ি বাসিন্দাদের অনেকেই। ১৯৫১ সালে ময়নাগুড়ি বাস ডিপো তৈরি হয়েছিল।

ডিপো ইনচার্জ হৃষীকেশ বর্মন বলেন, 'ময়নাগুড়ি ডিপো কত বছরে পদার্পণ করল তা বলতে পারব না। নথি ঘেঁটে দেখতে হবে।' এব্যাপারে একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়কে। নিগমের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সদস্য তথা ময়নাগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীর কথায়, 'ডিপোর ৭৫ বর্ষের বিষয়টি জানা ছিল না। বিষয়টি নিয়ে দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করব।' ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'গর্বের ৭৫ বর্ষে পদার্পণ করায় উদযাপনের ব্যাপারে নিগমের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করব।' আগে বাস ডিপোর সামনে যে বোর্ড লাগানো ছিল সেখানেও ১৯৫১ সালে বাস ডিপো স্থাপনের সাল লেখা ছিল। কিন্তু বর্তমানে বাস ডিপোর বোর্ডে ওই সালের উল্লেখ নেই।

- ৭৫ বছরে পদার্পণ করল এনবিএসটিসি'র ময়নাগুড়ি ডিপো
- আগে ডিপোর সামনের বোর্ডে ১৯৫১ সালে ডিপো স্থাপনের সাল লেখা ছিল
- এক সময় তৃণমূল সরকার গঠনের পর এই বাস ডিপোটি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল

> ডিপোর উন্নয়নের কথা যেমন আধিকারিকরা বেমালুম ভুলে গিয়েছেন, তেমনই প্ল্যাটিনাম জুবিলির কথাও ভুলে গিয়েছেন।
>
> -স্নেহাশিস চক্রবর্তী
> *আহ্বায়ক, ময়নাগুড়ি উন্নয়ন মঞ্চ*

৭৫ বছরে ডিপোটি পদার্পণ করলেও দিন যত গিয়েছে ততই ডিপোটি বেহাল হয়ে পড়েছে। একসময় তৃণমূল সরকার গঠনের পর এই বাস ডিপোটি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বাসিন্দাদের বাধায় ওই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। আগে এই ডিপো থেকে কলকাতা, কল্যাণী, কোচবিহার সহ মোট ২৩টি রুটে বাস চলাচল করত। বর্তমানে ফরাক্কা, মালদা, রায়গঞ্জ- এই ৩টি রুটে বাস চলাচল করে। ১৯ জন চালক, ১৯ জন কনডাক্টর সহ ডিপোর কর্মীর সংখ্যা ৪৯। এখন সচল বাসের সংখ্যা ১৫। প্রতিমাসে গড়ে এই ডিপো থেকে বাস ভাড়া বাবদ ৩২-৩৩ লক্ষ টাকা সংগ্রহ হয়। কিন্তু ডিপোতে সমস্যার অন্ত নেই। বাস রাখার জন্য শেডের অভাব রয়েছে। নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। ডিপোর চারদিকের সীমানা প্রাচীর ভেঙে গিয়েছে। নিকাশির সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় সারা বছরই ডিপোর ভিতর জল জমে থাকে। বছর দুয়েক আগে নিগমের চেয়ারম্যান ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ময়নাগুড়ি ডিপো সংস্কারের কথা ঘোষণা আজ অবধি সেই কাজ এক চুলও এগোয়নি।

ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত বলেন, 'ডিপোর ৭৫ বর্ষ উপলক্ষ্যে অবশ্যই অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি নতুন বাস চালু করার দাবি জানাব।' ময়নাগুড়ি উন্নয়ন মঞ্চের আহ্বায়ক স্নেহাশিস চক্রবর্তী কথায়, 'ডিপোর উন্নয়নের কথা যেমন আধিকারিকরা বেমালুম ভুলে গিয়েছেন, তেমনই প্ল্যাটিনাম জুবিলির কথাও ভুলে গিয়েছেন।

তিস্তাপল্লিকে মডেল ভিলেজ করার উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : ২০২৩ সালের অক্টোবরে তিস্তায় জলস্ফিতির ফলে বিধ্বস্ত হয়ে যায় লালটং এবং চমকডাঙ্গি বনবস্তির। তারপর সেখানকার বাসিন্দাদের ডাবগ্রাম ১-গ্রাম পঞ্চায়েতের বেঙ্গল সাফারির পেছনের দিকে গুলমা ফরেস্ট বিট সংলগ্ন এলাকায় পুনর্বাসন দেয় রাজ্য সরকার। নতুন লোকালয়ের নাম দেওয়া হয় তিস্তাপল্লি। সেই তিস্তাপল্লিকে রাজ্যের অন্যতম মডেল ভিলেজ বা আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই রূপরেখা বাস্তবায়িত করতে বুধবার সকালে সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

তিস্তাপল্লি এলাকাটি মহানন্দা নদীর তীরবর্তী হওয়ায় বর্ষাকালে জলস্তর বাড়ায় কিছুটা ভাঙন হয়। আগামী বর্ষায় সমস্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই এলাকাটিকে বাসিন্দাদের বসবাসের জন্য সুরক্ষিত করতে চাইছে সরকার। সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এদিন দুপুরে সেচ দপ্তরের বাস্তুকার ও আধিকারিকদের নিয়ে নদীর গতিপথ এবং পাড়ের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখেন মেয়র। পরিদর্শন শেষে গৌতম বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই এলাকাটিকে সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হচ্ছে।' তিনি আরও জানান, এরজন্য মহানন্দা নদীতে বাঁধ দিতে হবে। এই বাঁধ দেওয়া এবং পাড় বাঁধানোর কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করা হবে। সেচ দপ্তর শীঘ্রই এর ডিপিআর তৈরি করবে। সরকার চাইছে তিস্তাপল্লি শুধুমাত্র একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র নয়, বরং উত্তরবঙ্গের বুকে একটি দৃষ্টান্তমূলক আদর্শ গ্রাম হয়ে উঠুক।

সূত্রের খবর, মডেল ভিলেজ প্রকল্পে শুধু নদীবাঁধ নয়, এলাকার সামগ্রিক পরিকাঠামোরও আমূল পরিবর্তন করা হবে। রাস্তা পাকা করা, উন্নত মানের নিকাশি ব্যবস্থা, বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত পথবাতির ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও শিশুদের জন্য পার্ক, এবং সবুজায়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মতাদর্শ মেলেনি, নিভৃতবাসে দলের প্রতিষ্ঠাতা

সময়ের স্রোত আর রাজনীতির দাবার চালে হারিয়ে যায় কত চেনা মুখ। রাজপথ থেকে ড্রয়িংরুম- ক্ষমতার পালা বদলে যাঁরা আজ ব্রাত্য, তাঁদের বর্তমান জীবন কেমন কাটছে? আলোর বৃত্ত থেকে সরে যাওয়া সেইসব দাপুটে ব্যক্তিত্বের যাপনচিত্র আর রাজনীতির নেপথ্য কাহিনী নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিবেদন- 'রাজনীতির অন্তরালে'।

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : একসময় দাপটের সঙ্গে রাজনীতি করেছেন গোবিন্দ দাস। এখন লাটাগুড়ির সেই দাপুটে নেতাই চলে গিয়েছেন সকলের আড়ালে। এক কালের তৃণমূল নেতার নিভৃতবাসের কারণ কী? গোবিন্দ জানান, দলের বর্তমান মতাদর্শের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেননি।

লাটাগুড়িতে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের মধ্যে অন্যতম গোবিন্দ দাস একসময় শ্রমিক ও মূল সংগঠন, দুই স্তরেই সক্রিয় থেকে নিজের হাতে দায়িত্ব সামলেছিলেন। তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম প্রধান ছিলেন। তবে রাজনীতির আড়ালে এখন দিন কাটছে কাঠের মিলের ব্যবসা ও পরিবার নিয়ে। গোবিন্দ বলেন, 'দলে এখন ভালো লোক নেই বললেই চলে। দুর্নীতির সঙ্গে আপস করা আমার স্বভাব নয়। সেজন্য দল থেকে সরে গিয়েছি। বর্তমানে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে যারা চলে তারাই দল করে। এই মনোভাব আমার নেই। তাই রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি।'

গোবিন্দর বাড়ি লাটাগুড়ির নতুনপাড়ায়। একসময় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেস ভেঙে ১৯৯৮ সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর লাটাগুড়িতে কয়েকজন তৃণমূলে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গোবিন্দ অন্যতম। ২০০৯ সালে বামফ্রন্ট পরিচালিত লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে তৃণমূলের প্রথম প্রধান হন। তার আগে ২০০৩ থেকে দলের অঞ্চল সভাপতির দায়িত্ব তাঁর কাঁধে ছিল। ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ব সামলান। কিন্তু তারপর তাঁকে আর রাজনীতিতে দেখা যায়নি।

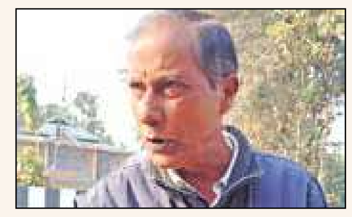

শাসকদলে যখন নিজেদের দলের পাশাপাশি অন্য দলের নেতাকর্মীরা ভিড় বাড়িয়েছেন, সেই সময় থেকে ব্যতিক্রমী এই নেতা দল থেকে ক্রমে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। নেওড়া মোড়ের কাছে গোবিন্দর একটি কাঠ চেরাই মিল রয়েছে। সেখানেই নিজের কাজ এবং পরিবার নিয়ে দিন কাটছে তাঁর।

বাস নিয়ে ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা

ময়নাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : সন্ধে ছ'টার পর আর ময়নাগুড়ি থেকে ধূপগুড়িগামী বাস পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এই পথে টেকাটুলি, হলহলিয়া, হুসলুরডাঙ্গা সহ রানিরহাট মোড়ের যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। ফলে সন্ধের পর থেকে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা হয়ে উঠছে টোটো। টাইমকিপারের কথায়, সন্ধে ছ'টার পর এই রুটে বাস নেই। ধূপগুড়ির বাসিন্দা তিলক চক্রবর্তী বলেন, 'এদিন বিশেষ কাজে ময়নাগুড়ি এসেছিলাম। সন্ধে পেরিয়ে যাওয়ায় ফেরার বাস পাচ্ছি না। অগত্যা, পঞ্চাশ টাকা ভাড়া গুনে টোটোয় চেপে ফিরতে হয়েছে।' হুসলুরডাঙ্গার বাসিন্দা অমল রায় বলেন, 'এই সমস্যা আগাগোড়াই। সন্ধের পর বাড়ি ফেরার জন্য একমাত্র ভরসা টোটো।' টেকাটুলির টোটোচালক সঞ্জয় রায়ের কথায়, 'দিনেরবেলায় তেমন রোজগার হয় না। সন্ধের পর ময়নাগুড়ি শহরের ট্রাফিক মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, বাড়ি ফেরার সময়। তখন যাত্রীরাও বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকেন। ফলে একযাত্রায় বাড়ি ফেরা এবং পরিষেবা দেওয়া- দুই হয়।'

ক্যাম্পের সমাপ্তি

চালসা, ৩১ ডিসেম্বর : বুধবার শেষ হল ৩৬তম জাতীয় আশিহারা ক্যারাটে ডু গাসুকু উইন্টার ক্যাম্প। আশিহারা ক্যারাটে ডু কাইকান ও আশিহারা ক্যারাটে ফেডারেশন ইন্ডিয়ার যৌথ উদ্যোগে ২৭ ডিসেম্বর থেকে চালসা গয়ানাথ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে এই ক্যাম্পের সূচনা হয়। জাতীয় স্তরের এই ক্যারাটে ক্যাম্পে পশ্চিমবঙ্গ সহ ঝাড়খণ্ড, অসম, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহারের প্রায় ৫০০ জন ক্যারাটে খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। ক্যাম্প শেষে এদিন বিভিন্ন বিভাগের বিজয়ী খেলোয়াড়দের পুরস্কার প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ, মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচা, মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা মিঝার, সমাজসেবী চন্দন ভৌমিক, স্বপ্না ওরাওঁ, মেনুকা সাহা প্রধান প্রমুখ। উদ্যোক্তা দীপক ভুজেল বলেন, 'বিভিন্ন বিভাগের বিজয়ী খেলোয়াড়দের পুরস্কার বিতরণের পাশাপাশি বেল্ট প্রদান করা হয়েছে।'

অঞ্চল সভাপতি পরিবর্তনে কোন্দল তৃণমূলে

ফায়দা লুটতে মরিয়া বিজেপি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : কোন্দল থামার লক্ষণ নেই। বরং দিন-দিন তা বাড়ছে। আর তৃণমূল কংগ্রেসের কোন্দলের ফায়দা তুলতে ময়দানে ঝাঁপিয়েছে বিরোধী বিজেপি। ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি বদলের পরই তৃণমূলের কোন্দল প্রকাশ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মাগুরমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ছিলেন তপন সরকার। সম্প্রতি তাঁকে সরিয়ে নুর আলমকে সভাপতি করা হয়। অভিযোগ, কারও সঙ্গে আলোচনা না করে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলীয় নেতৃত্ব। যা নিয়ে মুখ খুলেছে অঞ্চলের অনেকেই। ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর কবীর বলেন, 'অঞ্চল সভাপতি দু'-একজনকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে ঘুরছেন। কিন্তু দলের সমস্ত কর্মসূচি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আর বিরোধীরা আমাদের কোন্দলকে হাতিয়ার করে এলাকায় নিজেদের খুঁটি শক্ত করছে। দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব দ্রুত এর সমাধান না করলে দলীয় ঘাটতি ছাড়া কিছুই হবে না।'

ভোটের বাকি মাত্র কয়েক মাস। কিন্তু অঞ্চল সভাপতি পরিবর্তন হওয়ায় তৃণমূলের অনেকেই নিষ্ক্রিয়। যদিও নেতৃত্বের বিরাগভাজন হতে না চাওয়া অনেকেই প্রকাশ্যে মুখ খুলছেন না। তবে দলীয় কোন্দল যে তাঁরা ভালোভাবে নিচ্ছেন না, তা ঘনিষ্ঠ মহলে স্বীকার করছেন। এমনই এক নেতার কথায়, 'নুর আলমকে অঞ্চল সভাপতি করার আগে আমাদের কিছুই জানায়নি ব্লকের গ্রামীণ কমিটি ও জেলা কমিটি। আচমকাই নিজেদের মতো করে নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। অভিযোগ না থাকার পরেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তপন সরকারকে।' তপন দায়িত্বে না থাকায় দলীয় কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে অনেকেই বলছেন। যদিও জলপাইগুড়ি জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, 'কোন্দলের কিছু নেই। দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা ভাবনাচিন্তা করেই নিয়েছে। তবে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মাগুরমারি-২ অঞ্চলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা হবে।'

ধূপগুড়ি

এদিকে, তৃণমূলের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকূলে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিরোধী বিজেপি শিবির। বিজেপির পশ্চিম মণ্ডলের সভাপতি পলাশ বসাক বলেন, 'বিজেপি সবসময়ই মানুষের সঙ্গে ছিল এবং থাকবে। তবে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের দেওয়া ৩২ লক্ষ টাকার দুর্নীতি হয়েছে। ওই টাকার ভাগাভাগি নিয়েই হয়তো তাঁদের কোন্দল। তবে তাঁদের কোন্দল নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বের মাথাব্যথা নেই। উন্নয়ন কতটা হয়েছে, সেটাই দেখার।'

পথশ্রী প্রকল্পের কাজের হিসেব

জলপাইগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের শেষ দিনে পথশ্রী প্রকল্পের কাজের খতিয়ান দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলা শাসক। কোন ব্লকে কত কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে, কতটা কাজ বাকি রয়েছে, কত টাকা খরচ হয়েছে সেই হিসেব দিয়েছেন জেলা শাসক শামা পারভিন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, এডিএম (জেলা পরিষদ) রওনক আগরওয়াল, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) ধীমান বাড়ুই প্রমুখ। জেলা শাসক জানান, পথশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ ফেজে জেলার নয়টি ব্লক মিলিয়ে মোট ১১৮টি রাস্তার অনুমোদন এসেছিল। তার মধ্যে ৯০টি রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজের জন্য সব মিলিয়ে আপাতত খরচ হয়েছে ১২৭ কোটি টাকা। যে রাস্তাগুলির কাজ বাকি রয়েছে সেগুলি দ্রুত শুরু হবে বলে জানান তিনি।

পুজো ও ধর্মসভা

জলপাইগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : গৌড়ীয় সংঘের বর্তমান আচার্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ ভক্তিপ্রসাদ সাধু গোস্বামীর মহারাজের ৭৭তম আবির্ভাব তিথি ও পুজো উপলক্ষ্যে বুধবার জলপাইগুড়ি শহরে গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি গৌড়ীয় মঠ থেকে শুরু হয়ে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন হয়ে, রাজবাড়িদিঘি থেকে জল ভরে রায়কতপাড়া, বেগুনটারি হয়ে মঠে শেষ হয়। বিকালে এই শোভাযাত্রায় অসংখ্য ভক্তের সমারোহ দেখা যায়। বুধ এবং বৃহস্পতি এই দু'দিন মঠে নানা পুজো ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছে।

জয়ন্তীর বদলে মাঝেরডাবরিতে অভিষেকের সভা

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লকের জয়ন্তী চা বাগানের মাঠে ৩ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলাপচারিতা কর্মসূচি হবে বলে ঠিক ছিল। কিন্তু বুধবার হঠাৎ করেই দলের তরফে ওই জায়গাটি বদলে আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের মাঠকে নতুন জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। এদিন তৃণমূলের জেলা নেতারা ওই স্থান পরিদর্শন করেন। তবে হঠাৎ করেই সভার স্থান বদলে প্রশ্ন উঠেছে।

তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক অবশ্য বললেন, 'জয়ন্তী চা বাগানের মাঠে যাতায়াতের একটা সমস্যা আছে। আবার মাঠ থেকে হেলিপ্যাডও অনেকটা দূরে। তাই আমাদের সাংসদের টিম এবং সবাই মিলে স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিই। আপাতত মাঝেরডাবরি চা বাগানের মাঠে কর্মসূচির স্থান ঠিক করা হয়েছে।'

তৃণমূল নেতারা এদিন সকাল থেকেই আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের মাঠ পরিদর্শন করেন। সঙ্গে আইপ্যাকের টিম ও প্রশাসনের কর্মকর্তারাও ছিলেন। আউট ডিভিশনের মাঠে ভূমিপুজোও করা হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, অভিষেকের এবারের কর্মসূচি অন্য ধরনের হবে। এজন্য মাঠের মাঝখানে একটি মুক্তমঞ্চ বানানো হবে। মঞ্চের চারদিকে শ্রমিকরা বসবেন। তবে শ্রমিকদের ঢোকার আগে রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতি চা বাগান থেকে প্রায় ১০০ জন করে শ্রমিককে মাঠে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে। মূল মুক্তমঞ্চের আশপাশে অভিষেক এবং শ্রমিক ছাড়া কোনও নেতা প্রবেশ করতে পারবেন না বলেই এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে।

এই কর্মসূচির জন্য আগে জয়ন্তী চা বাগানের মাঠ দেখা হয়েছিল। তবে এদিন সিদ্ধান্ত বদল হয়। কারণ বলতে, ওই মাঠটি জেলার একটি প্রান্তে রয়েছে। যেখানে বীরপাড়া, কালচিনি, ফালাকাটার তৃণমূল কর্মীদের যাতায়াত ছিল কষ্টের। আবার কর্মসূচির স্থলে ঢোকার রাস্তাটিও সংকীর্ণ। সেখানে মাঠ থেকে হেলিপ্যাড প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে।

- জেলার একটি প্রান্তে হওয়ার পাশাপাশি মাঠে ঢোকার রাস্তাটি সংকীর্ণ
- অভিষেকের কর্মসূচি তাই জয়ন্তী চা বাগানে নয়, মাঝেরডাবরির আউট ডিভিশনের মাঠে হবে
- বুধবার ডাঙ্গাপাড়া মাঠে হেলিপ্যাড তৈরির কাজ শুরু

আবাসিক শিবিরে ঘাম ঝরাচ্ছে খুদে অ্যাথলিটরা

বেলাকোবা, ৩১ ডিসেম্বর : ক্যালেন্ডারের পাতায় শেষ দিন, কিন্তু বিশ্রামের ফুরসত নেই। সামনেই জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। আর সেই লক্ষ্যেই এখন শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে রাজগঞ্জ সার্কেলের খুদে পড়ুয়াদের। আগামী ৩ ও ৪ জানুয়ারি ময়নাগুড়ি হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই মেগা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর। রাজগঞ্জের নাম উজ্জ্বল করতে বেলাকোবা সিএস টু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলছে নিবিড় আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবির।

রাজগঞ্জ ব্লকের চারটি অঞ্চলের ২১টি স্কুল থেকে মোট ৩০ জন প্রতিযোগী এবার জেলা স্তরের লড়াইয়ে নামছে। এদের মধ্যে ১৬ জন বালিকা এবং ১৪ জন বালক। বিনয় রায় ও আবির মিত্রের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে দিনরাত এক করে চলছে অনুশীলন। খুদেদের প্রতিভা ঘষামাজা করতে ময়দানে নেমেছেন এক ঝাঁক অভিজ্ঞ শিক্ষক। অশোক দাস, আবির মিত্র, রাজাকুল ইসলাম এবং প্রশিক্ষক নিরঞ্জন রায়ের কড়া নজরদারিতে চলছে হাইজাম্প থেকে যোগাসন— সবকিছুর অনুশীলন। ২৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এই শিবির। তাতে পড়ুয়াদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো।

এবারের শিবিরে আকর্ষণের কেন্দ্রে রয়েছে খুদে প্রতিযোগী পারমিতা রায়। মালিভিটা জেবি বিদ্যালয়ের প্রাকপ্রাথমিক শ্রেণির এই ৬ বছর বয়সি প্রতিযোগী গার্লস 'এ' গ্রুপের যোগা ইভেন্টে অংশ নেবে। অন্যদিকে, সবথেকে বেশি বয়সের প্রতিযোগী হিসেবে মাঠে নামবে ললিতাবাড়ি জেবি বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া নিখিল ওরাওঁ (১০)। বয়েজ 'সি' হাইজাম্পে সে পদক প্রত্যাশী। ক্যাম্পে থাকা নিখিল ওরাওঁ, রেশমি ওরাওঁরা জানায়, এই আবাসিক শিবিরের ফলে তাদের খুব উপকার হয়েছে।

অঙ্কন প্রতিযোগিতা

বেলাকোবা, ৩১ ডিসেম্বর : বুধবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে বেলাকোবা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে সর্বশিক্ষা মিশন, জলপাইগুড়ির সহযোগিতায় অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সৌজন্যে ছিল রাজগঞ্জ সিএলআরসি, পরিচালনায় রাজগঞ্জ এমএন হাইস্কুল ও বেলাকোবা গার্লস হাইস্কুল। এদিন বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চারা অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ছড়া আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে।

উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ সিএলআরসি'র অন্তর্গত স্পেশাল এডুকেটর অনন্য চট্টোপাধ্যায় এবং দীপক বর্মন। ৩০ জন প্রতিযোগী সহ তাদের অভিভাবকদের জন্য টিফিন ও দুপুরে আহারের ব্যবস্থাও করা হয়।

পাথুরে জমিতে মাথা কুটতেন কৃষকরা

মানুষের মতোই জনপদেরও নাম থাকে, আর সেই নামের গভীরে মিশে থাকে তার জন্মবৃত্তান্ত। কোনও এক প্রাচীন বটগাছ, কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কিংবা হয়তো সাধারণ মানুষের অসাধারণ গল্প থেকেই নাম পেয়েছে আপনার বসতিটি। সেই শেকড়কে চেনার ও নতুন করে জানানোর প্রচেষ্টায় আমরা ফিরছি ইতিহাসের পাতায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদের নতুন বিভাগ- 'কী নামে ডেকে'।

কী নামে ডেকে

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ৩১ ডিসেম্বর : 'আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে, বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।'

গ্রামের পরিবেশ, জীবনছবি, সবই আমাদের প্রাণের আত্মীয় হয়ে ওঠে সময়সাপেক্ষে। গ্রামের বা সেই অঞ্চলটির নামকরণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা জানা অজানা কাহিনী, জনশ্রুতি। এরকমই একটি অন্যরকম নামের এলাকা হায়হায়পাথার। জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরে মাল ব্লকে তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত এই গ্রামটির নামকরণের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এর ভৌগোলিক অবস্থান।

হিমালয় উত্থানের তৃতীয় পর্ব শিবালিক পর্বতশ্রেণি। এই পর্বতশ্রেণিরই অংশ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চল। আর তার পাদদেশে অবস্থিত এই তরাই এবং ডুয়ার্স সমভূমি। তিস্তার পূর্ব পাড়ে মধ্য ডুয়ার্সের হায়হায়পাথারে এখন বাগিচা কৃষি হিসেবে চা প্রাধান্য পেলেও অতীতে যখন প্রথমবার এখানে জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করে তখন সাধারণ মানুষের একমাত্র কৃষিজ ফসল হিসেবে ধান চাষ হয়ে থাকত। কিন্তু এই অঞ্চলের জমিতে অতিরিক্ত পাথর থাকার ফলে এখানে সঠিকভাবে চাষবাস করা যেত না।

জমিতে চাষ করা দুষ্কর হওয়ার ফলে স্থানীয় রাজবংশী সমাজের বাসিন্দাদের মুখে আক্ষেপের সুর শোনা যেত 'হায় হায় পাথর' বলে। পাথর অর্থাৎ প্রস্তর, পরবর্তীতে এই 'পাথর' শব্দটি ক্রমশ পরিবর্তনের ফলে 'পাথার' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কথা হচ্ছিল ৬৬ বছর বয়সি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ওয়ারেসুল আম্বিয়ার সঙ্গে। তিনিই বললেন, 'বাবা-ঠাকুরদাদার থেকে শুনেছি এখানে নাকি আগে বড় বড় পাথুরে টিলা ছিল। সেই সময় বাসিন্দারা বলতেন হাই হাই পাথর অর্থাৎ উঁচু উঁচু পাথর। পরবর্তীকালে স্থানীয়রা টিলাগুলো কেটে সমতল ভূমিতে পরিণত করে।'

এলাকাটির পূর্ব প্রান্তে বয়ে চলেছে মধ্য ডুয়ার্সের অন্যতম খরস্রোতা নদী নেওড়া। প্রতিবছর বর্ষাকালে বয়ে আনা সমস্ত পাথর নেওড়া নদী তার এই মধ্যগতিতে সঞ্চয় করে থাকে। ফলে নেওড়া নদীর প্রান্তদেশীয় এই হায়হায়পাথার অঞ্চলটি ক্রমশ পাথুরে জমিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

পশ্চিম হায়হায়পাথারের বাসিন্দা বর্ষীয়ান আবুল কালাম আজাদ। এমন এমন নামকরণের হওয়ার পেছনে তিনিও চাষাবাদের সমস্যার কথা জানালেন। তাঁর কথায়, 'একসময় এলাকাটিতে প্রচুর পাথর দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। কৃষকরা চাষাবাদ করতে পারতেন না। জমির এই অবস্থা দেখে কৃষকরা হায় হায় করে উঠতেন। সময়ের কালস্রোতে পাথর হয়ে উঠল পাথার।'

একসময়ের পাথুরে জমি পরবর্তীকালে চা চাষে জনপ্রিয়তা পায়। অঞ্চলটি হয়ে ওঠে ডুয়ার্সের অন্যতম প্রধান চা বাগিচা কেন্দ্র।

সংসার সামলানো সেই পরিচিত সদাহাস্য মুখটি একদিন রাজনীতির আঙিনায় পা রেখেছিলেন। পরিস্থিতির চাপে আদতে পর্দার আড়ালেই থেকে গেলেন। রাজনীতির গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া সেইসব নারীর কথা তুলে ধরতেই আমাদের নতুন বিভাগ - 'নামেই নেত্রী'।

নামেই নেত্রী

চেয়ারে আছেন, সিদ্ধান্তে নেই

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৩১ ডিসেম্বর : 'সিংহাসন' আলোকিত করে বসে রয়েছেন একজন। অথচ, আড়ালে 'রাজপাট' চালাচ্ছেন আরেকজন। বকলমে সেই ব্যক্তি ক্ষমতার সর্বেসর্বা। এমনই 'নামেই নেত্রী' হয়ে বসে রয়েছেন মাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমীলা মাতব্বর! কারণ, তিনি সভাপতি হলেও প্রকৃত ক্ষমতা সহ সভাপতির হাতেই, এমন অভিযোগ উঠে আসছে মাঝেমধ্যেই। তেমনই অভিযোগকে কেন্দ্র করে এবার চর্চায় জলপাইগুড়ি জেলার মাল পঞ্চায়েত সমিতি। এতে এলাকাজুড়ে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রমীলা মাতব্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অন্যদিকে রাঙ্গামাটি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সুশীলকুমার প্রসাদ সহ সভাপতির পদে আসীন হন। সেই সময় সুশীলকুমার প্রসাদ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ছিলেন এবং ব্লক স্তরে দলের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তবে দলের 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতির কারণে তাঁকে সভাপতির পরিবর্তে সহ সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। অভিযোগ, এরপর থেকে পঞ্চায়েত সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও কাজকর্মে সভাপতির ভূমিকা সীমিত হয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহ সভাপতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন তিনি। এ নিয়ে গুঞ্জন গ্রামেই। স্থানীয় বাসিন্দা বিরাট সিং ও বলকুমার দাস বলেন, 'আমাদের সরাসরি পঞ্চায়েত সমিতিতে কাজ না থাকলেও পঞ্চায়েতে কোনও বিষয় জানাতে গেলে প্রায়ই শুনতে পাই- কাজ পঞ্চায়েত সমিতিতে আটকে আছে।' এ বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সিপিএম সদস্য সুশীল রায় বলেন, 'এটা শুধু মালবাজারে নয়, সর্বত্রই এক চিত্র দেখা যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের দাবি আমরা প্রতিটি মিটিংয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করি।'

যদিও অন্য একাংশের দাবি, সুশীলকুমার প্রসাদের 'বলিষ্ঠ নেতৃত্বে' মাল পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্ম এগিয়ে চলছে। তাঁদের মতে, তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া মানে তাঁর অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্বকে সম্মান জানানো। এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা। তিনি বলেন, 'যাঁর মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতির ফান্ডিং আসে, গুরুত্বটা তাঁরই। বাকিরা কার্যত ল্যাম্পপোস্ট। এটা প্রকৃত গণতন্ত্র হতে পারে না।'

১৯৭৮ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাল পঞ্চায়েত সমিতি বামফ্রন্টের দখলে থাকলেও সে সময় এই ধরনের অভিযোগ তুলনামূলকভাবে কম ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। ২০১৬ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। প্রমীলা মাতব্বরের আগে কৌশল্যা রায় সভাপতির দায়িত্বে থাকাকালীনও একই অভিযোগ সামনে আসে। সেই সময় পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা বর্তমান তৃণমূলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপের সিদ্ধান্তই বেশি গুরুত্ব পেত বলে অভিযোগ উঠেছিল।

যদিও সব অভিযোগ নস্যাৎ করে মাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমীলা মাতব্বর বলেন, 'এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। একজন অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া অন্যায় নয়। সকলে মিলেই আলোচনা করে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।'

সহ-সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ বলেন, 'দলের একজন সিনিয়র নেতৃত্ব হিসেবে আমার সঙ্গে সকলে আলোচনা করেন। আমিও আমার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরামর্শ দেই। কিন্তু সকলে একত্রিতভাবে আলোচনা করেই কাজ করি।'

মাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমীলা মাতব্বর। -সুশান্ত ঘোষ

> এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। একজন অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া অন্যায় নয়। সকলে মিলেই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।
>
> -প্রমীলা মাতব্বর
> সভাপতি,
> মাল পঞ্চায়েত সমিতি

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

যুদ্ধ।। হলদিবাড়ি শহরের অরবিন্দ কলোনিতে ছবিটি তুলেছেন অপু দেবনাথ।

আম্রুতের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না সৈকত

আরও ৪৫ দিন 'চাতক' শহর

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : পেরিয়ে গেল আরও একটা গোটা বছর। আম্রুত প্রকল্পের পানীয় জল থেকে শতহস্ত দূরেই থাকলেন জলপাইগুড়ি পুরসভার বাসিন্দারা। কথা ছিল, বছরের শেষ দিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরসভার প্রতিটি বাড়িতে ওই প্রকল্পের জল পৌঁছে যাবে। কিন্তু বারবার ঘোষণা করা সত্ত্বেও সেই প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে পারলেন না জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, আম্রুত প্রকল্পের পানীয় জল পেতে আরও ৪৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে শহরবাসীকে। বুধবার বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হল না। পরিবর্তে আম্রুত প্রকল্পের জন্য নবনির্মিত ট্যাংকে যে পরিশোধনকেন্দ্র থেকে জল পৌঁছেছে, তার প্রমাণ দিতে ভালভ খুলে দেখালেন চেয়ারম্যান।

কিন্তু কেন জল পৌঁছে দেওয়া গেল না? চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, জলের ট্যাংকগুলো এবং মাটির নীচের পাইপ দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত। সেগুলো পরিষ্কারের প্রয়োজন। আর ট্যাংক ও পাইপ পরিষ্কার করতে আরও ৪৫ দিন সময় লাগবে। সৈকত বলেন, 'ট্যাংক ও পাইপলাইন পরিষ্কার না করে আমরা মানুষের বাড়িতে জল পৌঁছে দিতে পারি না। কেউ যদি ভুলবশত ওই নোংরা জল খেয়ে ফেলেন, সেক্ষেত্রে বিপদ হতে পারে। ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে মানুষ জল পাবেন না। আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে মানুষকে আম্রুতের জল খেতে পরামর্শ দেব। সেইমতো বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়া হবে।'

এদিন রায়কতপাড়া সহ শহরের ওল্ড পুলিশ লাইন এবং মাষকালাইবাড়ি নতুন ট্যাংকের ভালভ খুলে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেনপাড়ার বাসিন্দা গোবিন্দ সরকার আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আবারও প্রতিশ্রুতি ফেল। ভেবেছিলাম আজ থেকে বাড়িতে জল পাব। যদি জল না-ই পৌঁছায়, তাহলে বারেবারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাভ কী?' এদিকে, চেয়ারম্যানের প্রতিশ্রুতিকে ভোটের চমক বলে দাবি বিরোধীদের। পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলার অম্লান মুন্সী বলেন, 'ভোট বড় বালাই। আম্রুত জলপ্রকল্প নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানের প্রতিশ্রুতি কেবলমাত্র ভোটের চমক। মানুষ সব দেখছেন, সব বুঝতে পারছেন। যেখানে এখনও পাইপ পাতার কাজ শেষ হয়নি, সেখানে বাড়ির কল দিয়ে কীভাবে জল পড়বে?'

বছরের পর বছর, কেবল প্রতিশ্রুতিই শুনেছেন পুরসভার বাসিন্দারা। ২০১৯ সালে শুরু হওয়া আম্রুত প্রকল্পের জল পেতে ছয়টি দীর্ঘ বছর পেরিয়ে গেল। চলতি বছর জুন মাসে তিস্তার জল উত্তোলনকেন্দ্র থেকে পরিশোধনাগারে জল পাঠানোর ট্রায়াল রান শুরু হলে সৈকত স্পষ্ট বলেন, ডিসেম্বরের মধ্যেই বাড়িতে জল পৌঁছে যাবে। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আম্রুত জলপ্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ১৪ নভেম্বর সৈকত চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ফের জল পাওয়ার বিষয়ে সবুজ সংকেত দেন।

তবে, প্রশ্ন উঠেছে কীভাবে পৌঁছাবে জল? কারণ এখনও পুরসভার বহু ওয়ার্ডে বাড়িতে পাইপলাইনের সংযোগের কাজই শেষ হয়নি। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি পাইপ সংযোগের কাজ ৮০ শতাংশ বাকি। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ২০০ বাড়িতেও পাইপলাইন সংযোগ দেওয়া হয়নি। এইরকম বিক্ষিপ্তভাবে বেশকিছু ওয়ার্ডে কাজ বাকি। জল পরিশোধনকেন্দ্র থেকে মাদ্রাসা মাঠ, আদরপাড়া, পান্ডাপাড়া, ক্লাব রোডে থাকা নতুন জলের ট্যাংকে পাইপ যুক্ত করার কাজও সম্পন্ন হয়নি।

রায়কতপাড়া ট্যাংকের ভালভ খুলে দেখাচ্ছেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়। বুধবার।

> ট্যাংক ও পাইপলাইন পরিষ্কার না করে আমরা মানুষের বাড়িতে জল পৌঁছে দিতে পারি না। ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে মানুষ জল পাবেন না।
>
> -সৈকত চট্টোপাধ্যায়
> চেয়ারম্যান,
> জলপাইগুড়ি পুরসভা

শুনানি নিয়ে ভোগান্তি অব্যাহত

মেয়ের পরিচয় দিতে বৃদ্ধার ১২০ কিমি পাড়ি

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৩১ ডিসেম্বর : নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে ৬১ বছরের মেয়ের পরিচয় প্রমাণ করতে সাক্ষী হিসেবে এসআইআরের শুনানিতে আসতে হল ৯০ বছরের বৃদ্ধা মাকে। শরীরের ভার সইছে না, ঠিকমতো হাঁটতেও পারেন না। তবুও মেয়ের নাগরিকত্ব প্রমাণে আর ভোটাধিকার রক্ষায় প্রায় ১২০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আলিপুরদুয়ারের কামাখ্যাগুড়ি থেকে মালবাজারে হাজির হলেন সেই বৃদ্ধা। মঙ্গলবার মালবাজার বিডিও অফিসের এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত অনেকেরই চোখ ভিজে ওঠে।

ঘটনাটি কী? মালবাজার শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজিয়া বেগম। কাজের সূত্রে বেশ কিছু সময় দিল্লিতে ছিলেন তিনি। সেখানেই তাঁর নাম ভোটার তালিকায় ওঠে। এর ফলে মালবাজারের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়ে যায়। বর্তমানে তিনি মালবাজারে ফিরে ভোটার তালিকায় নাম তোলার আবেদন করেছেন। কিন্তু পুরোনো নথির অভাবে তাঁকে শুনানির জন্য ডাকা হয়।

নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে রাজিয়া বেগমের প্রয়োজন ছিল একজন নির্ভরযোগ্য 'সাক্ষী'র। সেই কারণেই কামাখ্যাগুড়ি থেকে তাঁর ৯০ বছরের বৃদ্ধা মাকে নিয়ে আসতে হয়। শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করেই মা এসে বিডিও অফিসে প্রমাণ দেন, রাজিয়া বেগম তাঁরই কন্যা।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলার অজয় লোহার বলেন, 'জন্ম নথি না থাকায় ৬১ বছরের এক মহিলাকে শুনানিতে ডেকে ৯০ বছরের মাকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসতে বলা হয়েছে, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।' একই সুর মাল টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পুলিন গোলদারের গলাতেও। তিনি বলেন, 'বিষয়টি বিডিওকে জানানো হয়েছে। আমরা দাবি জানিয়েছি, বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম মানুষদের জন্য যেন বাড়িতে গিয়ে শুনানির ব্যবস্থা করা হয়। প্রশাসন আমাদের আশ্বস্ত করেছে।'

এদিকে বিডিও অফিস সূত্রে খবর, শুনানি নিয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যেসব ভোটার বয়স্ক বা শারীরিকভাবে অক্ষম, তাঁদের ক্ষেত্রে বিএলও-রা বাড়িতে গিয়েই শুনানির প্রক্রিয়া শেষ করবেন।

দিনহাটায় বারবার রাস্তা হারালেন দৃষ্টিহীন দম্পতি

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩১ ডিসেম্বর : শুনানির পঞ্চম দিনেও দুর্ভোগের ছবিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন চোখে পড়েনি। বুধবার দিনহাটা-১ ব্লকের বিডিও অফিসে এসআইআর শুনানির পঞ্চম দিনে সেই একই চিত্রই ধরা পড়েছে। এদিন এক দৃষ্টিহীন দম্পতি শুনানিকেন্দ্রে উপস্থিত হন। এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। বারবার বলা হচ্ছে দৃষ্টিহীন, বিশেষভাবে সক্ষম কিংবা শারীরিকভাবে অসুস্থদের বাড়ি গিয়ে শুনানি করা হবে। সেখানে তারপরেও কেন বারবার বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের শুনানিকেন্দ্রে আসতে হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিএলও শাহানুর আলম জানান, প্রথমে তাঁদের কাছে এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও নির্দেশিকা ছিল না। সে কারণেই প্রথমে ওই দম্পতিকে বিডিও অফিসে যেতে বলা হয়েছিল। বিএলও বলেন, 'তবে কয়েকদিন আগে বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা পাওয়ার পরই ওই দৃষ্টিহীন দম্পতিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে তাঁদের আর শুনানিকেন্দ্রে আসতে হবে না। তাঁদের বাড়ি গিয়েই শুনানি করা হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু আবেগের বশবর্তী হয়েই এদিন তাঁরা শুনানিকেন্দ্রে চলে যান।'

পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা বাবলু রায় ও তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী রায় এদিন শুনানিকেন্দ্রে এসেছিলেন। দুজনেই সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিহীন। একে অপরই তাঁদের একমাত্র ভরসা। ট্রেন ও বাসে ভিক্ষাবৃত্তি করেই দুজনেই জীবিকানির্বাহ করেন। শুনানিকেন্দ্রে বাবলুকে লাঠি হাতে দেখা গেল। রাস্তায় সেই লাঠি ঠুকে ঠুকে তিনি দিকনির্ণয় করছিলেন। স্বামীর কাঁধে হাত রেখে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে পথ চলতে দেখা যায়। বিডিও অফিসের গেটে ঢোকার পর কোথায় শুনানিকেন্দ্র, তা তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শেষপর্যন্ত কয়েকজন সহৃদয় মানুষ এগিয়ে এসে তাঁদের সাহায্য করেন। তাঁদের সহায়তায় ওই দম্পতি শুনানিকেন্দ্রের খোঁজ পান। তবে শুনানিকেন্দ্রে পৌঁছাতে গিয়েও তাঁদের একাধিকবার পথ হারাতে হয়। শেষপর্যন্ত অনেক কষ্টে তাঁরা শুনানিকেন্দ্রে পৌঁছান। এদিন দৃষ্টিহীন দম্পতির শুনানিকেন্দ্রে উপস্থিতি নিয়ে সেখানে উপস্থিত অনেকেই প্রশ্ন তোলেন।

দৃষ্টিহীন বাবলু রায় বললেন, 'বিএলও আসতে বলেছিলেন বলেই আমরা এদিন এখানে এসেছি।' তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী জানালেন, তাঁরা দুজনেই চোখে দেখতে পান না। যদিও তাঁর নামে কোনও শুনানির নোটিশ আসেনি। তাঁর স্বামীর নামেই শুনানির নোটিশ এসেছে। তবে দুজনেই একে অপরের উপর নির্ভর করে চলাফেরা করেন বলে স্বামীর সঙ্গে তাঁকে আসতে হয়েছে। বাবলু জানান, ছোটবেলাতেই তাঁর বাবা-মা দুজনেই মারা যান। সে কারণে বাবা-মায়ের নাম না থাকায় বোনের নাম লিংক হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। এই কারণেই তাঁকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে।

এদিন শুধু এই দৃষ্টিহীন দম্পতিই নন, একাধিক বয়স্ক নাগরিককেও শুনানিকেন্দ্রে উপস্থিত হতে দেখা গিয়েছে। এই ঘটনায় বিএলও ও ভোটারদের মধ্যে যোগাযোগের ঘাটতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দূরত্বের কারণেই এমন হয়রানির অভিযোগ বারবার সামনে আসছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাড়ানো হচ্ছে ট্রান্সফর্মার

ধূপগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বিদ্যুতের পরিষেবা উন্নত করতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় নতুন করে ট্রান্সফর্মারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন মেলার পর শহরের রাস্তায় ডিভাইডারের ওপর খুঁটি বসানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ডিভিশনাল ম্যানেজার অরণ্য রায়ের কথায়, 'শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার আওতায় খুঁটি বসানোর কাজ করা হয়েছে। এরপরই পরবর্তী ধাপে বাকি কাজ সম্পন্ন করা হবে।'

কাজের সূচনা

চালসা, ৩১ ডিসেম্বর : অবশেষে মাটিয়ালি ব্লকের দক্ষিণ ধূপঝোরা ভবেশ্বরপাড়া এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি পূর্ণ হল। বুধবার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বেহাল রাস্তার কাজের সূচনা হল। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের আর্থিক তহবিলে এলাকার এই কংক্রিটের রাস্তার কাজ করা হবে।

ছোট্ট তারা

ধূপগুড়ির আলতাগ্রামের বাসিন্দা তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র অনীশ রায় তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় জাতীয় স্তরে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

গাছে কোপ

বেলাকোবা, ৩১ ডিসেম্বর : পূর্ত দপ্তরের জায়গায় অনুমতি ছাড়াই দিনদুপুরে একটি বড় মাপের গাছ কাটার অভিযোগ। অভিযোগ পেয়ে পৌঁছায় বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা এবং জলপাইগুড়ি কোতুয়ালি থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে গাছ কাটার সরঞ্জাম এবং কাটা গাছের কাঠ বাজেয়াপ্ত করেছেন বনকর্মীরা। বুধবার জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা অঞ্চলের দশদরগায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

রাজ্য সড়কের পাশে পূর্ত দপ্তরের জায়গায় বেলাকোবা-দশদরগা মোড়ে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানের পাশে একটি বড় মাপের ইউক্যালিপ্টাস গাছ ছিল। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মজিউদ্দিন আলি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'বিনা অনুমতিতে এরা এই গাছ কেটেছে। না প্রশাসন, না পঞ্চায়েত অফিস কোথাও অনুমতি নেয়নি।'

এদিকে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সেই দোকানের মালিক তনুশ্রী দাসের স্বপক্ষে যুক্তি, 'এই গাছটি বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। এর আগেও আমাদের বাড়ি সহ দোকানের সীমানায় গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামনেই বাড়িতে কালীপুজোয় প্রচুর মানুষের সমাগম হবে। নিজেদের এবং পথচলতি মানুষের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই শুধু গাছের উপরের দিকে কিছু অংশ কেটেছি।'

বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার এই বিষয়ে বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে এখানে আসা হয়। একাধিক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্লাস্টিক নির্মূলে

জলপাইগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়িকে প্লাস্টিকমুক্ত করতে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে জেলা প্রশাসন। সে পিকনিক স্পটে প্লাস্টিক ব্যবহারে ফাইন হোক বা শহরের বাজারে গিয়ে প্লাস্টিক নিয়ে অভিযান। এবার প্লাস্টিক ব্যবহার কমাতে এবং দূষণমুক্ত সমাজ গড়তে জেলার বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের হাতিয়ার করতে চলেছে জেলা প্রশাসন। বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, আগামী ৫-৭ জানুয়ারি জেলার সমস্ত বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। যেখানে প্রত্যেক বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীকে প্লাস্টিক সংগ্রহ করে অংশ নিতে হবে। প্রতিযোগিতার শেষ দিন দেখা হবে কোনও শিক্ষার্থী মোট কত প্লাস্টিক সংগ্রহ করেছে। একইভাবে স্কুলের ক্ষেত্রেও দেখা হবে একটি স্কুল কত কেজি প্লাস্টিক সংগ্রহ করেছে। ওজনের বিচারে যারা সেরা হবে তাদের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নির্বাচন করা হবে। জেলা শাসক শামা পারভিন বলছেন, 'প্লাস্টিকমুক্ত জেলা গঠনে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

জল আনতে আর যেতে হয় না নদীতে

অভিযোগের ধূসর আকাশে আলোর রেখা খুঁজব আমরা। কোথাও স্বনির্ভরতার জেদ, কোথাও বা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বদলে যাওয়া জনপদ- এই সাফল্যের কারিগরদের কথাই এবার পৌঁছে দেব পাঠকদের কাছে। অভাবের ঊর্ধ্বে উঠে গ্রামবাংলার যে হাসিমুখগুলো আগামীর স্বপ্নে বুঁদ, তাঁদের কথা বলতেই আমাদের নতুন বিভাগ - 'হাসছে গ্রাম'।

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ৩১ ডিসেম্বর : এক কিমি দূরের কুয়ো থেকে জল আনতে গিয়ে কত দিন স্কুলে যেতে পারিনি, বাসন মাজা থেকে কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে বাড়ির পাশের ডোবার জল ব্যবহার করতে হয়েছে। মায়ের সঙ্গে প্রতিদিন সকালে ছুটতাম পানীয় জল আনতে। সেই জল যে কতটুকু পরিস্রুত ছিল জানি না! তবে এখন বাড়ির কাছে পৌঁছেছে নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জল। তাই আর জল আনতে ছুটতে হয় না। মিস হয় না আমার কলেজের ক্লাস। ভীষণ খুশি আমরা।

পানীয় জলের তীব্র সংকটের কথা বলতে গিয়ে সেকাল আর একালের গল্প তুলে ধরলেন উত্তর ডাঙ্গাপাড়ার অষ্টাদশী আশিকা ওরাওঁ। তাঁর কথায়, চোখের সামনে বদলেছে এলাকার পরিস্থিতি। পানীয় জলের জন্য হাহাকার নেই বললেই চলে।

একইরকম গল্প শোনা গেল গয়েরকাটা চা বাগানের রাজেশ ওরাওঁয়ের গলায়, 'একটা সময় সকালে উঠে সাইকেলে চেপে গয়েরকাটা বাজারে জল আনতে ছুটতাম। সেখানে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে কখনও জল পেতাম, কখনও খালি হাতে ফিরতে হত। ভোগান্তি এড়াতে অনেকেই আংরাভাসা নদীর জলই পানীয় হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। গ্রীষ্মে জলসংকট চরম হত। পাশাপাশি জলে আয়রন থাকায় রোগ ছিল নিত্যসঙ্গী। তবে পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থায় হাসি ফুটেছে বাগানবাসীর।

ঘরে ঘরে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছানো কর্মসূচিতে জলপাইগুড়ি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে পথ দেখাতে পারে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকার মানুষ পাচ্ছেন পরিস্রুত পানীয় জলের সুবিধা। ঘরে ঘরে জলের সংযোগের কাজ শেষ হতে আরও কয়েকমাস সময় লাগবে।

বানারহাট ব্লকের অন্তর্গত এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬টি রাজস্ব গ্রাম ও একটি চা বাগান রয়েছে। গয়েরকাটা বাজার এলাকায় বহু পুরোনো একটি পিএইচই-র পাশাপাশি জনসাধারণকে পানীয় জল পৌঁছে দিতে গয়েরকাটা চা বাগান, প্রধানপাড়া ও উত্তর ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় নতুন করে ৩টি পিএইচই রিজার্ভার ও ৩টি সাব-রিজার্ভার নির্মাণ করে ৫টি গ্রামে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি রয়েছে তেলিপাড়া এলাকা। মাদারিহাট উপনির্বাচনে তেলিপাড়ার মানুষের দাবি মেনে সেখানেও একটি পিএইচই রিজার্ভার নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সেই কাজও অনেকটা এগিয়েছে। সেই রিজার্ভার নির্মাণ হলে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ১০০ শতাংশ মানুষ পরিস্রুত পানীয় জলের সুবিধা পাবেন।

এ প্রসঙ্গে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও প্রতিটি ঘরে সংযোগ দিতে কয়েকমাস সময় লাগবে।'

বছর পাঁচেক আগেও এই গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জলের তীব্র সংকট ছিল। উত্তর ডাঙ্গাপাড়া, দক্ষিণ সাঁকোয়াঝোরা ও গয়েরকাটা চা বাগানের বেশকিছু প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের পানীয় জলের জন্য পুকুর, নদী কিংবা নালার জলের ওপর নির্ভর করতে হত।

উত্তর ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ রায় বলেন, 'একটা সময় এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট ছিল। মানুষের সেই দুর্দশা ঘুচেছে।'

তবে পিএইচই রিজার্ভার বসলেও ঘরে ঘরে জল পৌঁছানোর উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা কৌশিক নন্দী।

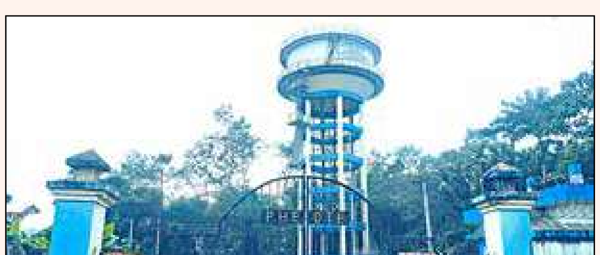

ডাঙাপাড়ার দক্ষিণ সাঁকোয়াঝোরায় জলপ্রকল্প। -সংবাদচিত্র

হাসছে গ্রাম

আমরা সকলে মিলে মজা করছি। কিন্তু লিমিট ক্রস করছি না। নিয়ম আমরাও জানি।

অঙ্কন ঘোষ *বাসিন্দা, জলপাইগুড়ি*

জলপাইগুড়িতে বর্ষবরণের মুহূর্তে। -মানসী দেব সরকার

শীত একটু কমেছে। সন্ধ্যায় বাজারে বেরিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান দেখে ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে।

রূপা দত্ত *বাসিন্দা, ধূপগুড়ি*

আলোর রোশনাইয়ে স্বাগত নতুন বছর

বর্ষবিদায়ের রাত...

ধূপগুড়িতে ডাকবাংলো ময়দানে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। (মাঝে) তিস্তার স্পারে পিকনিকে উৎসাহীরা। (ডানে) জমিয়ে খাওয়াদাওয়া ময়নাগুড়িতে। বছরের শেষ দিনের বিভিন্ন মুহূর্ত শুভাশিস বসাক, মানসী দেব সরকার এবং বাণীব্রত চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

৩১ ডিসেম্বর : নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে জলপাইগুড়ি জেলার চার শহরের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। প্রায় সব শহরই আলোয় সেজে উঠেছে। বাদ যায়নি বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ। বর্ষবিদায়ের রাতে কেউ কেউ ব্যস্ত পিকনিকের আয়োজনে, কেউ বা নতুন বছরে পুজো দিয়ে দিন শুরু করতে চান, যার প্রস্তুতি তাঁরা সেরে রাখছেন বর্ষবিদায়ের রাতেই।

কেউ বা হ্যাপি নিউ ইয়ার গ্লোয়িং স্টিকার আর বেলুনে সাজিয়ে তুলছেন বাড়ি। অন্যদিকে, যে কোনও পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা এড়াতে জেলা পুলিশের প্রস্তুতিও তুঙ্গে।

এদিন পুরসভার তরফে প্রাক নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন উপলক্ষ্যে মাদ্রাসা ময়দানে আতশবাজি পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় বাজি প্রদর্শনী উৎসব। বিভিন্ন বিলাসবহুল হোটেলে চলেছে থার্টি ফাস্ট নাইটের জমকালো সেলিব্রেশন। এছাড়া বেসরকারি ট্রেড ফেয়ারে কাটা হয় ১৫৬ পাউন্ডের কেক।

শুধু নতুন বছরকে স্বাগত জানানো নয়, জলপাইগুড়ির জন্মদিন উপলক্ষ্যেও রাত বারোটায় কেক কাটারও ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া রাতে বিভিন্ন জায়গায় পিকনিকের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্লাবে গেট টুগেদারেরও ব্যবস্থা করা হয়।

এদিন রাত পৌনে বারোটা থেকেই চারদিক থেকে শোনা যায় শব্দবাজির আওয়াজ। সেটা বিকট না হলেও আওয়াজ ছিল যথেষ্টই। সাউন্ড সিস্টেম বাজলেও তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়নি। বিক্ষিপ্তভাবে বাজি ফাটতে শোনা গিয়েছে। এদিন রাতেও বাজারে ক্রেতাদের ভিড় দেখা গিয়েছে। তবে মাত্রাতিরিক্ত আওয়াজ নিয়ে অভিযোগের কোনও খবর মেলেনি। পান্ডাপাড়ায় আয়োজিত এরকমই এক পিকনিকে খানাপিনার মাঝে অঙ্কন ঘোষ বললেন, 'দাদা, আমরা, বন্ধুরা এবং তাদের পরিবারের লোকেরা আনন্দ করছি, মজা করছি। কিন্তু লিমিট ক্রস করছি না। কারণ নিয়ম আমরাও জানি।'

- জলপাইগুড়িতে পুরসভার তরফে বাজি প্রদর্শনী উৎসব
- ময়নাগুড়িতেও সকাল থেকেই বর্ষবরণের প্রস্তুতি
- ধূপগুড়ি ডাকবাংলো ময়দানে এবং বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠান
- মালবাজারে একটি রেস্তোরাঁয় গানের অনুষ্ঠান হলেও উল্লেখযোগ্য কোনও আয়োজন চোখে পড়েনি

অন্যদিকে, ময়নাগুড়িতেও বর্ষবরণের প্রস্তুতি চলছে সকাল থেকেই। সন্ধ্যায় বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনা চোখে পড়েছে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৃহবধূ অনামিকা চৌধুরীর কথায়, 'বৃহস্পতিবার ইংরেজি নববর্ষ। তাই কিছু কেনাকাটা সেরে রাখলাম।' ইংরেজি নববর্ষে প্রতি বছরই ময়নাগুড়ি ময়নামাতা কালীবাড়িতে পুজো দেন ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৃহবধূ শেফালি মজুমদার। তিনিও পুজোর জন্য ফুল ও মিষ্টি কিনে রাখলেন। এখানেও সন্ধের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় পিকনিকের আয়োজন করতে দেখা গিয়েছে।

এদিকে, ধূপগুড়ি ডাকবাংলো ময়দানে এবং বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলের মাঠে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। রাত ১২টা বাজতেই আকাশচুম্বী আতশবাজি, আলোর ঝলকানিপূর্ণ বাজি ফাটিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও দুর্ঘটনা রোধে বাড়তি পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। বাজারের কিছু কাজ মিটিয়ে রাতে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান পালন করে একবারেই বাড়ি ফিরবেন বলে জানান বাসিন্দা রূপা দত্ত। তাঁর কথায়, 'শীত একটু কমেছে। তাই সন্ধ্যায় বাজারে বেরিয়ে একবারে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান দেখে বাড়ির ফেরার পরিকল্পনা নিয়েই বের হয়েছি।'

তবে বছর শেষের দিনটি মাল শহর ছিল সাদামাঠা ও নিত্যদিনের মতোই। রাতে একটি রেস্তোরাঁয় গানের অনুষ্ঠান থাকলেও বর্ষবরণকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য কোনও আয়োজন চোখে পড়েনি। শহরের কিছু জায়গায় তরুণ প্রজন্ম ছোটখাটো পিকনিকের আয়োজন করলেও, বিগত দিনের মতো গানবাজনা সহ বড় মাপের পিকনিক এখন আর শহরে দেখা যায় না। নবপ্রজন্মের দেবম ভৌমিক ও সৌভিক পোদ্দারদের মতে, বিগত দিনের বর্ষবরণের রাতের সেই উন্মাদনা এখন আর শহরে নেই।

এদিকে, রিসর্ট থেকে রেস্তোরাঁ সর্বত্রই রয়েছে পুলিশের নজরদারি। এছাড়া বেশি জোর দেওয়া হয়েছে জেলার বিভিন্ন জাতীয় এবং রাজ্য সড়কের নাকা চেকিংয়ের ওপর।

তথ্য সহায়তা : অনীক চৌধুরী, শুভাশিস বসাক, বাণীব্রত চক্রবর্তী এবং সুশান্ত ঘোষ

রাজনীতির মোড়কে আড্ডা কোণারকে

স্থান বদলায়, বদলে যায় আড্ডার মানুষ। কিন্তু ইতিহাস রয়ে যায় ইতিহাসের জায়গাতেই। শহরের কোনও গোপন চার দেয়ালের আড়ালে কিংবা নির্জন পথের মোড়ে আজও কি ফিশফিশ করে কথা বলে পুরোনো কোনো সময়? আড্ডার সেইসব রহস্যময় ঠিকানা আর শেকড়ের সন্ধানে আজ থেকে শুরু হচ্ছে নতুন বিভাগ - 'লুকানো ঠিকানায়'

লুকানো ঠিকানায়

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : আড্ডা শব্দটি বাঙালির জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর আড্ডায় গরম চায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক ঝড় উঠবে না এমন ভাবনা অকল্পনীয়। ঠিক যেমন ময়নাগুড়ির কোণারকের মোড়ের বাচ্চু মহম্মদের চায়ের দোকানে আড্ডা। অতীতে এটাই নাকি ছিল ময়নাগুড়ির কফি হাউস। বাম আমলে সিপিএমের নেতা-কর্মীদের আড্ডা জমত। সাফল্য, ব্যর্থতা, সমালোচনা কিংবা পরিকল্পনা সবটাই প্রাধান্য পেত আলোচনায়। পর থেকেই ভিড় বাড়ত। সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হরিহর রায়বসুনিয়ার কথায়, 'সময়ের সঙ্গে সবই বদলে যায়। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিন্তাভাবনাও পালটায়। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং বিতর্কের মধ্য দিয়ে নতুন মেরুকরণ সবটাই হত এই আড্ডাতেই, যেন অলিখিত পার্টি অফিস ছিল। আসলে সেই সময় থেকে যাঁরা এখানে আসতেন আজ তাঁদের অধিকাংশই প্রয়াত হয়েছেন।'

এই চায়ের দোকানের বয়স ৫০ পেরিয়েছে বলে জানালেন বাচ্চু। তাঁর কথায়, আগে সিপিএমের আড্ডাই ছিল। এককথায় পার্টি অফিস বলা যায়। আর এখন তৃণমূলের লোকজনের আড্ডা বসে।

সত্তরোর্ধ্ব ভ্যানরিকশাচালক গোবিন্দ রায়ের কথায়, 'বাম আমলে এখানেই সিপিএমের আড্ডা দেখেছি। আড্ডায়ও পরিবর্তন

ময়নাগুড়ি শহরের কোণারক মোড়ে বাচ্চু মহম্মদের চায়ের দোকান।

রাজ্যে পালাবদলের পর ধীরে ধীরে তৃণমূলিরাই জাঁকিয়ে বসেছে। এখন আর দেখা মেলে না সিপিএমের। তবে তৃণমূলিদের বক্তব্য, আড্ডায় অংশগ্রহণে কোনও বাধানিষেধ নেই। সকলেই আসুন।

ময়নাগুড়ির প্রাণকেন্দ্র ট্রাফিক মোড়ে কোণারক নামে একটি জলযোগের দোকান ছিল। সেই দোকান মালিকের হাত বদল হয়েছে। দোকানটিও আর নেই। পরিবর্তে মাল্টি কমপ্লেক্স বিল্ডিং মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তবে কোণারক নামটা রয়ে গিয়েছে মুখে মুখে। আর আছে বাচ্চুর ছোট্ট চায়ের দোকানের আড্ডা, যা কোণারকের আড্ডা নামেই পরিচিতি লাভ করেছে।

এক চিলতে ফাঁকা জায়গায় বাচ্চুর ছোট্ট চায়ের দোকান। চারদিক খোলা। আড্ডা শুরু হত সেই সকাল থেকে। সিপিএমের তৎকালীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা-কর্মী থেকে জনপ্রতিনিধিরা এখানে মিলিত হতেন। বিকেলের এসেছে। এখন সর্বদাই তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজনের আনাগোনা নজরে আসে।'

আড্ডায় পরিবর্তনের কথা জানালেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারীও। বললেন, 'দেখেছি আগে সিপিএম নেতাদের আড্ডাখানাই ছিল। এখন আর তাঁদের কাউকেই দেখা যায় না। তৃণমূলের লোকজনের আড্ডা বসে। সময় পেলে গিয়ে বসি। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে সকলেই আসতে পারেন। আসলে এটাও একটা পরিবর্তন।' পুরসভা ও শাসকদলে রদবদল, এবারে বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী কে হচ্ছেন, পাড়ায় সমাধান-এর কাজ কত দূর এগোল- সব বিষয় নিয়েই আলোচনা হয় এখানে।

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। আর সেক্ষেত্রে অক্সিজেন জোগাচ্ছে এই আড্ডা। অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে কে হবেন দলের প্রার্থী– সবই জায়গা করে নিয়েছে কোণারকের আড্ডায়।

আধিকারিকদের অঙ্গীকার

নতুন বছরকে ঘিরে অনেকেই 'নিউ ইয়ার রেজোলিউশন' নেন। মানে নতুন বছরে নতুন কিছু করার অঙ্গীকার। একবার ভেবে দেখুন তো, নতুন বছরের শুরুতে যদি জানতে পারেন, স্থানীয় প্রশাসন বা সরকারি দপ্তর পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অথবা পরিষেবা আরও উন্নত করতে অঙ্গীকার নিচ্ছে! ভাবতে অবাক লাগলেও এটা সত্যি। প্রশাসনিক আধিকারিকদের নতুন বছরের নতুন রেজোলিউশন সম্পর্কে খোঁজ নিলেন অনীক চৌধুরী।

পরিবেশে গুরুত্ব

উপভোক্তারা যাতে সঠিক পরিষেবা পান, নতুন বছরে সেদিকেই নজর দেব আমরা। এছাড়া সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের দিকেও আমরা বিশেষ নজর দেব। সবচেয়ে গুরুত্ব পাবে আমাদের জেলার পরিবেশ। দূষণ রোধে যা যা করণীয়, জেলা প্রশাসন সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

শামা পারভিন *জেলা শাসক, জলপাইগুড়ি*

নেশামুক্ত সমাজ

আমাদের প্রথম লক্ষ্য নেশামুক্ত সমাজ গড়া। এছাড়া পথ দুর্ঘটনা রোখার বিষয়টি আমাদের নজরে থাকবে। এর জন্য প্রচার, সচেতনতা এবং অভিযান সমান্তরালভাবে চলবে। পাশাপাশি, পুলিশ যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে, সেরকমভাবেই পরিষেবা দেবে।

ওয়াই রঘুবংশী *জেলা পুলিশ সুপার*

শহরজুড়ে ডিসপ্লে বোর্ড

জলপাইগুড়ি পুরসভার সৌন্দর্যায়নের কথা মাথায় রেখে ঢেলে সাজাতে চাইছি শহরকে। তাই পরিকল্পনা রয়েছে, শহরের ইতিহাস সাধারণ মানুষ থেকে পর্যটকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে শহরজুড়ে ডিসপ্লে বোর্ডের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি রাস্তা, নিকাশিনালা, পথবাতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া হবে। আম্রুত প্রকল্পে পরিস্রুত পানীয় জল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ায় বিশেষ লক্ষ্য থাকবে।

সৈকত চট্টোপাধ্যায় *চেয়ারম্যান জলপাইগুড়ি পুরসভা*

ওয়াটার এটিএম

জেলা পরিষদের তরফে ওয়াটার এটিএমের কাজ শুরু হয়েছে। যা নতুন বছরে বিভিন্ন ব্লকে বসবে। এছাড়া জলপাইগুড়িতে সবুজ ফিরিয়ে আনতে এবং দূষণ রুখতে গাছ লাগানো, প্লাস্টিকের ব্যবহার রোখার মতো বিষয়ে জোর দেব।

কৃষ্ণা রায় বর্মন *সভাধিপতি জেলা পরিষদ*

পাড়ায় পাড়ায়

মালবাজার

নিরঞ্জনঘাটে আবর্জনা

মালবাজার, ৩১ ডিসেম্বর : ২০২২ সালে হড়পার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মাল শহরের নিরঞ্জনঘাটকে নতুন রূপে সাজানো শুরু করে সেচ দপ্তর। নিরঞ্জনঘাট সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাকে দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলা হয়। এরপর থেকেই এই স্থানটি শহরের সাধারণ নাগরিকদের কাছে সকাল ও সন্ধ্যায় হাঁটাহাঁটি ও ব্যায়ামের অন্যতম প্রিয় জায়গা হয়ে ওঠে। পাশাপাশি পুরোহিত সমাজের উদ্যোগে মাঝেমধ্যেই এখানে গঙ্গা আরতির আয়োজন হয়।

কিন্তু আবর্জনা ফেলায় নিরঞ্জনঘাটের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অভিযোগ, ঘাটের সিঁড়ির নীচে গৃহপালিত মৃত পশুর দেহাংশ ফেলা হচ্ছে। এর ফলে মশামাছির উপদ্রব বেড়েছে এবং ঘাটের দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য অনেকটাই নষ্ট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে ঘাটমুখো হওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন। পুরোহিত সমাজের সদস্য

দেবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় এবং রুবাই চক্রবর্তী জানান, এই দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পুজোপাঠ কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে পুরসভার স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ জানান, ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরির কাজ শেষ হতে আর অল্প সময় বাকি। সেটি তৈরি হয়ে গেলে এই ধরনের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে।

তথ্য ও ছবি : সুশান্ত ঘোষ

সংস্কৃতির চর্চা জমে বিশ্বাসবাড়ির ছাদে

ছাদ আজও একরাশ স্মৃতির দলিল। দিনের শেষে ক্লান্তি মেটাতে কিংবা পাহাড় দেখার আকুতি নিয়ে অনেকেই আজও ভিড় জমান বাড়ির ছাদে। এই মানুষগুলোর যাপিত জীবনের না বলা কথাগুলো নিয়েই উত্তরবঙ্গ সংবাদে নতুন বিভাগ- 'ছাদ-ডায়ারি'।

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ৩১ ডিসেম্বর : একসময় পাড়ায় পাড়ায় বসত প্রাণখোলা আড্ডা। প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর সখ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর চড়ুইভাতির ডালি - সব মিলিয়ে পাড়ার জীবন ছিল উৎসবমুখর। সময়ের সঙ্গে সেই ছবি অনেকটাই বদলেছে। পাড়ার আড্ডা এখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে ছাদের আড্ডায়, তাও খুব কম পরিসরে। তবে মাল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিশ্বাসবাড়ির ছাদ আজও বহন করে চলেছে সেই হারিয়ে যেতে বসা সংস্কৃতির ধারাকে।

ডুয়ার্সের বিশিষ্ট নাট্যকার সুধাংশু বিশ্বাসের বাড়ির ছাদের ঘরটি সন্ধ্যা নামলেই পরিণত হয় শহরের সংস্কৃতি জগতের মানুষজনের মিলনস্থলে। নাট্যচর্চা থেকে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন– সবকিছুতেই থাকে সেকাল ও একালের ডুয়ার্সের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা। সেই আলোচনাকে আরও মসৃণ করে তোলে চা-মুড়ি আর তেলেভাজা সহ নানান অনুষঙ্গ।

এই আড্ডা শুধু বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তরুণ-তরুণীরাও নিয়মিত এই আড্ডায় অংশ নেন এবং আগ্রহ ভরে শোনেন স্মৃতিচারণ ও অভিজ্ঞতার গল্প।

গানবাজনা ও নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত তরুণ উৎসব মজুমদার বলেন, 'প্রতিদিন সময় না পেলেও মাঝেমধ্যেই বিশ্বাসকাকুর ছাদের আড্ডায় চলে যাই। কত অজানা কথা জানার আশায় বারবার ছুটে যেতে হয়।'

এই আড্ডার সঙ্গে যুক্ত জ্যেষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন সাধন দাশগুপ্ত, সুরজিৎ বসু, সবিতা মজুমদার, সুলেখা বসু প্রমুখ। তাঁদের কথায়, 'এটা আমাদের কাছে শুধু আড্ডা নয়, প্রাণ খুলে সংস্কৃতিকে ছুঁয়ে দেখার এক অনন্য সুযোগ।'

নাটকচর্চা, খোলা গলায় গান আর সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে নতুন রূপে তুলে ধরার আলোচনা- সব মিলিয়ে এই আড্ডা শহরের সাংস্কৃতিক মহলে বিশেষ সাড়া ফেলেছে। অভিভাবক মঞ্চের সক্রিয় সদস্য কৌশিক পাল বলেন, 'এ ধরনের ইতিবাচক ও সুন্দর আড্ডা ঘরে ঘরে প্রয়োজন। আমরাও মাঝেমধ্যেই বিশ্বাসদার বাড়িতে যাই এবং আগামী প্রজন্মকে এই আড্ডার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছি।'

নাট্যকার সুধাংশু বিশ্বাসের বাড়ির ছাদে আড্ডার একটি মুহূর্ত।

উৎপল দত্ত ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যদর্শন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সলিল চৌধুরী ও কবীর সুমনের সৃষ্টির সুর- সবই এই আড্ডার গতি ও গভীরতা বাড়িয়ে তোলে। বাড়ির কর্তা সুধাংশুর বক্তব্য, 'পাড়ার আড্ডা আজ প্রায় নেই বললেই চলে। সবকিছু কেমন যেন বাঁধা একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সেই ভাবনা থেকেই উন্মুক্ত ছাদে সাংস্কৃতিক আড্ডার পরিকল্পনা। তরুণ প্রজন্মের উৎসাহ আমাকে আরও মনোবল জুগিয়েছে।'

বিশ্বাসবাড়ির ছাদের এই আড্ডা শুধুই একটি মিলনস্থল নয়, এ এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যা অতীত ঐতিহ্যকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে তুলে দিচ্ছে।

স্মারকলিপি

মালবাজার, ৩১ ডিসেম্বর : এখনও চলছে আশাকর্মীদের কর্মবিরতি। তার মাঝেই বুধবার মালের মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিলেন আশাকর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ পুর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়ন একযোগে তাদের দাবিপত্র দেয় মহকুমা শাসককে।

ন্যূনতম বেতন ১৫ হাজার টাকা, মোবাইল রিচার্জের ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা সহ মোট ছয়টি দাবি জানায় তারা। আশাকর্মী ঝর্ণা ঘোষ, সঞ্জু শা, পম্পা রায়রা জানান, তাঁদের দাবি না পূরণ হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

পৃথিবীর পাঠশালা

অনন্ত বিদ্যুতের খেলা

বজ্রপাত ক্ষণিকের ঘটনা। কিন্তু ভেনেজুয়েলার ক্যাটাকুম্বো নদীর মোহনায় বছরের প্রায় ১৬০ দিন, প্রতি রাতে টানা ১০ ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ চমকায়। একে বলা হয় 'ক্যাটাকুম্বো লাইটনিং' বা মারাকাইবোর বাতিঘর।

এখানে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৮০ বার বাজ পড়ে। স্থানীয়রা অন্ধকারে চলাচলের জন্য এই আলোর ওপরই নির্ভর করেন। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলাভূমি থেকে ওঠা মিথেন গ্যাসকে দায়ী করেন। আন্দিজ পর্বতমালা থেকে আসা ঠান্ডা বাতাস আর হ্রদের গরম বাতাস মিশে এই চিরস্থায়ী ঝড়ের পরিবেশ তৈরি করে। যুগ যুগ ধরে নাবিকরা এই প্রাকৃতিক লাইটহাউস দেখেই দিক নির্ণয় করে আসছেন। নাসা একে বিশ্বের 'লাইটনিং ক্যাপিটাল' ঘোষণা করেছে।

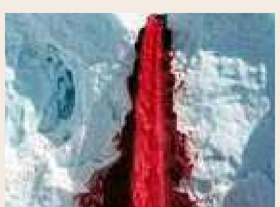

বরফ বেয়ে রক্ত!

অ্যান্টার্কটিকার ধবধবে সাদা বরফের বুক চিরে যদি দেখেন টকটকে লাল রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে, ভয় পাবেন কি? ১৯১১ সালে বিজ্ঞানীরা টেইলর গ্লেসিয়ারে এমনই এক দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলেন, যার নাম দেওয়া হয় 'ব্লাড ফলস'।

প্রথমে ভাবা হয়েছিল কোনও শ্যাওলার কারণে এমন লাল রং। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা আসল রহস্য ফাঁস করেছে। হিমবাহের নীচে চাপা পড়ে থাকা এক বিশাল নোনা জলের হ্রদ থেকে এই জল বেরিয়ে আসে। ওই জলে প্রচুর পরিমাণে লোহা বা আয়রন মিশে আছে। মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতেই সেই লোহায় মরচে ধরে যায় এবং জলের রং রক্তের মতো লাল হয়ে যায়। বরফের দেশে এই 'রক্তের ঝরনা' প্রকৃতির এক বিস্ময়কর কেমিস্ট্রি ল্যাব।

মারণ সাপের দ্বীপ

ব্রাজিলের উপকূলে এমন একটি দ্বীপ আছে যেখানে মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নাম 'ইলহা দা কুইমাডা গ্রান্ডে', যা সাধারণ মানুষের কাছে 'স্নেক আইল্যান্ড' নামে পরিচিত।

এখানে প্রতি বর্গমিটারে ১ থেকে ৫টি বিষধর সাপ থাকে! তাও যে-সে সাপ নয়, গোল্ডেন ল্যান্সহেড ভাইপার—যাদের বিষ মানুষের মাংস পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে। ধারণা করা হয়, হাজার বছর আগে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় সাপগুলো এই দ্বীপে আটকা পড়ে এবং পাখি শিকার করে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। বর্তমানে কেবল ব্রাজিলিয়ান নেভি এবং বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীরাই সেখানে যেতে পারেন। স্থানীয় জেলেদের কাছে এই দ্বীপ সাক্ষাৎ মৃত্যুর আরেক নাম।

পাখির গলায় করাত

অস্ট্রেলিয়ার লায়ারবার্ড-কে বলা হয় প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ নকলনবিশ। কোকিল বা ময়না পাখির কথা ভুলে যান, এই পাখিটি এমন সব শব্দ নকল করতে পারে যা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

বনের অন্য পাখির ডাক তো বটেই, এরা মানুষের তৈরি শব্দ—যেমন করাত দিয়ে গাছ কাটার শব্দ (Chainsaw), ক্যামেরার শাটার পড়ার আওয়াজ, গাড়ির হর্ন, এমনকি বাচ্চার কান্নাও হুবহু নকল করতে পারে! জঙ্গলে কাঠুরিয়াদের গাছ কাটার শব্দ শুনে শুনে এরা সেটা শিখে ফেলেছে। পর্যটকরা অনেক সময় জঙ্গলে ক্যামেরার ক্লিক বা করাতের শব্দ শুনে ভুল করেন, পরে দেখেন আসলে তা একটি পাখি। পরিবেশবিদরা বলেন, লায়ারবার্ডের এই 'করাত' ডাকার শব্দ আসলে বন ধ্বংসের এক করুণ রিমাইন্ডার।

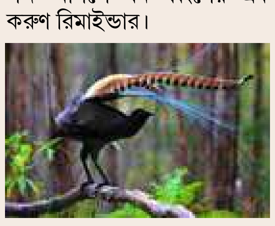

পেশায় মাঝি, নেশায় পাখির পাহারাদার

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৩১ ডিসেম্বর : আসুন, আলাপ করিয়ে দিই সায়েদ শেখের সঙ্গে। মধ্যবয়স্ক সায়েদ এমনিতে পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গায় নৌকা চালান। পেশায় মাঝি। আর নেশায়? তাঁর নেশা হল, চোরাশিকারিদের ধরিয়ে দেওয়া। এই পঞ্চানন্দপুরে যেমন দেদারে আসে পাখিরা, তেমনই আসে চোরাশিকারিরাও। তাদের হাত থেকে পরিযায়ী পাখিদের রক্ষা করেন দিলীপ মণ্ডল, সায়েদ, বেলাল শেখদের মতো দাবাং মাঝিরাই। বন দপ্তরকে খবর দেন। চোরাশিকারিরা শাস্তি না পেলে তাঁরা যেন ঠিক স্বস্তি পান না।

শীত পড়তেই ভিনরাজ্য, ভিনদেশ থেকে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি এসে ভিড় জমাতে শুরু করে পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গাবক্ষে। আর তাই এখন সায়েদ, দিলীপ, বেলালদের চোখে ঘুম নেই। কারণ 'অতিথিরা' আসতে শুরু করলেই ওদিকে সক্রিয় হয়ে ওঠে চোরাশিকারিরা। ওই মাঝিদের কথায়, পরিযায়ী হাঁসের মাংস চড়া দামে বাজারে বিক্রি হয়। যা মাছ বিক্রি করে হয় না। তাই সুযোগ পেলেই নির্বিচারে পাখিদের মেরে ফেলা হয়। এমনকি পাখি বাঁচাতে বেলালদের উপরেই ভরসা রাখে বন দপ্তর। গত ২৮ ডিসেম্বর মালদা, ফরাক্কা, মানিকচক এবং ধুলিয়ানের প্রায় দেড় হাজার মাঝিকে নিয়ে সভা করেছে বন দপ্তর। সেখানেই তাঁদের কাছেই বনকর্তারা আবেদন করেছেন পাখিদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য।

কীভাবে পাখি মারা হয়? প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চানন্দপুরের প্রবীণ মাঝি বেলাল বললেন, 'ভাত, মাছের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে নদীর চরে ফেলে রাখে। আর সেই বিষ ভাত খেয়ে হয় ঝিমিয়ে পড়ে, না হয় মরে যায় পাখি। ভোরের আলো ফোটার আগেই সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করা হয়।'

পঞ্চানন্দপুরের একপাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে গঙ্গা নদী। নদীর একদিকে বাংলা, অপরদিকে ঝাড়খণ্ড রাজ্য। প্রতিবছর বন্যার জল কমলে নদীবক্ষে জেগে ওঠে বিশাল বিশাল চর। গঙ্গার মাছের লোভে ওই চরগুলিতে ভিড় জমায় পরিযায়ী পাখিরা। প্রতি বছরের মতো এবারও ভিড় জমিয়েছে বিদেশি হাঁসের দল। দিলীপ বলছিলেন, 'আমরা সারা বছর নৌকা চালাই। নদীর চরে কৃষিকাজ করি। তাই প্রতিদিনই নৌকা নিয়ে এই চর থেকে ওই চরে যাতায়াত করতে হয়। আর শীতকালে আমাদের কাজ কিছুটা বেড়ে যায়। কারণ, এই সময়টা আমরা পাখিদের উপর নজর রাখি। কী কী পাখি এসেছে, কোথাও কোনও পাখি শিকার হচ্ছে কি না, আমাদের নজর রাখতে হয়। কিছু অসংগতি দেখলেই আমরা বন দপ্তরকে জানিয়ে দিই।' হাতেনাতে চোরাশিকারিদের ধরেছেন বেশ কয়েকবার। অধিকাংশই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা।

শীতের মরশুমে পঞ্চানন্দপুরের গঙ্গাবক্ষে পরিযায়ী পাখিরা।

পঞ্চানন্দপুর এলাকাটি কালিয়াচক-২ ব্লকের অন্তর্গত। সেখানে চোরাশিকারিদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে উদ্যোগী বন দপ্তর। যদিও ভরসা সেই মাঝিরাই। কালিয়াচকের রেঞ্জ অফিসার সরস্বতী মণ্ডল বললেন, 'সম্প্রতি প্রায় দেড় হাজার মাঝিকে নিয়ে সভা করেছি। পাখি বাঁচাতে কী কী করা উচিত তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বন দপ্তরের উদ্যোগে সপ্তাহে একদিন মাইকিং করা হচ্ছে যাতে অতিথি পাখিদের শিকার না করা হয়।'

বনকর্তারা প্রশংসা করলে কী হবে, চোরাশিকার রোখার কাজটা তো খুব একটা সহজ নয়। কখনো-কখনো হুমকির মুখে পড়তে হয়। তখন সায়েদরা দল বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তবে চোরাশিকার রুখতে বারবার বন দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দিলীপ দাবি করেছেন, 'গত বছর বিষ সহ তিন চোরাশিকারিদের হাতেনাতে ধরে বন দপ্তরের কর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যায় চোরাশিকারিরা। কঠোর শাস্তি না দিলে চোরাশিকারিদের উপদ্রব থামানো যাবে না।'

মালদা শহর বা আরও দূর দূর থেকে পাখিপ্রেমীরা বা ছবিপ্রেমীরা পঞ্চানন্দপুরে যান পাখির ছবি তুলতে। তাঁরাও বেলালদের কৃতিত্বের কথা মানছেন। এমনই একজন, অধ্যাপক বিপ্লব মুখোপাধ্যায় জানালেন, এবছর বড়ি হাঁস, চখাচখি, পিইং হাঁস, ছোট লালশির, মেটে হাঁসের মতো বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি ভিড় জমিয়েছে গঙ্গার চরে। মনে হচ্ছে, আগামীতে আরও পাখি আসতে চলেছে। ওই সাহসী মাঝিরা চোরাশিকারিদের সামনে বুক চিতিয়ে না দাঁড়ালে এইসব পাখির কোনও নিরাপত্তাই থাকত না।

কুপ্রস্তাবে 'না', অমানবিকতা বালুরঘাটে

প্রেমিকাকে রাস্তায় মার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর : প্রেমিকের কুপ্রস্তাবে রাজি না হয়ে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এক ছাত্রী। আর তাই প্রেমিকাকে শিক্ষা দিতে বিহার থেকে দলবল নিয়ে এসে বালুরঘাটের প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে ওই প্রেমিকের বিরুদ্ধে। চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এরপর ওই তরুণীর মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় মানিব্যাগ। এরপর তারা বিহারে পালিয়ে যায়। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায়। প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে ওই রাতেই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই তরুণী। অভিযোগ পেয়েই বালুরঘাট থানার পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তল বলেন, 'এই ঘটনায় অভিযোগ হয়েছে। মামলাও হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

বালুরঘাটের একটি মহিলা কলেজের ওই ছাত্রীর বাড়ি গ্রামীণ এলাকায়। শহরে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করেন। অনলাইনে গেম খেলার সুবাদে বিহারের এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ওই তরুণীর। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতেই প্রেমিক ওই ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব দিয়ে লাগাতার বিরক্ত করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এই কারণে এরপর ওই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসেন ওই তরুণী। প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্কও ছিন্ন করেন ওই ছাত্রী। সম্পর্ক ছিন্ন করলেও প্রেমিক ছাত্রীটির বান্ধবীদের মাধ্যমে তাঁর দিকে বিহার থেকেই নজর রেখে চলেছিল।

অভিযোগ, গতকাল মঙ্গলবার ওই তরুণ তার সঙ্গীসাথিদের বিহার থেকে নিয়ে বালুরঘাটে এসে এলাকায় একটি লজে আত্মগোপন করে থাকে। সেখান থেকেই ওই ছাত্রীর ওপর নজরদারি চালাচ্ছিল তারা। রাতে বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি জিম থেকে ওই ছাত্রী বের হতেই তাঁকে পেছন থেকে চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁর মোবাইল ফোন নর্দমায় ছুড়ে ফেলা হয়। এরপর ওই ছাত্রীর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন জমা হতেই অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

ওই তরুণী বলেন, 'বারবার কুপ্রস্তাব দেওয়ায় আমি সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম। ওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলাম না। কিন্তু ওরা যে এভাবে বালুরঘাটে এসে ওঁত পেতে থেকে আমাকে মারধর করবে আমি ভাবতেই পারিনি। ওরা আমার আরও বড় ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

১৫৬ বছরের শহর

প্রথম পাতার পর

জলপাইগুড়ি শহরের প্রবীণ আইনজীবী নির্মল ঘোষদস্তিদার সেই ভেঙে পড়া অর্থনীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'চা বাগানের সদর অফিস যখন শহরে ছিল, তখন এখানকার অনেক বাড়ির ছেলেমেয়ে চাকরি পেতেন। সেই ট্র্যাডিশন এখন অতীত। চা বাগানের মালিকানা যাঁদের হাতে গিয়েছে, তাঁরা আদতে চা শিল্পের লোকই নন। ফলে শিল্পের দফারফা হয়ে গিয়েছে।'

শহরের মার্চেন্ট রোড একসময় ছিল বেশ কিছু চা শিল্প সংস্থার সদর দপ্তরের ঠিকানা। সকাল থেকে লোকের আনাগোনা বুঝিয়ে দিত এ শহর চায়ের আঁতুড়। এখনও ভিড় আছে। তবে মনিহারি দোকানে। নেই চায়ের আবহ। চা বাগান মালিকদের সংগঠন ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (আইটিপিএ) উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী জানালেন, '১৯৯৫ সাল থেকে জলপাইগুড়ি শহর ছেড়ে একে একে চা বাগানের হেড অফিস কলকাতায় যাওয়া শুরু হয়। এখন কল্যাণী গ্রুপ সহ হাতেগোনা কয়েকটি বাগানের অফিস রয়েছে।'

চা শিল্পের পাশাপাশি টি-টিম্বারের এই জেলায় কাঠের ব্যবসাও লাটে উঠেছে। স' মিলগুলি ধুঁকছে। নানা নিয়মের জালে কাঠের ব্যবসায় আগের সুদিন আর নেই।

গুরুত্ব কেড়েছে এনজেপি

১৯৬৫ সালের আগে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত দার্জিলিং মেলের যাত্রায় জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন ছিল জমজমাট। সিকিম, দার্জিলিং সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগের সদর দরজা হিসাবে এনজেপি গড়ে ওঠায় কৌলীন্য হারিয়েছে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন ঝাঁ চকচকে হলেও এনজেপি-কে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি শহরকে টেক্কা দিচ্ছে শিলিগুড়ি।

ফলে উত্তরবঙ্গে বাণিজ্যের ভরকেন্দ্রটাই জলপাইগুড়ি থেকে সরে গিয়েছে শিলিগুড়িতে। ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী এনজেপি জলপাইগুড়ি জেলার অংশ হলেও তার সুফল পুরোটা পাচ্ছে শিলিগুড়ি।

জেলাভাগে দুর্বল

জলপাইগুড়ি শহরের ওপর আরেক আঘাত ২০১৪ সালে, যখন জলপাইগুড়ি ভেঙে আলিপুরদুয়ার জেলা গঠিত হয়। যাতে ৬৪টি চা বাগান চলে যায় নতুন জেলায়। ফলে রাজস্বের দিক থেকে বিপুল ক্ষতি হয় জলপাইগুড়ির।

বাণিজ্যে ধাক্কা

ডাবগ্রাম ও রানিনগর শিল্পাঞ্চলে কিছু বড় শিল্প আসায় কর্মসংস্থান হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এলাকা দুটি শিলিগুড়ি ঘেঁষা হওয়ায় তার আলো সেভাবে গোটা জেলায় পড়েনি। আবার চা ও কাঠশিল্পে ভাটার টান জেলার সামগ্রিক শিল্প পরিস্থিতিকে ক্রমশ পিছন দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ম্লান শিক্ষা-সংস্কৃতি

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে দীর্ঘদিন পিছনের সারিতে জলপাইগুড়ি। বিশাল চা বলয়কে এখনও শিক্ষার আলোয় পুরোপুরি আনা সম্ভব হয়নি। আর তার রেশ পড়েছে জেলা শহরেও। দু'-একবার সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজ্যের সেরার তকমা নিয়ে এলেও জলপাইগুড়ি শহরে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বলার মতো তেমন কিছু নেই। একটা মেডিকেল কলেজ আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হলেও উত্তরবঙ্গে শুধু জলপাইগুড়ি জেলায় কোনও পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস ছাড়া সাধারণ পড়ুয়াদের স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুযোগ নেই জেলায়।

চাওয়া-পাওয়ার কথা

১৫৬ বছরের বিভাগীয় শহরের সাফল্যের একমাত্র সূচক বলতে সার্কিট বেঞ্চ। শিলিগুড়ির সঙ্গে কার্যত লড়াই করে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের কাছ থেকে সার্কিট বেঞ্চের স্বীকৃতি ছিনিয়ে এনেছিল জলপাইগুড়ি। চায়ের শহরে চা নিলামকেন্দ্র খুলেও বন্ধ করে দিতে হয়েছে বাগানগুলির অনিচ্ছা আর নিয়মের জাঁতাকলে। এই গ্লানি আদৌ কি কাটবে?

জমেছে গাড়িও।।

তুষারপাতের পরে লাদাখের দ্রাস এলাকা। বুধবার। -পিটিআই

টয়ট্রেনে ফুল বুকিং

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বর্ষশেষে জমজমাট শৈলশহর দার্জিলিং। ম্যালের চৌরাস্তা থেকে গ্লেনারিজ, টয়ট্রেনের স্টেশন থেকে চিড়িয়াখানা- সর্বত্রই থিকথিকে ভিড় পর্যটকদের। ঘুম এবং দার্জিলিং রেলস্টেশনে পর্যটকদের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। দার্জিলিং-ঘুম, দার্জিলিং-কার্সিয়াংয়ের মধ্যে চলাচলকারী টয়ট্রেনের প্রতিটি কামরা ভিড় করে পর্যটকদের ভ্রমণ করতে দেখা গিয়েছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী এদিন বলেছেন, 'টয়ট্রেনে ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত পুরো বুকিং রয়েছে। নতুন করে প্রচুর পর্যটক আসছেন, কিন্তু তাঁদের আর টয়ট্রেনে চাপানো যাচ্ছে না।' বড়দিন এবং ইংরেজি বর্ষবরণের মরশুম ঘিরে প্রচুর পর্যটক বর্তমানে দার্জিলিংয়ে রয়েছেন। এর মধ্যে বাঙালি পর্যটকই বেশি। শহরের প্রায় প্রতিটি হোটেলই কানায় কানায় পূর্ণ।

উৎসবের সুরে

প্রথম পাতার পর

কাঁটা ১২টা ছুঁতেই আতশবাজিতে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো- প্রায় একই রুটিনে কাটিয়েছে জেলার চার শহর। জলপাইগুড়ি শহরে রেস্তোরাঁগুলোতে রাত পর্যন্ত ভিড় ছিল। অনেকেই জাতীয় সড়কের ধারের ধাবায় রাতে গলা ভিজিয়েছেন। ধূপগুড়ির ডাকবাংলো মাঠে আর বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুল মাঠে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। নতুন বছরে ময়নাগুড়ির ময়নামাতা কালীবাড়িতে পুজো দেওয়ার রীতি মানেন শহরের অনেকেই। সেইমতো বুধবার তার আগাম ব্যবস্থা করেছেন অনেকে। শুধু পর্যটনকেন্দ্র নয়, মাল মহকুমার ওদলাবাড়ি ও ক্রান্তি সংলগ্ন বিভিন্ন পিকনিক স্পটেও সকাল থেকেই পিকনিক দলের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামতেই শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার মোড়ে মোড়ে এবং বাড়ির ছাদে চড়ুইভাতির ধুম দেখা যায়। ময়নাগুড়ি, রাজগঞ্জ, মালবাজার ও ক্রান্তি এলাকার বিভিন্ন স্থানে পিকনিকের সঙ্গে নাচ-গানের আয়োজন ছিল উল্লেখযোগ্য।

উৎসবের এই আবহে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর ছিল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও সংযোগস্থলে কড়া নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো ও বিশৃঙ্খলা রুখতে বাড়ানো হয়েছে পুলিশি টহল। জলপাইগুড়ির ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'সর্বত্র ট্রাফিক ব্যবস্থায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে বাইক ও গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।'

পাশাপাশি, লাটাগুড়ি, ধূপঝোরা ও মূর্তি এলাকায় বিভিন্ন রিসর্টে উচ্চগ্রামে মাইক বাজছে কি না এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মাল মহকুমা পুলিশের তরফে বিশেষ টহলদারি চালানো হয়েছে। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'বছরের শেষদিনে এখনও পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সাদা পোশাকের পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে।'

মুখ্যসচিব পদে বদল

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের শেষদিনে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরে রদবদল। মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের পদে নতুন নিযুক্তি হল। এতদিন স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব সামলে আসা নন্দিনী চক্রবর্তীকে রাজ্যের মুখ্যসচিব হিসেবে নিযুক্ত করল সরকার।

পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব। রাজ্যের নানা দায়িত্ব তিনি সামলেছেন দীর্ঘদিন। সদ্য প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের চাকরিজীবনের শেষদিন ছিল বুধবার।

যদিও তাঁকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া হল না প্রশাসন থেকে। মনোজকে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের প্রধান সচিব হিসেবে নিযুক্ত করেছে নবান্ন। অন্যদিকে, নন্দিনীর পুরোনো পদ স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হল আরেক আইএএস অফিসার জগদীশপ্রসাদ মিনাকে।

তিনি এতদিন কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের সচিব ছিলেন। একইসঙ্গে ছিলেন রাজ্য দূষণ পর্ষদের সদস্য-সচিব। সেই পদে অবশ্য থেকে যাবেন জগদীশ।

জীবনের দাবিতে নিরুত্তর

প্রথম পাতার পর

(পড়ুন জীবন সিংহ) দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বৈঠক করলেই রাজ্য ভাগ হবে না।' শোভনদেবের কথায়, 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ও সাংবিধানিক নীতি মানলে রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে এধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তাই আমরা এই বৈঠককে গুরুত্বই দিচ্ছি না।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজবংশী ভোট পক্ষে নেওয়ার উদ্দেশে জীবন সিংহকে বিজেপি ব্যবহার করছে। তিনি বলেন, 'প্রতিবার ভোটের আগে বিজেপি পৃথক রাজ্যের প্রসঙ্গ তোলে।' উদয়নের ভাষায়, 'বিজেপির আশ্রয়ে জীবন এতদিন অসমে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন। বিজেপির প্রয়োজনে তিনি দিল্লিতে বৈঠক করার সাহস পাচ্ছেন।'

কেএলও প্রধান অবশ্য ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন নির্বাচনে তাঁদের সমর্থন বিজেপি'র দিকে আছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি টেলিফোনে বলেন, 'পৃথক রাজ্য গঠনের দাবিকে যারাই বিরোধিতা করবে, তাদের আমরা ভোট দেব না। আগে অনেকবার ভোট দিয়ে কাজ কিছু হয়নি। এবারের ভোটে পৃথক রাজ্য গঠনে যারা আমাদের পাশে থাকবে, তাদেরই ভোট শুধু দেব।'

ভোট দিতে রাজি থাকলেও পশ্চিমবঙ্গকে পুরোপুরি অস্বীকার করছেন জীবন। তাঁর দাবি, ভারতভুক্তির চুক্তি অনুযায়ী কোচবিহার পৃথক 'গ' শ্রেণির রাজ্য। কোচবিহার ও কেন্দ্রের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে ওই চুক্তি হয়েছিল। তাতে পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভূমিকা ছিল না। আলাদা রাজ্য হোক বা কাউন্সিল, সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে নিয়ে সমঝোতার উদাহরণ আছে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গঠনে।

কেএলও প্রধান সেসব মানতে রাজি নন। তাঁর কথায়, 'আমরা বাংলা রাজ্যের বাসিন্দাই নই। নতুন করে রাজ্য চাইছিও না। গ্রেটার কোচবিহারের মতো ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া পৃথক রাজ্যকে শুধু ফিরে পেতে চাইছি কোচবিহার ভারতভুক্তি হয়েছিল দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে। তাই আমরা কেন্দ্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।'

পৃথক রাজ্য কামতাপুর বা গ্রেটার কুচবিহার যে নামেই হোক না, আপত্তি নেই বলে জীবন জানান। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, জীবন সহ কেএলও নেতাদের চলাফেরার ওপর সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে কেন্দ্র। তাঁদের আর আটকে রাখাও হবে না। এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের আতিথেয়তায় থাকলেও জীবন ছিলেন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে। তা থেকে মুক্ত করা হল বলে ওই প্রেস বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে।

বাংলার বিভিন্ন থানায় জীবনের বিরুদ্ধে নাশকতা ও খুনের একাধিক মামলা ঝুলছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাও আছে। এই রাজ্যে এলে যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে রাজ্যকে না জানিয়ে কীভাবে চলাফেরায় প্রাক্তন কেএলও জঙ্গিদের ছাড়পত্র কেন্দ্র দিতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জীবনের অবশ্য যুক্তি, যেহেতু তাঁরা বাংলায় বসবাস করেন না, তাই বাংলার আইন তাঁদের ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।

জীবন জানিয়েছেন, এর আগেও ৭ বার তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাঁর দাবি, এবারই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মুখপাত্র বৈঠকের কথা অস্বীকার করলেও মঙ্গলবার জীবন দাবি করেছিলেন যে, কেন্দ্রের তরফে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইবি'র উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাক্তন অধিকর্তা একে মিশ্র। তিনি কেএলও ও কেন্দ্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে জীবন জানিয়েছিলেন। কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটির সভাপতি তপতী রায় মল্লিক, কেএলও নেতা ডিএল কোচ, মঞ্চলাল সিংহ, মাধব মণ্ডল, ধনঞ্জয় বর্মন সহ অনেকে ছিলেন বলে প্রেস বিবৃতিটিতে দাবি করা হয়েছে। পৃথক রাজ্য ছাড়া তাঁদের অন্য দুটি প্রধান দাবি হল কামতাপুর ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলে স্বীকৃতি এবং কোচ-রাজবংশীদের তপশিলি আদিবাসী মর্যাদা দান।

জীবনের বক্তব্য, সদিচ্ছা থাকলে অষ্টম তফশিলে কামতাপুর ভাষার স্বীকৃতিতে কোনও বাধা নেই। নবান্নের কর্তাদের দাবি, রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে এই বৈঠকের পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থ আছে। নবান্নের এক কর্তা বলেন, 'এর আগেও বাংলা ভাগের চক্রান্ত হয়েছিল। এই চক্রান্ত যারা করবে, তাদের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ করা হবে।'

(তথ্য সংগ্রহঃ পূর্ণেন্দু সরকার, দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও নবনীতা মণ্ডল)

উদয়ন গড়ে অদৃশ্য কাঁটা

প্রথম পাতার পর

নিশীথের কথা শুনে আলোচনায় ঢোকেন চা দোকানি। বলেন, 'বাবুনদা (উদয়ন)-কে তো গ্রামে পাওয়াই যায়, কিন্তু শহরের হাওয়াটা বোঝা মুশকিল।' প্রাক ভোটের এই সংলাপই আসলে বর্তমান দিনহাটার রাজনৈতিক আবহ কেমন তা বুঝিয়ে দেয়।

দিনহাটা পুরসভা, ২ নম্বর ব্লক এবং ১ নম্বর ব্লকের ভেটাগুড়ির দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে দিনহাটা বিধানসভা গঠিত। পর্দার বাইরে উদয়ন এখানকার বেতাজ বাদশা। আপাতত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। কিন্তু পর্দার আড়ালের খেলা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে আড়ালে যে খেলা চলছে তাতে সন্দেহ নেই। সেই খেলা বুঝে চাল দিয়ে কে কিস্তিমাত করবে তা ভোট যত এগোবে ততই পরিষ্কার হবে। দিনহাটায় বিজেপির নেতা নেই, কর্মী হাতেগোনা, কর্মসূচিও সেই অর্থে শূন্য, কিন্তু সমর্থক প্রচুর। সেই সমর্থকরা কেউ বিজেপিপ্রেমী, কেউ তৃণমূল বিরোধী। তবে উদয়নবাহিনীর ভয়ে তাঁরা প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে অনেক দূরে থাকেন। সেই অদৃশ্য সমর্থকদের একজোট করতে পারাটাই চ্যালেঞ্জ গেরুয়া শিবিরের কাছে। চ্যালেঞ্জ একটা অবশ্য তৃণমূলেরও আছে, সেই অদৃশ্য সমর্থকদের চিহ্নিত করা। কারণ, ওই অদৃশ্য সমর্থকরাই ভোটে জয়-পরাজয় ঠিক করবে। এই দৃশ্যমান বিরোধীহীনতা উদয়নের কাছে স্বস্তির চেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনহাটায় এখন পরিস্থিতি এমন যে, ঘরের ভেতরেই শত্রু বিভীষণ হয়ে বসে আছে কি না, তা বোঝার উপায় নেই।

দিনহাটা শহরের অলিগলি এখন বেশ ঝকঝকে। উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে অনেক জায়গায়। উদয়ন গুহ নিজে শহরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, শহুরে শিক্ষিত ভোটারদের একটা বড় অংশের কাছে উদয়ন এখনও যেন 'অচেনা' নেতা। তাঁর এখনও উদয়নকে ভোটে জেতাতে চান না। এই গ্রহণযোগ্যতার অভাবের মূলে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব। শহরের মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছেন, একদল বহিরাগত তরুণ এবং মাসলম্যানদের দাপাদাপি। প্রকাশ্যে তৃণমূলের দাপট এতটাই যে শহরের মানুষ বিরক্ত। তলে তলে তাঁদের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ পুর এলাকায় 'সাইলেন্ট ভোটার'-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। সেই ভোটাররা যে কোনও ছক বদলে দিতে পারে। বহু চেষ্টাতেও সেই ভোটারদের বাগে আনতে পারেননি উদয়নের বাহিনী। আবার সাম্প্রতিক সময়ে উদয়নের খাস তালিকা থেকে দলের নেতা বিশু ধরের খানিকটা সরে যাওয়া এবং সাবির সাহা চৌধুরীর উঠে আসা, নামেই তৃণমূলে থাকা জয় ঘোষের সঙ্গে উদয়নের দূরত্ব অনেক জল্পনাই উসকে দিতে শুরু করেছে।

গ্রামের দিকে তাকালে সমীকরণটা আরও একটু জটিল। বিশেষ করে দিনহাটা-২ ব্লকের রাজনৈতিক মানচিত্রে মীর হুমায়ুন কবীরের নামটা একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন। তৃণমূলের টিকিটে জেলা পরিষদে জিতলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে সক্রিয় নন। তাঁর নীরবতাই এখন উদয়নের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের ওপর উদয়ন বিরোধী হুমায়ুনের যে প্রভাব, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি নিজে কিছু না বললেও তাঁর অনুগামীরা কোন দিকে পা বাড়াবেন, তার ওপর দিনহাটা বিধানসভার অনেক অঙ্ক নির্ভর করছে। দলীয় নেতার এই রহস্যময় নীরবতা শাসক শিবিরের জন্য অশনিসংকেত। দিনহাটা-২ ব্লকই দিনহাটা বিধানসভার প্রাণভোমরা। সেখানে হুমায়ুনের মতোই তৃণমূলের আর এক কাঁটার নাম বিষ্ণুপদ সরকার। ঘাসফুল শিবিরের ওই প্রাক্তন ব্লক সভাপতিও আপাতত ব্রাত্যদের তালিকায়। ভোটের মাঠে তিনি কীভাবে খেলবেন তা বোঝা দায়।

আবার বড়শাকদল গ্রাম পঞ্চায়েতে বাহুবলী রাজনীতির এক অদ্ভুত প্যাঁচ তৈরি হয়েছে। তাপস দাসের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তনকে আপাতদৃষ্টিতে শক্তি বৃদ্ধি মনে হলেও, তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যখন তাপস বিজেপি-তে গিয়েছিলেন, তখন সেই এলাকার আদি বিজেপি কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। অনেকে আবার বিজেপি-কে সবক শেখাতে তলে তলে তৃণমূলকে সাহায্য করার মানসিকতা তৈরি করেছিলেন। উদয়ন গুহ সেই সুযোগে বিরোধী ভোটকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় করে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাপস তৃণমূলে ফিরতেই চিত্রটা বদলে গিয়েছে। পুরোনো বিজেপি কর্মীরা এখন আবার একজোট হওয়ার রসদ খুঁজে পাচ্ছেন। অন্যদিকে, বিজেপি-তে থাকাকালীন তাপস যে তৃণমূল কর্মীদের ওপর দাদাগিরি করেছিলেন, সেই নীচুতলার কর্মীরা এখন তাপসকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না। এই চাপা অসন্তোষ আর অভিমানে তৃণমূলের সাংগঠনিক শক্তি ভেতর থেকে ফোকলা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

উদয়ন গুহ এলাকায় উন্নয়ন করেছেন, মানুষের প্রয়োজনে সাড়াও দেন, কিন্তু প্রায় সবক্ষেত্রেই তাঁর হুমকি উন্নয়নের পাঁচালির আওয়াজের থেকে বেশি জোরে বাজছে। সব মিলিয়ে দিনহাটা বিধানসভা এখন এক কঠিন রাজনৈতিক পরীক্ষার সামনে। বিধানসভাজুড়ে নীচু স্বরের আলোচনাগুলো অন্তত এটুকুই ইঙ্গিত দিচ্ছে, উদয়নের লড়াইটা এবার বাইরের শত্রুর চেয়ে অনেক বেশি ঘরের ছায়াদের সঙ্গে। দিনশেষে কোচবিহারের এই জনপদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে সেই নীরব ভোটারদের হাতেই, যারা প্রকাশ্যে তৃণমূল হলেও গোপনে হয়তো অন্য কোনও হিসেব কষছেন।

'স্লিপিহেড' ভ্যাকেশন ও 'অফ-বিট' ডায়েরি

মাঝেমধ্যে কেবল ঘুমোনোর জন্যও ছুটি লাগে। তাই একঘেয়েমি কাটাতে এবার হোন 'স্লিপিহেড' পর্যটক। ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গল বা বক্সার নীল পাহাড় আপনার প্রতীক্ষায় আছে। হদিস দিলেন অনিন্দ্য অধিকারী

এক সময় ছিল যখন 'বেড়ানো' মানেই ছিল এক লম্বা চেকলিস্ট। সকাল ৬টায় সূর্যোদয় দেখা, বেলা ১০টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট সেরে তিনটে ভিউপয়েন্ট ঘোরা, আর বিকেলের মধ্যে লোকাল মার্কেটে কেনাকাটা সেরে হোটেলের ঘরে ক্লান্ত হয়ে ফেরা। কিন্তু ২০২৬ সালে এসে ভ্রমণের সেই সংজ্ঞা আমূল বদলে গিয়েছে। আমরা এখন আর 'দেখার' জন্য ছুটি কাটাতে যাই না, আমরা যাই 'থাকার' জন্য। নতুন বছরের প্রথম সকালে যাঁরা ডায়েরির পাতায় আগামীর ট্রাভেল প্ল্যান সাজাচ্ছেন, তাঁদের জন্য ২০২৬ নিয়ে এসেছে এক অদ্ভুত সুন্দর ট্রেন্ড— 'স্লিপ ট্যুরিজম' বা 'স্লিপিহেড' ভ্যাকেশন।

স্লিপ ট্যুরিজম : যখন ঘুমই গন্তব্য

শুনতে অবাক লাগলেও, ২০২৬-এর সবথেকে স্মার্ট ট্রাভেল ট্রেন্ড হল স্রেফ ঘুমানোর জন্য কোথাও ঘুরতে যাওয়া। সারা বছরের ল্যাপটপ-স্মার্টফোনের নীল আলো আর ই-মেল-নোটিফিকেশনের চাপে আমাদের ঘুম আজ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি। তাই মানুষ এখন এমন সব গন্তব্য খুঁজছে যেখানে পাহাড়ের শান্ত হাওয়া আর নিস্তব্ধতা ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। এটি অলসতা নয়, বরং এটি হল মানসিক ও শারীরিক 'রিকভারি'। ২০২৬-এর আধুনিক পর্যটকরা কোনও লাক্সারি হোটেলের ঘর নয়, বরং বেছে নিচ্ছেন পাহাড়ের কোনও নির্জন হোমস্টে, যেখানে জানলা খুললে মেঘ ঢুকে আসে আর রাতভর ঝিঁঝির ডাক লোরির মতো কাজ করে। এখানকার ইউএসপি হল— আরামদায়ক বিছানা, ভেষজ সুগন্ধি এবং ঘড়ি ছাড়া একটি দিন। যেখানে সকাল সাতটার অ্যালার্ম নেই, আছে শুধু নিজের ছন্দে জেগে ওঠা।

যেখানে নেটওয়ার্ক নেই, আছে প্রাণ

২০২৬-এর ট্রাভেল ডায়েরিতে সবথেকে কাঙ্ক্ষিত জায়গা সেগুলোই, যেখানে আপনার মোবাইলের সিগন্যাল বার দেখাবে 'নো সার্ভিস'। উত্তরবঙ্গের বক্সা পাহাড়ের ছোট ছোট গ্রাম কিংবা ডুয়ার্সের একেবারে ভেতর দিকের জনবসতিহীন কোনও চা বাগানের বাংলো এখন পর্যটকদের নতুন স্বর্গ। বক্সার সেই চড়াই উতরাই পথ বেয়ে কোনও পাহাড়ি গ্রামে পৌঁছে যখন আপনি দেখবেন আপনার স্মার্টফোনটি কেবল একটি কাচের টুকরো ছাড়া আর কিছু নয়, ঠিক তখনই শুরু হয় আসল 'অফ-দ্য-গ্রিড' অভিজ্ঞতা। ডিজিটাল ডিটক্স-এর জন্য এর চেয়ে বড় সুযোগ আর নেই। নেটওয়ার্ক না থাকায় আপনি বাধ্য হন পাশের মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে, পাহাড়ি ঝোরার শব্দ শুনতে বা স্রেফ চুপ করে বসে পাইন গাছের পাতায় বাতাসের খেলা দেখতে। এই 'অফ-বিট' জীবনের স্বাদই হল ২০২৬-এর প্রকৃত লাক্সারি।

রাত যখন কথা বলে

দিনের আলোয় পাহাড়ে ঘোরা তো পুরোনো গল্প। ২০২৬-এ ট্রেন্ড হল 'নকটারনাল ট্যুরিজম' বা রাত্রিকালীন ভ্রমণ। ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গলের ধার ঘেঁষে কোনও ওয়াচটাওয়ারে বসে রাত কাটানো কিংবা পরিষ্কার আকাশে তারা দেখার নেশায় এখন বুঁদ আধুনিক পর্যটকরা। উত্তরবঙ্গের পরিষ্কার আকাশ অ্যাস্ট্রো ট্যুরিজমের জন্য আদর্শ। কালিম্পং বা কার্সিয়াংয়ের কোনও নির্জন বারান্দায় টেলিস্কোপ নিয়ে বসে নক্ষত্রমণ্ডলী খোঁজা এখন অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। এছাড়া গাইডকে সঙ্গে নিয়ে 'নাইট হাইকিং' বা রাতে জঙ্গলের মেঠো পথে হাঁটাও এক নতুন ট্রেন্ড। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের রূপ কেমন হয়, কিংবা রাতের জঙ্গলে বুনো ফুলের গন্ধ কেমন মাতাল করে দেয়— এই অভিজ্ঞতাগুলো আপনার ২০২৬-এর ডায়েরিকে সমৃদ্ধ করবে।

বর্তমান প্রজন্মের কাছে ভ্রমণ মানে আর কেবল সেলফি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা নয়। এখনকার ট্রেন্ড হল 'স্লো ট্রাভেল'। মানুষ এখন ভিড় থেকে দূরে এমন এক নীরবতা খুঁজছে যা তাকে নতুন করে চার্জ করতে পারে। ২০২৬-এর স্মার্ট লিভিং-এ আমরা বুঝেছি যে, মাঝেমধ্যে হারিয়ে যাওয়াটাই আসলে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সেরা উপায়। পাহাড়ের সেই সব অফ বিট গ্রামগুলিতে এখন আর পর্যটকদের কোলাহল নেই, আছে এক শান্ত সমর্পণ। সেখানকার লোকাল খাবারের স্বাদ, কাঠে রান্না করা খাবারের ধোঁয়া আর পাহাড়ের মানুষের আতিথেয়তা কোনও ফাইভ স্টার হোটেলের থেকে অনেক বেশি দামি। নতুন বছরের রেজোলিউশনে এবার তবে থাকুক এক অন্যরকম ভ্রমণের অঙ্গীকার। ভিড়ভাট্টা আর জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পট ছেড়ে পা বাড়ান সেই সব জায়গায়, যাদের নাম মানচিত্রেও হয়তো অস্পষ্ট। আপনার ২০২৬-এর ডায়েরিটা হোক এমন সব গল্পের, যেখানে কোনও ওয়াইফাই ছিল না কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সব থেকে শক্তিশালী।

পূর্ণ হোক প্রত্যাশার ঝাঁপি

উমা মাজী মুখোপাধ্যায়

২০২৫ পেরিয়ে ২০২৬-এ পদার্পণ করতে চলেছে আমাদের পৃথিবী। ২০২৫ সালে আমরা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষিতে একের পর এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সংঘাত, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে মৌলবাদের অমানবিক উত্থান, নেপালে জেন জেড-এর বিদ্রোহ; আমাদের রাজ্যে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়া, প্রায় ৮ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবলুপ্তি, পহলগামে নৃশংস জঙ্গি হামলা—এ সব মিলিয়ে দেশজুড়ে মৌলবাদী আবহ আমাদের সুস্থ, সচ্ছল জীবনে কালো ছায়া ফেলেছে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কলুষমুক্ত এক ২০২৬ দেখার প্রত্যাশা নিয়েই আমাদের এগোতে হবে।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যায় বটে, কিন্তু গভীর ক্ষতে কাঁটা দিয়েই চিকিৎসা করা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও অধ্যবসায়। আমরা প্রায় দুশো বছর আগে নবজাগরণের আলো পেয়েছি। হ্যাঁ, আমরা—বাঙালিরা—উনিশ শতক থেকেই আধুনিক ভারত, আধুনিকতা ও নবজাগরণকে বিকশিত করেছি। এ আমাদের গর্ব। বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুকুমার, সত্যজিৎ রায়ের ধারায় আমরা সমৃদ্ধ। এই ঐতিহ্যকে আরও পুষ্ট করতে হবে, আরও গভীরে সিঞ্চন করতে হবে।

আজ সরকারি স্কুলে পড়তে চাইছে না অনেকেই। যাঁরা একটু সচ্ছল, তাঁরা ভিটেমাটি বিক্রি করেও সন্তানদের ইংরেজিমাধ্যম বেসরকারি স্কুলে পাঠাতে চান। ফলে সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো আরও মজবুত করা জরুরি। যথেষ্ট শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, নজরদারি বাড়াতে হবে, যাতে শিক্ষকরা দায়িত্ব এড়াতে না পারেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থাও হতে হবে আরও কড়াকড়ি। ইংরেজিকে গুরুত্ব দিয়ে ক্লাস ফাইভ থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করা এবং ক্লাস ওয়ান থেকেই মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শেখানো প্রয়োজন। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন না ঘটলে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন হবে। শিশুরা দেশের মাটির সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঘনাদা, টেনিদা, হাঁদা ভোঁদা না পড়ে যদি তারা শুধু হ্যারি পটারেই বড় হয়, তবে দেশের সঙ্গে তাদের যোগ তৈরি হবে না। এই দুঃসময়ে পাশের সরকার পোষিত স্কুল থেকে ২৩ জানুয়ারি, ১৫ অগাস্টে শোভাযাত্রা বেরোতে দেখা বা 'আমার সোনার বাংলা' কিংবা 'ও আমার দেশের মাটি' গান শুনলে মন ভরে ওঠে—এটাই আশার আলো।

উচ্চশিক্ষার প্রতিও আজ এক ধরনের অনীহা তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে জেনারেল স্ট্রিমে। একে উপেক্ষা করলে দেশ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। মোবাইল ফোনের অপব্যবহারে এই প্রজন্মের বই পড়ার অভ্যাস এমনিতেই প্রায় উবে গিয়েছে। শুধু ভোকেশনাল শিক্ষার দিকেই যদি তরুণদের ঠেলে দেওয়া হয়, তবে জাতি হিসেবে আমরা আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ব। তাই জেনারেল ডিগ্রি কলেজগুলিতে ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

এক অন্ধ, দুর্বৃত্তপরায়ণ, অমানবিক মৌলবাদের জবাব আরেক মৌলবাদ হতে পারে না। তার প্রতিষেধক মানবতার আরও দৃঢ় ভিত্তি। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকে আরও আঁকড়ে ধরতে হবে—'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, এই আকাশে।'

বাংলাদেশে বিধ্বংসী মৌলবাদ ছায়ানটের মতো এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করেছে। কিন্তু আশার কথা, ছায়ানটের শিল্পীরা এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে গাইতে রাস্তায় নেমেছেন, জীবন বিপন্ন করেও। মৌলবাদের প্লাবনের মধ্যেও বাংলাদেশে এখনও মানবতাবাদীদের মশাল টিমটিম করে জ্বলছে। তাঁরা আজও জীবন বিপন্ন করে মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই দুঃসময়ে এই সংস্কৃতিপ্রেমী, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের পাশে আমাদেরও পা মেলাতে হবে।

ভয় নেই। রবীন্দ্রনাথই আমাদের ভরসা, আমাদের মুক্তি, আমাদের আনন্দ, আমাদের জীবন।

THE MIKE SUPPLY CORPORATION (INDIA)
Since 1953
AHUJA JBL YAMAHA
All types of Musical Instruments, Studio Equipments, Speakers, Microphones, Liner-array, Cables & all related products and accessories are available under a roof.
RAJA RAMMOHAN ROY ROAD, HAKIMPARA, SILIGURI
96355-95350, 78119-95350, 0353-2524629

EIILM-Kolkata
Jalpaiguri Campus
Affiliated To Raiganj University
Admission 2026-27
Courses Offered
BBA (H) in Finance, Marketing & HR
BBA (H) in Hospital Management
BBA (H) in IT & ITES
ELIGIBILITY as per Raiganj University norms
LIMITED SEATS HURRY UP !
BBA (H) in Travel & Tourism Management
BCA Bachelor of Computer Application
MBA (Industry Integrated)
Times School
TIMES BBA EDUCATION RANKING SURVEY 2025
Proven Placement Success
It's been over a month now since I started working at Aludecor Lamination Pvt. Ltd., and the experience so far has been wonderful. I got this job through the campus placement of EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus.
As an MBA student specializing in HR/Marketing, my professors and the placement team helped me through rigorous training and prepared me to secure the best placement.
Thank you, EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus, for your support.
– Shreya Bhowmik
A Few of Our Internship & Placement Partners:
Why Choose Us?
- Strong Academic Foundation,
- Real-World Industry Exposure,
- Industry-Oriented Certification Courses,
- Soft Skills & Professional Grooming,
- Expert-Led Industry Sessions,
- Success Factor Plus Program,
- 100% Placement Assistance,
- Social Responsibility & CSR Activities,
- Rich & Modern Infrastructure,
- Scholarship, Educational Loan & Student Credit Card Support.
Campus- (I): EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus, Pandapara-Kalibari, Pandapara, Jalpaiguri, Pin-735132.
Campus- (II): EIILM-Kolkata, Jalpaiguri Campus, 2nd Floor, Rudra Complex, Shilpa Samiti Para, Jalpaiguri, Pin-735101.
www.eiilm-jc.in | +91 82500 31303 | infoeiilmjc@gmail.com

২৫+ সফল প্রতিস্থাপন:
উত্তরবঙ্গে কিডনি চিকিৎসায় নতুন ভোরের সূচনা

জীবন ফিরে পাওয়ার ২৫টি গল্প

নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে আমরা শুধু চিকিৎসাই করি না, রোগীদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পাশে দাঁড়াই। আমাদের অভিজ্ঞ ট্রান্সপ্লান্ট টিমের যত্ন ও সহযোগিতায় ইতিমধ্যে ২৫টিরও বেশি কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এই পথচলায় রোগীদের সাহস ও বিশ্বাসই আমাদের এগিয়ে চলার প্রেরণা।

ডায়ালাইসিসের গণ্ডি পেরিয়ে এক নতুন পৃথিবী:
প্রতিটি সফল প্রতিস্থাপনের সাথে সাথে আমাদের রোগীরা ফিরে পেয়েছেন তাঁদের সামাজিক, পারিবারিক ও কর্মমুখর জীবন।

কিডনি প্রতিস্থাপনের পর আপনিও ফিরে পেতে পারেন:
ডায়ালাইসিসের সাপ্তাহিক রুটিন থেকে মুক্তি।
নিয়মিত হাঁটাচলা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা এবং হালকা ব্যায়াম করার ক্ষমতা।
পরিবারের সাথে আনন্দঘন মুহূর্ত কাটানো এবং আবার কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়া।

দাবিত্যাগ : কিডনি প্রতিস্থাপনের সাফল্য রোগীর সামগ্রিক স্বাস্থ্য, চিকিৎসার ইতিহাস এবং অস্ত্রোপচার পরবর্তী নিয়মমাফিক ওষুধ সেবনের ওপর নির্ভর করে। সকল অস্ত্রোপচারের কিছু সহজাত ঝুঁকি থাকে। আপনার শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত মূল্যায়নের জন্য দয়া করে আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করুন

Neotia Getwel Multispecialty Hospital
Emergency 0353 660 3030
Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri

এআই যখন পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

২০২৬-এর স্মার্ট লিভিং

প্রতি মুহূর্তে জীবন বদলে চলেছে। প্রযুক্তিকে ছাড়া এখন এক মুহূর্তও কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া বড় বিষয় হল প্রযুক্তি এখন আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। নতুন বছরে এই বন্ধুত্ব আরও বাড়বে। বার্তা দিলেন **সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়**।

কল্পনা করুন একটি মিষ্টি শীতের সকাল। জানলার পর্দাটা আলতো করে সরে গেল, আর আপনার স্মার্ট স্পিকার খুব নীচু স্বরে আপনার প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত বা জ্যাজ প্লেলিস্টটি চালিয়ে দিল। আপনি বিছানা ছাড়ার আগেই আপনার স্মার্টওয়াচ জানিয়ে দিল, কাল রাতের ঘুমটা বেশ গভীর হয়েছে, তাই আজ দিনটা বেশ এনার্জিটিক যাবে। রান্নাঘরে যাওয়ার আগেই কফি মেশিন আপনার পছন্দের কড়া 'ব্ল্যাক কফি' তৈরি করে রেখেছে। কোনও ম্যাজিক নয়, এটাই ২০২৬ সালের স্বাভাবিক সকাল। আর এই পুরো নেপথ্য কারিগরটির নাম— এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

রোবট নয়, এআই এখন আপনার ছায়া

কয়েক বছর আগেও আমাদের ধারণা ছিল এআই মানেই হয়তো যান্ত্রিক কোনও রোবট যে মানুষের মতো কথা বলবে। কিন্তু ২০২৬-এ এসে আমরা বুঝতে পারছি, এআই আসলে কোনও দৃশ্যমান যন্ত্র নয়, বরং এক অদৃশ্য জাদুকর যা মিশে আছে আমাদের স্মার্টফোনে, চশমায় কিংবা ঘরের দেওয়ালে। আগে আমরা এআই-কে প্রশ্ন করতাম, এখন এআই আমাদের প্রয়োজন বুঝতে পারে। একেই প্রযুক্তিবিদরা বলছেন 'এজেন্টিক এআই' (Agentic AI)। সকালবেলা যখন আপনি অফিসের জন্য বেরোনোর তোড়জোড় করছেন, আপনার স্মার্টফোন নিজে থেকেই ট্রাফিক চেক করে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে যে আজ পাঁচ মিনিট আগে বেরোনোই ভালো। এমনকি আপনার গাড়ির এসি-টাও আগে থেকে অন করে রাখছে যাতে আপনি আরামদায়ক এক যাত্রা শুরু করতে পারেন। এটি কেবল নির্দেশ পালন নয়, বরং আপনার জীবনযাত্রার ধরন বা প্যাটার্ন বুঝে নিয়ে নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া।

স্মৃতির ভিড়ে যখন এআই দক্ষ লাইব্রেরিয়ান

আমরা এখন ছবি তুলতে ভালোবাসি। আমাদের ফোনের গ্যালারিতে হাজার হাজার ছবি জমে থাকে। কিন্তু দরকারের সময় সেই নির্দিষ্ট ছবিটি খুঁজে পাওয়া ছিল খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মতো। ২০২৬-এর স্মার্টফোন এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে এক নিমেষে। এখন আপনাকে আর স্ক্রল করতে হয় না। আপনি ফোনে কেবল বললেন, 'গত বছর শিলিগুড়ির সেই বৃষ্টির দিনে নীল পাঞ্জাবি পরে তোলা ছবিটা দেখাও তো'— ব্যাস! এআই আপনার ফোনের লক্ষাধিক ছবির মধ্যে থেকে কয়েক সেকেন্ডে সেটি আপনার সামনে হাজির করবে। শুধু তাই নয়, এআই এখন আপনার রুচি অনুযায়ী সেরা ছবিগুলো দিয়ে নিজে থেকেই তৈরি করে দিচ্ছে অসাধারণ 'মুভি কোলাজ' বা 'ডিজিটাল অ্যালবাম'। আপনার তোলা কাঁচা হাতের ছবিকে পেশাদার ফোটোগ্রাফির রূপ দিতেও সে এখন ওস্তাদ। লাইটিং ঠিক করা বা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে অপ্রয়োজনীয় মানুষ সরিয়ে ফেলা এখন মাত্র এক সেকেন্ডের কাজ।

প্রাইভেসি যখন আপনার হাতের মুঠোয়

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, 'আমার সব তথ্য কি তবে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ছে?' এখানেই ২০২৬-এর সবচেয়ে বড় চমক— 'অন-ডিভাইস এআই'। আগে এআই কাজ করার জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে ক্লাউড সার্ভারের সাহায্য নিত। কিন্তু এখনকার স্মার্টফোনগুলো নিজেই এত শক্তিশালী যে, আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ফোনের বাইরে কোথাও না পাঠিয়েই এআই সব কাজ করতে পারে। এর মানে হল, আপনার ঘরের কথা বা আপনার ব্যক্তিগত ডায়েরি ফোনের ভেতরেই সুরক্ষিত থাকছে। আপনার এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট আপনার সম্পর্কে সবকিছু জানলেও সেই তথ্য ইন্টারনেটে পাচার হওয়ার ভয় নেই। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রেখেই আপনার জীবনকে স্মার্ট করে তুলছে এই প্রযুক্তি। এটি যেন আপনার এমন এক বিশ্বস্ত সেক্রেটারি, যে আপনার সব গোপন খবর জানে কিন্তু কাউকেই তা বলবে না।

কাজের মাঝে সৃজনশীলতার ছোঁয়া

২০২৬-এর কর্মব্যস্ত জীবনে এআই আমাদের দিচ্ছে সবথেকে মূল্যবান জিনিস— 'সময়'। ই-মেল ড্রাফট করা, লম্বা রিপোর্টের সামারি তৈরি করা বা মিটিংয়ের নোট নেওয়ার মতো একঘেয়ে কাজগুলো এখন এআই-এর জিম্মায়। ফলে মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের সৃজনশীল কাজে বেশি সময় দিতে পারছি। আপনি হয়তো একজন লেখক, সাংবাদিক বা শখের আলোকচিত্রী— আপনার এআই আপনার জন্য তথ্যের পাহাড় ঘেঁটে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স এনে দিচ্ছে, যাতে আপনি আপনার মূল সৃষ্টিতে মন দিতে পারেন। এমনকি শপিং-এর ক্ষেত্রেও এআই এখন এক অনন্য পরামর্শদাতা। আপনার আলমারিতে কী ধরনের পোশাক আছে এবং বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ড কী— এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আপনার স্মার্টফোনই সাজেস্ট করছে আজ কোন অনুষ্ঠানে কী পরলে আপনাকে সবথেকে আকর্ষণীয় দেখাবে।

নতুন বছরের এই লগ্নে দাঁড়িয়ে একটা কথা পরিষ্কার— প্রযুক্তি আমাদের গ্রাস করতে আসেনি, এসেছে আমাদের ক্ষমতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে। ২০২৬ সালে এআই কেবল আমাদের হাতে থাকা একটা টুল নয়, বরং আমাদের জীবনযাত্রার এক অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। এটি আমাদের আরও দক্ষ করে তুলছে, আরও গোছানো করে তুলছে। সকালের এক কাপ ব্ল্যাক কফি হাতে নিয়ে যখন আপনি আপনার স্মার্টফোনের দিকে তাকাবেন, মনে রাখবেন— আপনার সেই ছোট যন্ত্রটির ভেতরে থাকা অদৃশ্য মস্তিষ্কটি কিন্তু সারাক্ষণ সজাগ রয়েছে আপনার দিনটিকে আরও সুন্দর, আরও মসৃণ করে তোলার জন্য।

স্বাগতম ২০২৬! স্বাগতম এক বুদ্ধিদীপ্ত ভবিষ্যতের নতুন ভোরে।

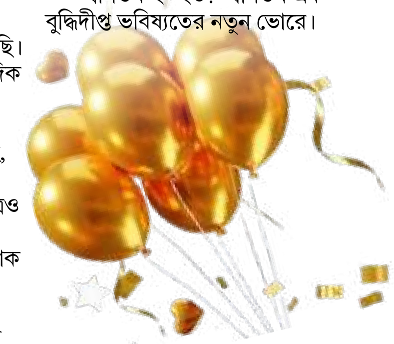

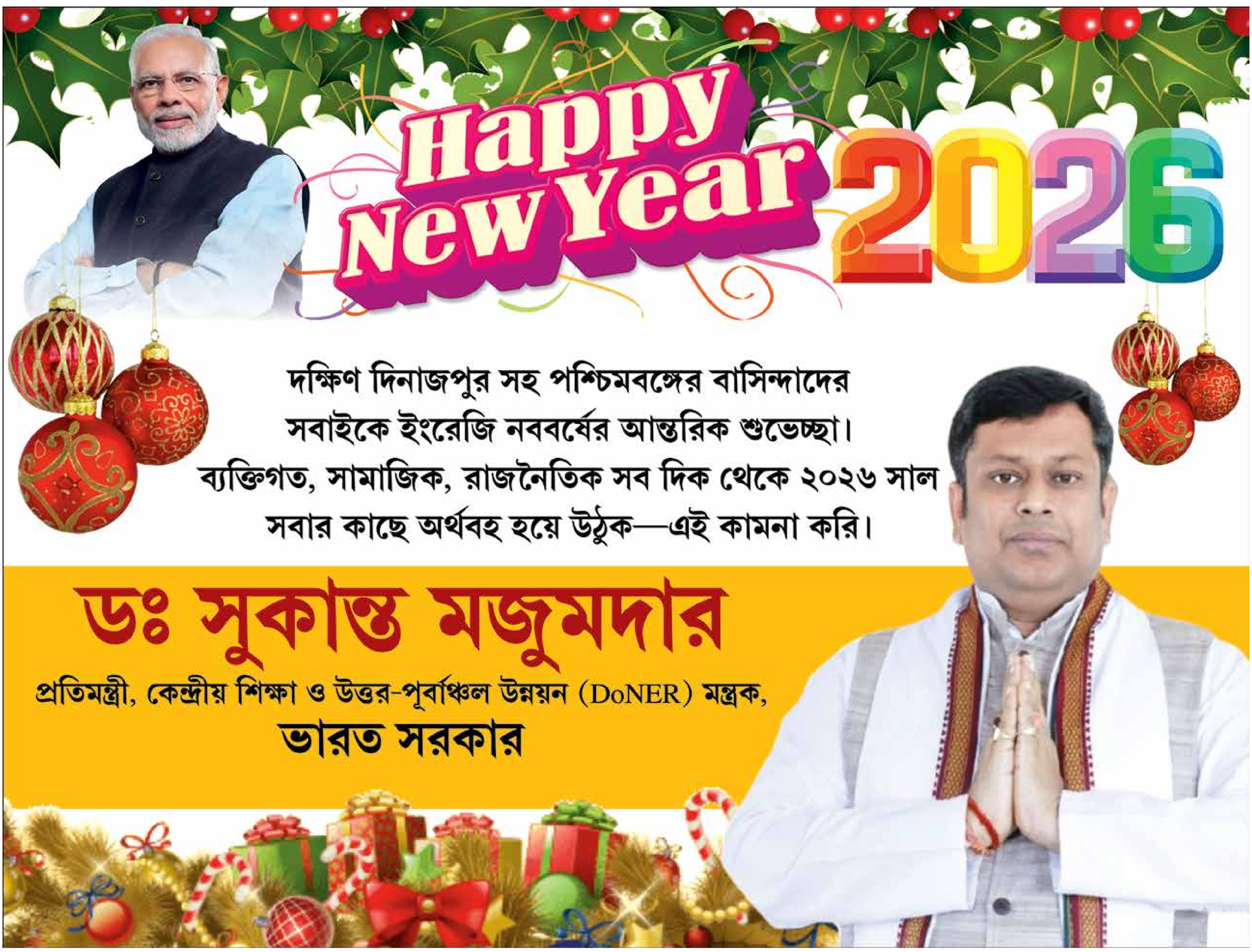

পয়লায় নেই এতটুকুও ময়লা

সময়ের কোপে কত কিছুই না বদলে গিয়েছে। তবুও পয়লা জানুয়ারি এলে আমরা সেই চিরকালের অভ্যাসেই আজও এক বিভাময় উত্তরকালের স্বপ্ন দেখি। লিখলেন গৌতমেন্দু রায়

নমস্কার। আমি হরি সাঁতরা। পিতৃদত্ত নাম হরিহর কিন্তু গণিতে আমার বেদম ভয় বলে জীবনের অঙ্ক থেকে লব আর হর দুটোই তুলে দিয়েছি। এখন আধার কার্ড অথবা ভোটার কার্ডে আমি শুধুই হরি সাঁতরা। সেই 'আমি'-তে লব-এর কোনও লবি নেই। হর-এর কোনও হররও নেই। শুধু পদবিটা নিয়ে আমি খোলসা করে দু'-তিনটে কথা বলতে চাই। যাকে ইংরেজিতে বলে ডিসক্লেইমার। এই ভবসাগরের অথইজলে হাবুডুবু খেতে খেতে আমি নিজেই সাঁতার শিখেছি। আমাকে কেউ কখনও বলেনি 'তুই সাঁতরা'। আমি নিজের তাগিদেই সাঁতরেছি আজন্মকাল। তবুও প্রজন্মগতভাবে, আমি সাঁতরা।

মেদিনীপুরের ময়নায় ছিল আমার বাড়ি। আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি ময়নাতদন্ত করে দেখতেই পারেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। যদি তদন্ত করতে গিয়ে দেখেন সেই গ্রামে দুজন হরি ছিল কিংবা দুজন হরিজন ছিল তাতে আশ্চর্য হবেন না প্লিজ। আসলে এই মানবজগৎটা তো হরির হরিহর আত্মা। তাই একাধিক হরি আবিষ্কার হয়ে গেলে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

অন্য যে হরির কথা এইমাত্র বললাম তার নাম ছিল হরিপদ পাল। সে-ও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে পদ-এর আপদটিকে বিসর্জন দিয়েছে বলে শুনেছি। 'শুনেছি' বলছি এই কারণে যে, তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বহুদিন ধরে বিচ্ছিন্ন। যদিও এক সময় সে আমার প্রাণের বন্ধুই ছিল। এখন যে আবার নতুন করে বন্ধুর সম্পর্কের পুনরাভিষেক হবে সেই পথটিও বন্ধুর। অর্থাৎ এবড়োখেবড়ো। সেই যে একটা গান আছে না? 'এই বন্ধুর পথে এলে তুমি বন্ধু /এলেই যখন হাতে কেন বন্দুক!'

শোনেননি কখনও গানটা? অবশ্য না শোনারই কথা, কারণ Gun নিয়ে এই গানটা কেউ কখনও লেখেননি। আমি এইমাত্র রচনা করলাম। যা বলছিলাম, বন্ধু হরির সঙ্গে সম্পর্ক হারানোর একটা কারণ আছে। খড়্গপুর আইআইটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে সে পার হয়েছে সাতসাগর। আবারও সেই গানের কথাই এসে যাচ্ছে, 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার করো আমারে।' এই গানটাও আমি লিখিনি। লেখা উচিত ছিল। কিন্তু আমার আগেই, উনিশ শতকে, সেটি লিখে ফেলেছেন লালনের শিষ্য কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। কিন্তু আপনারা খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে ত্র্যহস্পর্শযোগের বিষয়টা লক্ষ করুন। এখানে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং প্রথম পুরুষ-ও সেই হরি। প্রেমানন্দে বলো হরি হরিবোল। আপনাদের মধ্যে কেউ চাইলে এই বিষয়টিকে 'হরিবল' বলতেই পারেন। তাতে আমার কোনও ওজর আপত্তি ধোপে টিকবে না।

বন্ধু হরির কথা বলতে গিয়ে পথ ভুলে লালন ফকিরের ডেরায় চলে গেলাম। এটাই আমার অসুবিধে। যে শব্দগুলো লিখব বলে মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠে লালন করছিলাম সে সব হারিয়ে ফেলে আমার নিজেরই এখন ফকিরের দশা। অনেক কথা বলেছি বলে ভাবি, পরে আবিষ্কার করি কোনও কথাই বলা হয়ে ওঠেনি। আবার সেই গানের লিরিক দিয়েই তার উপমা দিতে হচ্ছে। 'অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি'... না, এটাও আমি লিখিনি, আর এক হরি, কাঙাল হরিনাথও লেখেননি। লিখেছেন স্বয়ং কবিগুরু। আজ্ঞে হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাই বলছি।

গীতাঞ্জলিতে আছে। প্রেম পর্যায়ে। মিলিয়ে নেবেন।

সহ্যের একটা সীমা আছে! আমার নিজেরই বিস্তর ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। বন্ধু হরির কথা বলতে গিয়ে আমি এই ভৈরবী রাগের গানটি নিয়ে পড়লাম। এবার সব গানের তাল সুর লয় বাদ দিয়ে আসল কথায় আসবই আসব।

আমার সেই বন্ধু হরি যেন চিরহরিৎ। বরাবরই সে ছিল উজ্জ্বল। আমি এখন থাকি জালি বিষ্ণুপুরে। আর সে থাকে নিউ ইয়র্কে। ওদেশে হরির চাইতে যিশুর সমাদর বেশি। তাই সে নাম আর পদবি হরির পাদপদ্মে সমর্পণ করে হয়েছে হ্যারি। পাল বংশের দ্যুতিময় রত্নটি এখন পালের গোদা নয়। সে হয়ে গেছে পল। হ্যারি পলের সঙ্গে সে কারণেই যোগাযোগ করতে আমার কুণ্ঠা হয়। তাই সেই পথ আর মাড়াই না।

কিন্তু পয়লা জানুয়ারি এলেই ওর কথা আমার মনে পড়ে। 'শুভ ১লা জানুয়ারির শুভেচ্ছা' লিখে ও আমাকে নিজের হাতে বানানো কার্ড দিত। আমিও দিতাম অবশ্য। এখন এই ১লা এলে আমি ভীষণ একলা হয়ে পড়ি। বেচারি হ্যারিও হয়তো অমিত ঐশ্বর্যের মধ্যেও একলা।

পয়লা জানুয়ারি এলে আমরা এক বিভাময় উত্তরকালের স্বপ্ন দেখি। পয়লার এই স্বপ্নে কোনও ময়লা নেই। হ্যারি, হরি, টম, ডিক, বিশু, পুঁটি, মালতী, কামিনী, অ্যামেলিয়া, ক্যামেলিয়া, সব্বাই ভালো থাক। এই হরি এবং ওই হ্যারির দেশে সকলেই যেন নতুন ইংরেজি বছরটাকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়।

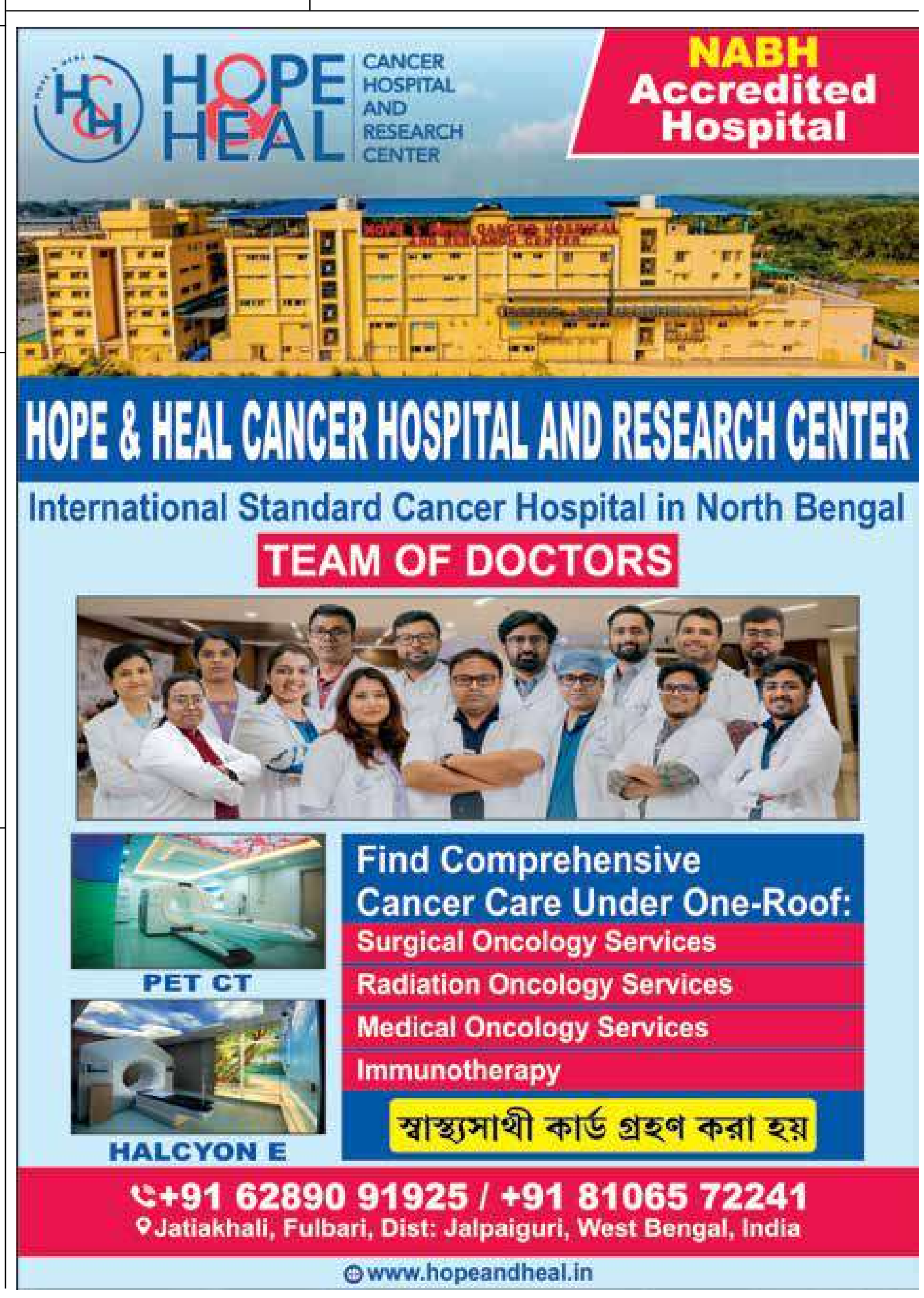

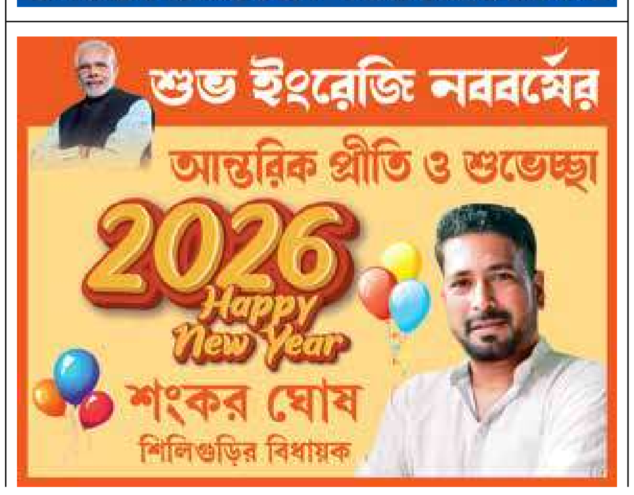

পথে পথে ফুল ফুটুক পাথরে

নানা অভিজ্ঞতায় আমরা বিদ্ধ হই, আবার একইসঙ্গে হই ঋদ্ধও। নতুন বছর নতুনভাবে পথ চলার দিশা দেখায়। লিখলেন **মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস**

নতুন বকুল ফুল, নতুন জীবনের মহার্ঘ দু'হাতে তুলে নিয়ে জয়পতাকা হাতে চলতেই হয় আমাদের। চলতে চলতেই লেখা হয় বদলের ইতিহাস। সংগীতে, সাহিত্যে, শিল্পকলা, অঙ্কন, খেলাধুলো, নাট্যাভিনয় কোথায় না পরিবর্তন এসেছে! আমরা ফেলিনি কিছুই। অতীতে মুখ ফেরানো মানুষও চাঁদ সদাগরের মতো নতুন যুগের নব প্রোডাক্টিভিটি, নতুন সবকিছু দু'হাতের করতলে চেপে ধরে জয়োল্লাসে সঙ্গ দিয়েছে। আমরা গত কয়েক দশকের ক্রমশ বেড়ে যাওয়া হিংস্রতা, সংক্রামক ব্যাধি, অদ্ভুত নতুন সুর সংযোজন গীতভাষ্য বছর বছর অন্তরে ধারণ করে অভ্যস্ত হয়েছি। ফেসবুকীয় সাহিত্য যেমন, তেমনি মুদ্রিত অক্ষরের প্রকাশিত ছায়াসঙ্গী গদ্য, কবিতার ভিতরে ঢুকেছি, যেখানে হালকা বাতাস লেগেছে শরীরে, সরিয়ে রেখেছি আলতো আঙুলে। ফেলে দিইনি কিছুই। সাহিত্যের 'ইজম' বাদ পড়াশোনা করে জেনেছি অতীত পৃষ্ঠা থেকে, বর্তমানকে সাগ্রহে জানতে চেয়েছি, ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে তারই উপর ইমারত বানিয়ে।

আর অপেক্ষার পর্ব কাটিয়ে, ২০২৫-এর সাদা কালো এপিসোডগুলি সরিয়ে রাখি। সুর, কথা, কাজ নিয়ে মিলেমিশে নতুন ভাইবোন সন্তানতুল্যরা যান্ত্রিক আঙুলের দাগে অথবা এআই-এর সাহায্যে কিংবা নিজেরাই একডালা অক্ষর, ভাষা, গান নিয়ে ঢুকে যাবে হৃদয়ে। জেন জেড-রা ইতিমধ্যেই ভালো যা কিছু বুঝিয়ে শুনিয়ে দিয়েছে। আমরা নতুন করে বিশ্বাসী হয়ে উঠছি দ্রুত। একইসঙ্গে পুরোনো ভাবনা, ঐতিহ্য, ইতিহাসকে মিলিয়ে নতুন জাগরণ ঘটছে। এভাবেই একটা দিনের সঙ্গে অন্যদিনের পার্থক্য দেখি। ঘটে যায় চমৎকারিত্ব। পুরস্কার পুরস্কার খেলা বেশ কিছু বছর ধরে চলছে। প্রকৃত গুণী চিনে নিতে আঙুল ওঠে না। স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। যেসব লেখক, শিল্পী, মহৎজন চোখের আড়ালে চলে যান তাঁদের ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলে বাঁচি। কতগুলি অর্থহীন লাইনকে কবিতা বা গদ্যের বেড়াজালে বাঁধিয়ে নিয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকি, 'আহা! কী পড়িলাম! ইহাই যেন নতুনদেরও মন্ত্র হয়।' ব্যাস, দাও দু'-একখানা দারুণ পালক পরিয়ে। মাথায় তুলে রাখো। আর নতুনেরা নিজস্বতা ভুলে তাকে পুজো করো... আসছে তোমাদেরও দিন।

২০২৫ পর্যন্ত মাত্রাছাড়া ভালোবাসা (?) দেখছি পাশ্চাত্যের প্রতি। বাংলা ভাষা কিংবা তার রত্ন ঐশ্বর্যকে ইচ্ছে করে ভুলছি নতুন খনির সন্ধানে। তাঁদের আবিষ্কার তোলা থাক। বাংলার ইতিহাস, বাঙালির নিজস্ব সৃষ্টি চলন জেনে নিতে বলি। পথের সন্ধান দিতে পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ...সংস্কৃত থেকে বাংলায় ঈশ্বরচন্দ্রের অনুবাদ, যুগসন্ধির কবি, আখ্যানকার ভারতচন্দ্রকে চিনি। বিহারীলাল, মধুসূদন পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর আধুনিকতায় স্পষ্ট স্নান করি। পরবর্তী নতুন যুগগুলি চিনি। তারপর অক্ষর চাষে মন দিই।

২০২৬ হোক না নতুন দিগন্তের সুর ছন্দে ভরপুর, আর মানুষ চেনার রাস্তা। আসলে নিজস্ব সাহিত্য, শিল্পের ইতিহাস সমৃদ্ধ করে অহরহ। লক্ষ করি আমাদের প্রত্যন্ত গাঁ-গঞ্জের হেমন্তের ফসল তোলার গান, মা-ঠাকুমার বিস্মৃত লোককথা, ব্রতগান। সাগ্রহে প্রদীপের আলোটুকু বুকে আগলে রেখে নতুন পথের অগ্রপথিক হয়ে ওঠার সাধনায় ব্রতী হওয়া যায় অনায়াসেই। প্রকৃতি হোক আমাদের পরীক্ষাগার। বিশুদ্ধ হাওয়ার পালে, দাঁড় ছোটদের হাতে তুলে দিই। উচ্চারণ করি শুদ্ধ স্বর স্বরলিপিতে রবীন্দ্রনাথকে। নজরুলকে চিনি নতুন করে, শুধু বিদ্রোহে নয়, প্রেমে। রক্তমাংসের মানুষের মতোই। পুরাণকথা চিনি ছন্দে, অলংকার আর সুরে।

২০২৬-এর পাখির কলকণ্ঠে ভোর হোক এমনই উজ্জ্বল যেখানে মানুষের মুখ হিংসার ঊর্ধ্বে আত্মাকে ছুঁয়ে যায়। নতুন সূর্য, আলো আর চিত্র মায়ায় অগ্রপথিক হয়ে উঠুক। ভালোবাসি তাই নতুন আলো তোমাকে।

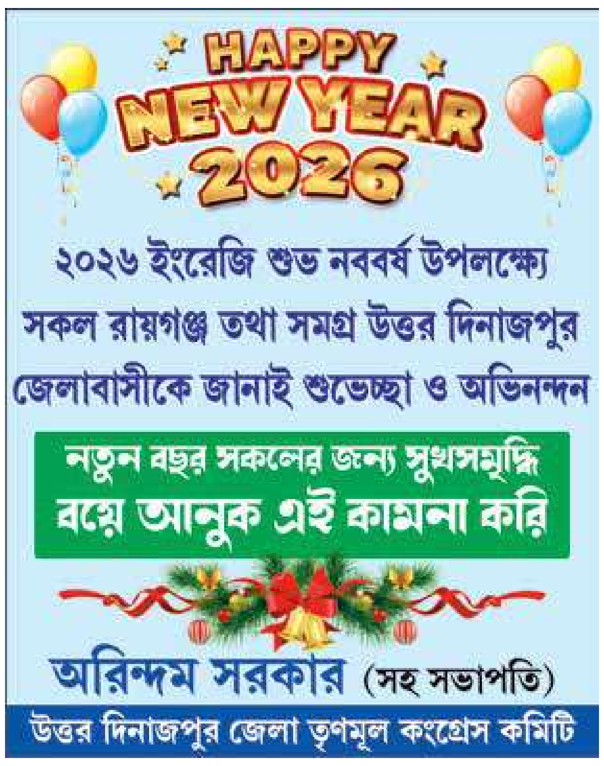

লড়াইয়ে বাঁচার আনন্দ ওঁদের

দেশে জনজাতির একটা অংশ এখনও সেই তিমিরে। নতুন বছরের আনন্দ তাঁদের ছুঁতে ব্যর্থ। লিখলেন রণজিৎ দেব

সূর্যটা পুরোনো নিয়মে আকাশে উদয় হয়, তার আলো সৌন্দর্য ছড়িয়ে আবার সে নিজের নিয়মেই কোনও নদীর ঢালে, অরণ্যের আড়ালে ডুবে যায়। এই সমাজ, মানুষ, মন ও চিন্তা জগতের নিরাপদ ও বন্ধু হয়ে উঠবে কখন, পরম আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হবে কখন? একটা বছর পিছনে ফেলে এই ভাবনার অভিঘাত অহরহ আমাদের মনে করিয়ে দেয়। তেমনি আবার আমরা ভুলেও যাই সবার অলক্ষে – এটাই নিয়ম।

বঙ্গদেশে জন্ম নিয়ে আমরা কাঁটাতারের বেড়াজালে আটকে আছি। মানুষের মধ্যে আমরা কেউ 'ছোট-বড়' নই, আমরা 'ভাই ভাই'। নানা সময়ের সুখ-দুঃখে কাতর হতেই পারি, তাই বলে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কখনোই আমরা ভুলে যেতে পারি না। ধর্মের নামে অধিকার ও সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে দেখছি, নৈতিকতাবোধ আমরা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছি। ভাই ভাইকে অচেনা ও অনাত্মীয় করে যন্ত্রণা, ক্ষোভ, ব্যথা নিয়ে কাটাতে দেখছি। এই সময়টাকে একইসঙ্গে অস্থির ও অনিশ্চিত হতে দেখছি। মননে, জীবনযাপনে সুচিন্তিত ও সুরুচির প্রকাশ আমরা ভুলেই গিয়েছি। চারদিকের ভয়, ঘৃণা, আতঙ্ক প্রতি মুহূর্তে আমাদের গ্রাস করছে।

যদিও ঘৃণা করা মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু ভাবুন তো, রুচিতে, বৈশিষ্ট্যে আমরা বাঙালি জাতিকে দুটি ভাগে ভাগ করে একটি অংশে অপর অংশের অপছন্দের দায়ভার চাপিয়ে নিজেকে কলুষমুক্ত করতে চাইছি কেন? এর পেছনে রয়েছে অযোগ্যতা, অসন্তোষ, পরনিন্দা, হিংসা আর মূর্খতা – একথাটা কি আমরা ভেবে দেখেছি কখনও? কখনও কি ভেবে দেখেছি, অন্তরের ভালোবাসা, অন্তরের সহানুভূতি, অন্তরের আকর্ষণ – এটাই তো হওয়া উচিত আদর্শের ঐক্যানুভূতি। কেন আমরা জাতিধর্মের বিভেদকে বড় করে না দেখে নতুন এক আদর্শের সৃষ্টি প্রয়াসে নীরব থাকতে পারছি না? একসময় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।' এই কথাটাকেও আমরা মহামূল্য হিসেবে মেনে নিতে ভুলে যাই।

যদি ধীরভাবে ভাবি, কিংবা যদি দেখতে পাই, স্বীকার করতেই হবে যে, এক জাতীয়ত্বের আদর্শ আজ আর দেশভক্ত সকল লোককে সমানভাবে টানছে না। বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েও আমরা দেশে এক অখণ্ড ঐক্য গড়ে তুলতে পারি, সেই ঐক্যের মূলে থাকবে কারও প্রতি জোর প্রয়োগ নয়, প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটবে, যেন তা হয়ে ওঠে ঐক্যের ভিত্তি।

যতই দিন যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে, এই সমাজ তুষের আগুনে ধিকিধিকি জ্বলছে, জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎ দাউদাউ করে জ্বলে ওঠার মতো। সীমাহীন দুর্নীতি, অত্যাচার, অন্যায়, ধর্ষণ, হুমকি, অবিশ্বাস, রাগ, ঘৃণার অবয়বে জ্বলছে। সত্য ও সুবিচারের দাবিতে মানুষ পথে নেমেছে। কোথায় গেল ভারতের স্বাধীন গণতন্ত্র, মুক্ত সমাজ, স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা, একমুঠো আহার, উভয় খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষ কী চায়? মানুষ চায় সামাজিক সম্মান, একমুঠো ভাত, নিরাপদে বেঁচে থাকার অধিকার। এর বেশি কিছু চায় না। কিন্তু হিংসা, ঘৃণা, বৈষম্যের স্রোতে সমাজটাই দুর্বল হয়ে পড়ছে। মৌলবাদ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস হয় না।

দেশে জনজাতির একটা অংশ এখনও সেই তিমিরে। তাঁরা কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বালান, বনের ধারে একটুকরো জমিতে শালপাতায় ঘর বাঁধেন, এঁদের নদীর জলে স্নান, ঝোরার জলে পান। বছর আসে, বছর যায়, এঁরা জানেন না। সত্য, মিথ্যার প্রভেদ বোঝেন না। বেঁচে থাকার টুকরো টুকরো লড়াইটাই শুধু বোঝেন। লড়াই করে বাঁচার আনন্দ এঁরা সবাই ভাগ করে নেন। তাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন 'এটাই জীবন'।

জন্মসূত্রে সৌভাগ্যবান বছরের প্রথম দিনটা

এই দিনটাই আমরা আনন্দ করি। বছরভর ভালোভাবে চলার শপথ নিই। এভাবেই যদি বছরের বাকি দিনগুলিতেও হত। স্বপ্ন দেখালেন সেবন্তী ঘোষ

পয়লা জানুয়ারি নিজের নিয়মে আসে আর অপেক্ষার দিনগুলি মুহূর্তে মুছে নিয়ে সম্ভাবনাময় নতুন বছরে প্রবেশ করে। যুক্তির খাতিরে বলা যায়, পয়লা জানুয়ারি যে কোনও মাসের এক তারিখের মতোই একটি দিন মাত্র। কিন্তু শুধু এই মাসের প্রথম দিন হওয়ার কারণেই সে জন্মসূত্রে সৌভাগ্যবান, বংশের প্রথম সন্তান। বছরের আগামীদিনগুলির হাতে সে একখানি ব্যাটন ধরিয়ে দিয়ে বলে, যাও, এবার নিজেরাই বুঝে নাও। এই পৃথিবীতে অনন্ত স্বর্গ বা নরক তুমিই নির্মাণ করতে পারবে; এই পৃথিবী মনুষ্য বাসযোগ্য হবে কি না, অরণ্য, নদীনালা ভূ-ভাগ যথাসম্ভব বিষহীন রাখতে পারবে কি না মানুষ, তুমিই বুঝে নাও। এমন সাধুবাক্যে বাদবাকি দিন কি আর মানুষ কান দেবে? মোটেই না। সে প্রথম দিন পাটপাট চুল আঁচড়ে, নতুন সোয়েটার পরে, ছেলেপুলের হাত ধরে বনভোজনে যাবে। সারাদিন রংচঙে মুড, হইচই, পিঠে পায়েস, কেক-পেস্ট্রি, মাটন, মুরগি- বিরিয়ানি আর ফিল গুড ভাব চলবে। দু'দিন কেটে যেতেই ইউক্রেন ছারখার হবে, গাজায় পরস্পরকে ধ্বংস করবে, অরণ্যের অধিকার আদিবাসীদের হাত থেকে খনি মাফিয়ার হাতে তুলে দেবে, যদুবংশ ধ্বংসের মতো নিজেদের মধ্যে গ্যাং ওয়ারে মরবে।

একেই বলে ভবি ভুলবার নয়। তবু এরই মধ্যে হাত ধরে বেঁধে বেঁধে থাকা কিছু মানুষ আত্মপর বিভাজন করবে না। নববর্ষের শুভেচ্ছা বছরভর ধরে রাখার চেষ্টা করবে, আর নজরুলের মতো, ভারভারা রাওয়ের মতো জনগণের কাছে শৃঙ্খলা মোচনের মন্ত্র ছড়িয়ে দেবে। পার্কে রঙিন প্রজাপতির মতো ফুল্লকুসুমিত শিশুমুখগুলি নবীন ভবিষ্যতে ঝলমল করবে। সরকারি স্কুলঘরগুলি ঝুলকালিমুক্ত, পরিচ্ছন্ন পরিবেশের জন্য সরকারি বরাদ্দ অর্থ পাবে। মিড-ডে মিলে অন্তত সুতো দিয়ে কাটা অর্ধেক ভাগ করা ডিম পাওয়া যাবে। পথেঘাটে মেয়েরা নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করতে চাইলে মাঝরাতে বাড়ি ফিরতে পারবে। তবে এ বছরের নববর্ষের সবচেয়ে বড় প্রার্থনা, ক্ষুদ্র মানবক যেন তার মূর্খের স্পর্ধায়, পর্বতচূড়ার উচ্চতা পরিমাপ করতে না বসে। মনে রাখা দরকার, মগ্ন মৈনাকের প্রতি আঘাত যে বিপুল প্রত্যাঘাত তৈরি করবে, তার হাত থেকে সমগ্র মানব প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

সবুজ শক্তির দিশারি

১৭ নভেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার পিন্নাপুরমে সংসদ সদস্যদের একটি পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল। বৈঠকে গ্রিনকো প্রকল্পের পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্প (PSP) উন্নয়নের উপর আলোকপাত করা হয়েছিল, যা বিশ্বের প্রথম এবং টেকসই শক্তির মডেল হিসেবে প্রশংসিত হয়। সেই মডেল তৈরি হয়েছে শিলিগুড়িতে উত্তম দাসের ওয়ার্কশপে। ইন্টিগ্রেটেড রিনিউয়েবল এনার্জি স্টোরেজ প্রকল্পের রূপরেখা তুলে ধরা হয় ওয়ার্কিং মডেলের মাধ্যমে। সেই সভার মূল বিষয়বস্তু ছিল, ভারতজুড়ে পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উপর আলোচনা।

অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব ২২ নভেম্বর হায়দরাবাদে শীর্ষস্থানীয় সবুজ শক্তি কোম্পানি গ্রিনকো এনার্জিস কর্পোরেটের সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। ডঃ যাদব মধ্যপ্রদেশের উদীয়মান সবুজ শক্তির কেন্দ্র হিসেবে সম্ভাবনা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য এর আকর্ষণীয় নীতিমালা তুলে ধরেন। সামগ্রিকভাবে হায়দরাবাদে মুখ্যমন্ত্রীর ইন্টারঅ্যাক্টিভ অধিবেশনে ৩৬,৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে, যার ফলে প্রায় ২৭,৮০০ কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গ্রিনকো গান্ধি সাগর পিএসপি হল ভারতের মধ্যপ্রদেশে একটি বিশাল পাম্পড স্টোরেজ পাওয়ার প্রকল্প। এর কাজ চলছে। উত্তম তাঁর ওয়ার্কশপে এই মডেলটিও তৈরি করেছেন। কাজ শেষ হলে এর মোট ক্ষমতা হবে ১৪৪০ মেগাওয়াট। যার মধ্যে নয়টি ২৪০ মেগাওয়াট এবং দুটো ১২০ মেগাওয়াট টারবাইন থাকবে। এটি সম্পন্ন হওয়ার পর বার্ষিক ৮,০০০ গিগাওয়াটেরও বেশি উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রোজেক্টের রূপরেখা মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, যা দেখে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলায় ১৮০০ মেগাওয়াটের পান্নারি পাম্পড স্টোরেজ প্রোজেক্ট মডেলের রূপরেখা তৈরির জন্য সবুজ সংকেত দেন।

এছাড়া, তাঁরই মডেলের ওপর তৈরি হয়েছে ছত্রিশগড় রাজ্য পাওয়ার কর্পোরেশনের ছত্রিশগড় ভাসমান সৌরচালিত পিএসপি প্রকল্প (৮০০ মেগাওয়াট) এবং কমলা এইচই প্রকল্প (১৭২০ মেগাওয়াট) এনএইচপিসি-অরুণাচলপ্রদেশ।

গান্ধিসাগর পাম্পড স্টোরেজ পাওয়ার প্রকল্পের মডেল পরিদর্শনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

ভৈরবী সাইরাং রেলপ্রকল্পের মডেল দেখছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো ও মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী।

অন্ধ্রপ্রদেশের পিন্নাপুরমে পাম্পড স্টোরেজ প্রোজেক্টের মডেল দেখছেন মনোহরলাল খাট্টার।

গান্ধিসাগর পাম্পড স্টোরেজ পাওয়ার প্রকল্পের মডেল পরিদর্শনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।

HAPPY new year

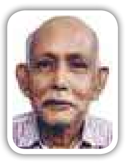

নতুন বলে কিছু হয় না। পুরোনোই নতুনের ছদ্মবেশ পরে বারবার আবির্ভূত হয়। সব ভালোর বার্তা দেয়। লিখলেন **সঞ্জীবন দত্তরায়**

নব আনন্দে জাগো

পুরোনো কালকে নতুন কাল বলে, 'হেথা হতে যাও পুরাতন/হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে' পুরাতন কিন্তু সহজে বিদায় নিতে চায় না, সে চলে যেতে যেতে বার বার ফিরে চায়। হাজারো স্মৃতি তাকে ভারাক্রান্ত করে। ঝরে পড়া পাতার মতো তার চারপাশে স্মৃতিচিহ্নগুলি ছড়িয়ে বাতাসে তার দীর্ঘশ্বাস। নতুন কালের 'প্রথম দিনের সূর্য' যখন আকাশে সোনার ছবি আঁকছে পুরোনো কাল এখন তাতে বিষাদের ক্লান্ত ছায়া বিছিয়ে দেয়। সে যেন কিছুতেই বিদায় নিতে চায় না।

পুরোনো তো একদিন নতুন ছিল। ছিল তার 'শ্যামল যৌবনভার'। দখিনা বাতাস তাকে আন্দোলিত করত। তাকে ঘিরে ছিল কত গান, কত হাসি। আজ সে বিদায় নিচ্ছে। সে আজ জরতী, তার শরীর থেকে যৌবনের আবরণ একে একে খসে পড়েছে। আজ তার চতুর্দিকে বিশুদ্ধ মরু, দাবদগ্ধ মৃত তৃণভূমি। তবু সে থেকে যেতে চায়। তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। সবাই নতুনকে বরণে ব্যস্ত-'আয়রে নূতন, আয় সঙ্গে করে নিয়ে আয়/তোর মুখ গান'। তাকে সম্বোধন করে বলে, 'ফোটা নব ফুলচয়/ওঠা নবল কিশলয়/নবীন বসন্ত আয় নিয়ে'। আর পুরোনো নিয়ে বলে, 'যে যায় সে চলে যাক/সব তার নিয়ে যাক/নাম তার যাক মুছে দিয়ে'।

আসলে নতুন বলে কিছু হয় না। পুরোনোই নতুনের ছদ্মবেশ পরে বারবার আবির্ভূত হয়। ছদ্মবেশ একটু সরে গেলে ভেতর থেকে পুরোনোই উঁকি দেয়। নতুন যতই পুরোনোকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করুক না কেন সেটা কখনোই সম্ভব হয়ে ওঠে না। নতুনের আড়ালে পুরোনো থেকেই যায়। পুরোনোকে অস্বীকার করলে নতুনের অস্তিত্বই দুর্বল হয়ে যায়।

সময় বহতা নদীর মতো। সেখানে নতুন বলে কিছু নেই। বর্তমান অস্তিত্বহীন। কালস্রোতে সব ভেসে চলেছে। আজ যা নতুন, কাল তা পুরোনো হয়ে যায়। থামা বলে কিছু নেই। ফরাসি দার্শনিক বের্গমঁর ভাষায়-'We change without ceasing and the state itself is nothing but change'. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়- 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি/সে মুহূর্তে কিছু তব নাই।' বর্তমান বলে কিছু নেই। আছে শুধু অতীত ও ভবিষ্যৎ। অতীতকে তো আমরা চিনি, জানি। ভবিষ্যৎকে জানি না। জানি না ভবিষ্যতের গর্ভে কী লুকোনো আছে। তাই পুরোনো বছর যখন বিদায় নিচ্ছে আর নতুন বছর আসছে তখন সোনালি ভবিষ্যতের আশায় বর্ষবরণে মাতি।

পুরোনো-নতুনের সন্ধিক্ষণে পেছন ফিরে তাকাই। কী পেয়েছি আর কী পাইনি তার হিসেব মেলাতে বসি। কত কিছু করার ছিল, কিন্তু করে ওঠা হয়নি। অতৃপ্তির বেদনা মনকে ভারাক্রান্ত করে। নতুন বছরের দিকে তাই সাগ্রহে তাকিয়ে থাকি। হয়তো নতুন সব অপূর্ণতাকে পূর্ণ করবে। শুধু ব্যক্তিগত ইচ্ছেপূরণই নয়, সমাজের প্রতিটি মানুষ ভালো থাকুক- এই প্রার্থনাও করি। সব ক্লেদ, মালিন্য মুছে যাক। সর্বপ্রকার বিভেদের অবসান ঘটুক। যুদ্ধহীন হোক পৃথিবী। 'বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি'। নতুন বছরের শুরুতে তাই কবির কথা দিয়ে শেষ করি-'নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে/শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে।'

বাংলাদেশের মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনা মনকে ভারাক্রান্ত করে। আশা করছি মেঘ কেটে যাবে, নতুন ঊষার উদয় হবে। জয় হবে মানবতার, মনুষ্যত্বের।

আকাশকে মুঠি মুঠি খুশি উপহার

চারপাশে মন খারাপের সমাহার। নতুন মন ভালো কিছুর প্রত্যাশা করে। ভালো থেকো বলে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে চায়। লিখলেন **অমিতকুমার দে**

যে কোনও নতুনের গায়ে কী যেন একটা অপরূপ ঘ্রাণ লেগে থাকে! পহেলার ভাঁজ খুলে মনে হয় ঢুকে পড়ব একটা অলৌকিক বাগানে! ঠিক যেমনটা কোট-পরা, কথা-বলা সাদা খরগোশের পিছু নিতে নিতে অদ্ভুত গুহায় ঢুকে লুইস ক্যারলের 'অ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর ছোট্ট মেয়েটি, অ্যালিস, বিরাট হলঘরের দরজার নীচ দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছিল এক অসম্ভব সুন্দর বাগানকে। পৌঁছাতে ইচ্ছে করছিল সেখানে, কিন্তু চাবি খুঁজে পাচ্ছিল না ছোট্ট দরজার। আবার এত ছোট দরজা দিয়ে সেখানে যাওয়াও সম্ভব ছিল না তার, হতে হত অনেক ছোট! আসলে কোথাও পৌঁছাতে হলে কখনও হয়তো আমাদের ছোট হতে হয়, কখনও বড় হতে হয়! কিন্তু সেই হওয়াটাই আমাদের হয়ে ওঠে না।

'এখন ক্রমশ শীত আসে, পাহাড়ের থেকে/সব পাখি, রাজহাঁস উড়ে চলে আসে/পান্নার মতন রোদ কুচি কুচি ঠোঁটে করে নিয়ে/হীরের মতন স্বপ্ন; বরফের বুক/পাহাড়কে ঘিরে থাকে; প্রজাপতিরাও/মৌমাছি ফুল-পাতাদের ভিড়ে/জলসায় যোগ দেয়; জলঢাকা নদীটির ঢেউ/হঠাত মায়াবী হয়;/আকাশকে তুলে দেয় মুঠি মুঠি খুশি উপহার' (জলঢাকা নদী/বেণু দত্ত রায়)।

আমরা যারা ক্রমাগত পুরাতন হচ্ছি, তাদের অনেক অনেক সহজ আনন্দ ছিল, জটিলতাবিহীন কল্পনা ছিল। ক্রমশ তা বিলুপ্ত হচ্ছে। এখন বছর শেষ করে কার্নিভালের জৌলুস, রকমারি কেক কাটাকাটি, পার্টি, সুরা, সোশ্যাল মিডিয়া আর বিস্তর নাচাগানার মধ্য দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে নতুন ঢুকে পড়ে মহাসমারোহে। পিকনিকে ডিজে বাজে চরাচর কাঁপিয়ে, রিসর্ট, হোমস্টে-তে কিছু গোপন আনন্দ উপহার দেয়! কিন্তু আমরা কেউ কেউ এখনও এমন নতুন বছরের শীতে হেঁটে বেড়াই গয়েরকাটার হাটে, সামচির সেই ভুটানি মেয়েটিকে খুঁজে বেড়াই, যে 'এনেছিল সোনালি আপেল/রূপবতী টমাটোর সাথে ছিল টলটলে মারুয়ার মদ/আহ্লাদী হাওয়ায় তার খুলে গেছে উলুঝুলু বুকের আঁচল/ঢিলেঢালা গায়ের কামিজ/দেহাতি রৌদ্রের আঁচে ভিজে ওঠে পাথুরে শরীর' (সামচির ভুটানি মেয়ে/তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়)। 'জীবনের বিচিত্র উৎসবে' সে হাজির ভুটানি কমলা নিয়ে। এখন সেই সান্তালাও আসল-নকলের ঘোরপ্যাঁচে আমাদের ঘুরপাক খাওয়ায়! মানুষেরাও কি আসল আছে? নইলে এখনও মানুষ 'মানুষ পোড়ানোর উৎসবে' শামিল? এখনও বাতাসে বারুদের পোড়া গন্ধ?

আমাদের ঘরগেরস্থালির মধ্যে কী দ্রুত ঢুকে পড়ছে অবিশ্বাস, কাছাকাছি থাকা মানুষগুলোর মাঝখানে সীমান্তবর্তী দেওয়াল, সেটাও কাঁটাতারের! টেবিলের তলে টাকার চালাচালি বন্ধ হওয়া তো দূর অস্ত, বরঞ্চ দুর্নীতি ক্রমাগত বৃহৎ আকারে স্বীকৃতি পেয়ে যাচ্ছে। এখনও জাতপাত নিয়ে হইহল্লা, রাজনৈতিক আর্তনাদ! অনৈতিক উপার্জনের আস্ফালন সততাকে ঢেকে দিচ্ছে কালো চাদরে। সবাই অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে এই ডামাডোলে। দিনশেষে নামীদামি মিডিয়ায় চিলচিৎকারের অযথা আয়োজন শুধু!

তবুও নতুন ক্যালেন্ডার এলে আমরা পরিত্রাণের কথা ভাবি। অনুজ কেউ কখনও আকস্মিক প্রণাম করে ফেললে, ভালোবাসা জানালে বছরের প্রথম দিন এখনও মন থেকে বলতে ইচ্ছে করে- 'ভালো মানুষ হও, সত্যিকারের মানুষ হও। মানুষের দিকে হাত বাড়াও।'

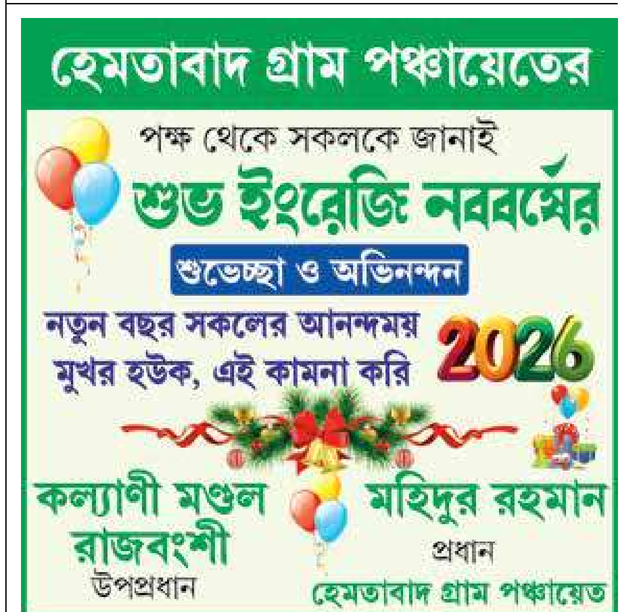

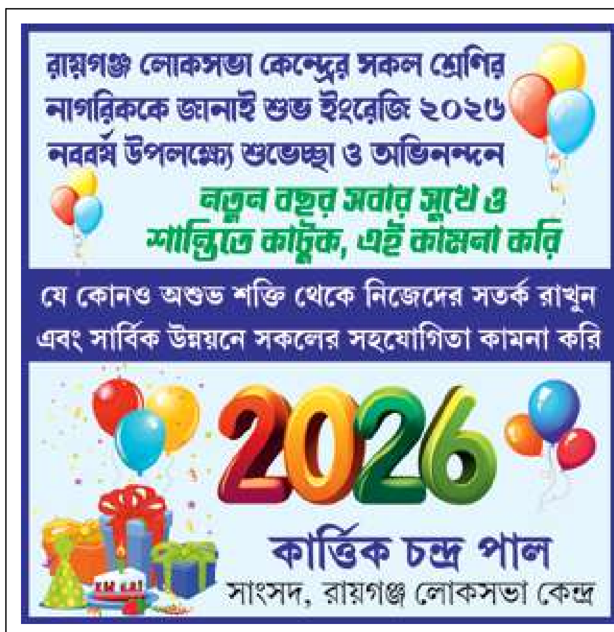

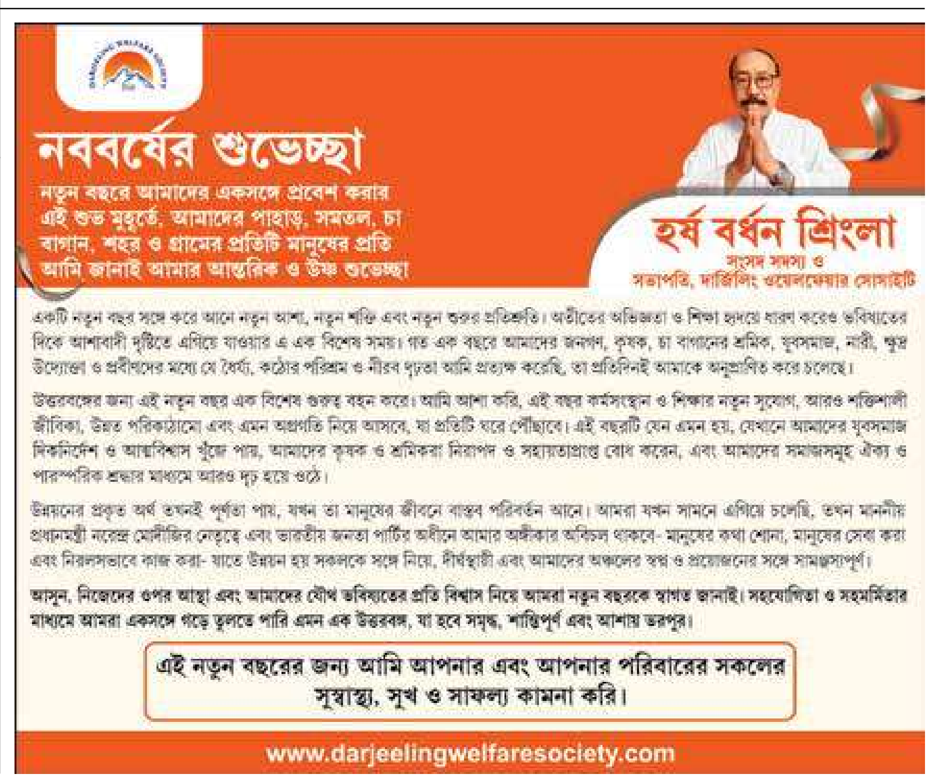

৯.৩ ওভারেই জয় বাংলার!

সামি-মুকেশদের দাপটে উড়ে গেল কাশ্মীর

জম্মু ও কাশ্মীর-৬৩ (২০.৪ ওভারে)
বাংলা-৬৪/১ (৯.৩ ওভারে)

রাজকোট, ৩১ ডিসেম্বর : বিধ্বংসী মেজাজ অব্যাহত মহম্মদ সামি, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপদের। বাংলার পেস ত্রয়ীর দাপটে এদিন উড়ে গেল জম্মু ও কাশ্মীর। টসে জিতে প্রতিপক্ষকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়েছিলেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। রাজকোটের সানোসারা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাইশ গজে এরপর সামিদের একচ্ছত্র দাপট। যার সামনে মাত্র ৬৩ রানে গুটিয়ে গেল ভূস্বর্গের দল।

সামি দুইটি উইকেট নিয়ে শুরুতে রিংটোন সেট করে দেন। এরপর আকাশ (৩২/৪) ও মুকেশরা (১৬/৪) প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন। ত্রয়ীর ধারালো যে পেস-সুইংয়ের কোনও উত্তর ছিল না পরস ডোগরার নেতৃত্বাধীন দলের কাছে। মাত্র দুইজন দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোন। সর্বোচ্চ ১৯ করেন পরস। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওপেনার শুভমান খাজোরিয়ার ১২।

শেষপর্যন্ত ২০.৪ ওভারে মাত্র ৬৩ রানেই গুটিয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীরের ইনিংস। জবাবে ১০ ওভারের (৯.৩) মধ্যেই ম্যাচে ইতি টেনে মূল্যবান ৪ পয়েন্টের সঙ্গে নিজেদের রান রেট একলাফে অনেকটা বাড়িয়ে নিল লক্ষ্মীরতন শুক্লার প্রশিক্ষণাধীন বাংলা। ভূস্বর্গের উদীয়মান পেসার আকিব নবি দারের বলে অভিমন্যু (৪) আউট হওয়ার পর অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় উইকেটে বাকি কাজ সেরে নেন অভিষেক পোড়েল (৩০) ও সুদীপকুমার ঘরামি (২৫)।

২৪৩ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটে বিশাল জয়। ১০০ ওভারের ম্যাচ শেষ ৩০.১ ওভারেই! যার সুবাদে চতুর্থ ম্যাচে তৃতীয় জয়ের সুবাদে ১২ পয়েন্টের সঙ্গে রান রেটও অনেকটা বাড়িয়ে নিল বাংলা। জম্মু ও কাশ্মীর বধের হাত ধরে গ্রুপ টেবিলে তিন নম্বরে উঠে এলেন অভিমন্যুরা।

৪ উইকেট নিয়ে জম্মু-কাশ্মীরকে ভাঙলেন আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমার।

ফের ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হলেন মুকেশ কুমার।

ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই ওপেনার কামরান ইকবালকে (০) আউট করে সুর বাঁধেন সামি। পরের ওভারে আকাশের শিকার মুরুগান অশ্বীন (০)। ইয়ের হাসানকে (১) আউট করে প্রতিপক্ষকে ৬/৩ করে দেন সামি। যেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর বদলে আরও তলিয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীর। গত ম্যাচে ৫ উইকেট নিয়ে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে বাংলাকে জয় এনে দিয়েছিলেন মুকেশ। এদিন সেখান থেকে শুরু করেন। সংগতে আকাশও।

আগাগোড়া খোঁড়াতে থাকা জম্মু ও কাশ্মীরের ইনিংস শেষপর্যন্ত ধসে যায় ৬৩-তেই। অথচ, চলতি বিজয় হাজারেতে ভূস্বর্গের দল খারাপ খেলছে না। প্রথম তিন ম্যাচে জোড়া জয়ে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। এদিনের ভরাডুবিতে যে দৌড় থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীর। বাংলা সেখানে ঢুকে পড়ল গ্রুপ লিগের সেরা তিনে।

এদিকে, বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে সামির ধারাবাহিক সাফল্যে নতুন সমীকরণ ঘুরপাক খাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহলে। সূত্রের খবর, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার পাশাপাশি ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের ভাবনাতেও নাকি ঢুকে পড়তে পারেন বাংলার তারকা পেসার! বোর্ডের এক আধিকারিক জানান, বোর্ডের ভাবনায় রয়েছেন। ওঁর মতো বোলারকে বাতিলের তালিকায় ফেলা সহজ নয়। শুধুমাত্র ফিটনেস ইস্যুটাই চিন্তার জায়গা। যদি নিউজিল্যান্ড সিরিজের দলে থাকেন, অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

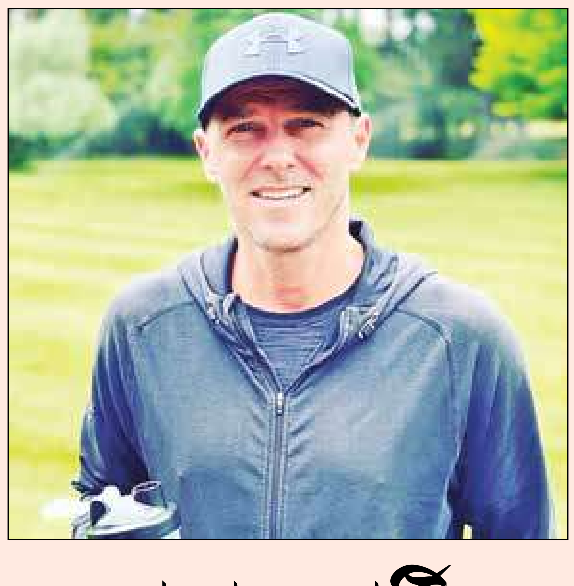

কোমায় মার্টিন

ব্রিসবেন, ৩১ ডিসেম্বর : ক্রিকেটমহলের জন্য খারাপ খবর। কোমায় অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন তারকা ড্যামিয়েন মার্টিন। রিকি পন্টিংদের সতীর্থ দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। খবর, মেনিনজাইটিসের কারণে ভর্তি আছেন ব্রিসবেনের হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। প্রাক্তন সতীর্থ ড্যারেন লেম্যান সমাজমাধ্যমে মার্টিনের জন্য প্রার্থনা করেছেন। কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৭টি টেস্ট খেলা ড্যামিয়েন মার্টিনের অসুস্থতার খবরে স্বভাবত বছর শেষে চিন্তায় অজি ক্রিকেটমহল। অ্যাডাম গিলক্রিস্ট তার মধ্যেই আশার কথা শুনিয়ে বলেছেন, ‘ড্যামিয়েনের জন্য সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সবার শুভকামনাও রয়েছে ওর সঙ্গে।’

টাঙ্গের প্রশংসায় ব্রড ■ মাদক অভিযোগে স্বস্তি ইংল্যান্ডের

অজি ব্যাটিং কোচকে তোপ হেডেনের

মেলবোর্ন, ৩১ ডিসেম্বর : ১৪ বছর, ৫৪৬৮ দিন। লম্বা প্রতীক্ষা শেষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইংল্যান্ড। মেলবোর্নের প্রতিকূল পিচের চ্যালেঞ্জ সামলাতে ব্যর্থ অজিরা। দুই ইনিংসে ১৫২ ও ১৩২ রানে গুটিয়ে যায় তারা। এদিন যা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং কোচ মাইকেল ডি ভেনুটোকে একহাত নিলেন ম্যাথু হেডেন।

এক ক্রিকেট পডকাস্টে কিংবদন্তি হেডেন বলেছেন, ‘মেলবোর্ন টেস্টের দুই ইনিংসে অজি ব্যাটিং মানতে কষ্ট হচ্ছে। ১০ বা ৫০ মিলিমিটার ঘাস হোক, এই সব যুক্তিকে গুরুত্ব দিতে রাজি নই আমি। আরও ভালো পারফরমেন্স আশা করেছিলাম। ট্রাভিস হেড, জেক ওয়েদারাল্ড, মার্নাস লাবুশেন, উসমান খোয়াজা, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন-- প্রত্যেকের টেকনিকেই গলদ। বরং আমাদের বোলাররা ভালো ব্যাটিং টেকনিক দেখিয়েছে।’

কোচকে এরপর কাঠগড়ায় তুলে হেডেন বলেছেন, ‘ওর সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনও ইস্যু নেই আমার। তবে আমি একেবারেই ওর সমর্থক নই। টেস্টে দলের ব্যাটিংয়ে কোনও উন্নতি চোখে পড়েনি। সবুজ উইকেট হোক বা উপমহাদেশ, ছবিটা এক। হয়তো আমরা সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর দিচ্ছি, কিন্তু টেস্টে সাফল্য পেতে যে ব্যাটিং স্কিল জরুরি, তার অভাব পরিষ্কার।’

অপরদিকে টানা চতুর্থ অ্যাসেজ সিরিজ হারের হতাশার মধ্যে জোশ টাঙ্গকে নিয়ে উচ্চাশা পোষণ করলেন স্টুয়ার্ট ব্রড। মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের জয়ের নায়ক টাঙ্গকে নিয়ে ব্রডের মন্তব্য, ‘ওকে বেশি করে খেলানো উচিত। মেলবোর্ন টেস্টে জয়ের নায়ক। শুরুর দিকে ওকে না খেলিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হাতছাড়া করেছি আমরা। ফুল লেংথ ডেলিভারিতে অজি ব্যাটারদের পরীক্ষায় ফেলেছে। পারথ ও গাব্বায় খেলালে লাভবান হত ইংল্যান্ড।’

গাস অ্যাটকিনসন, ব্রাইডন কার্সকে নিয়েও আশাবাদী ব্রড। অ্যাটকিনসনকে পরামর্শ দিলেন ফিটনেস, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে আরও কাজ করতে। অপরদিকে কার্সকে নতুন বল নয়, পুরোনো বলে বেশি কার্যকর মনে করেন ব্রড। বলেছেন, ‘অ্যাটকিনসনের হাতে দারুণ সব অস্ত্র রয়েছে। উবল সিম, সুইং আছে। দীর্ঘকায় চেহারা। ধারাবাহিকতা রয়েছে। তবে টেস্টের চ্যালেঞ্জ নিতে যে ফিটনেস, শরীরী ভাষা থাকা উচিত, তার অভাব রয়েছে। আর কার্স নিজের সবটুকু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত সবসময়। বল হাতে সেটা করেও থাকে। তবে কোনওভাবে ও নতুন বলের বোলার নয়।’ এদিকে, মাদক-বিতর্কে বেন স্টোকসদের ক্লিনচিট দিয়ে ইসিবি জানিয়েছে, যে অভিযোগ উঠেছে, তা ভীত্তিহীন। ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে তাই শৃঙ্খলাজনিত কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

সরফরাজের দুরন্ত সেঞ্চুরিতে জয় মুম্বইয়ের

জয়পুর, ৩১ ডিসেম্বর : বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিধ্বংসী মেজাজে সরফরাজ খান।

বুধবার গোয়ার বিরুদ্ধে মুম্বই ৮ উইকেটে ৪৪৪ রান সংগ্রহ করে। যেখানে সরফরাজ একাই ৭৫ বলে ১৫৭ রানের দানবীয় ইনিংস খেলেন। মুম্বইয়ের এই ব্যাটারের ইনিংসটি ৯টি চার ও ১৪টি ছক্কায় সাজানো। জবাবে গোয়া ৯ উইকেটে ৩৫৭ রানের বেশি করতে পারেনি। গোয়ার হয়ে সেঞ্চুরি করেন অভিনব তেজরানা (১০০)। বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ শচীন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকার (২৪)।

গোয়ার বিরুদ্ধে শতরানের পর সরফরাজ খান। মাঠেই দিলেন বুক ডনও।

এদিন অপর ম্যাচে মহারাষ্ট্র ১২৯ রানে হারিয়েছে উত্তরাখণ্ডকে। অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের (১২৪) শতরানের সুবাদে প্রথমে ৭ উইকেটে ৩৩১ রান সংগ্রহ করে মহারাষ্ট্র। জবাবে ৪৩.৪ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ২০২ রানের বেশি করতে পারেনি উত্তরাখণ্ড।

পাশাপাশি অন্য ম্যাচে মায়াঙ্ক আগরওয়াল (১৩২) ও দেবদত্ত পাডিক্কালের (১১৩) জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে পুদুচেরির বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে ৩৬৪ রান সংগ্রহ করে কর্ণাটক। জবাবে ৫০ ওভারে ২৯৬ রানে শেষ পুদুচেরির ইনিংস।

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে উত্তেজক ম্যাচে ৩৭ রানে জয় পেয়েছে বরোদা। তিন ব্যাটার নিত্য পান্ডে (১২২), অমিত পাসি (১২৭) ও ক্রুণাল পান্ডিয়ার (১০৯) সেঞ্চুরিতে বরোদা প্রথমে ৪ উইকেটে ৪১৭ রানের বিশাল ইনিংস খাড়া করে। জবাবে অভিরথ রেড্ডি (১৩০) ও প্রজ্ঞায় রেড্ডি (১১৩) জোড়া সেঞ্চুরিতে ভর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ৪৯.৫ ওভারে ৩৮০ রানের বেশি সংগ্রহ করতে পারেননি হায়দরাবাদ।

এদিকে, ঝাড়খণ্ড ৯ উইকেটে হারিয়েছে তামিলনাড়ুকে। প্রথমে ব্যাট করে দক্ষিণী দলটি ২৪৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে দুই ওপেনার উৎকর্ষ সিং (অপরাজিত ১২৩) ও শিখর মোহনের (৯০) দাপটে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ঝাড়খণ্ড।

৩ তারিখ হয়তো নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল নির্বাচন

৩ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের দল নির্বাচন রয়েছে। তার আগে সরফরাজ, রুতুরাজ ও দেবদত্তর পারফরমেন্স চাপে ফেলে দিল নির্বাচকদের। একইসঙ্গে সুখবর শুভমান গিল ৩ ও ৬ জানুয়ারিতে বিজয় হাজারে ট্রফিতে পাঞ্জাবের হয়ে জোড়া ম্যাচ খেলবেন। ওইদিন তাদের খেলা পড়েছে যথাক্রমে সিকিম ও গোয়ার সঙ্গে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

কুন্টুস (অভিরূপ মজুমদার) : ২৪তম জন্মদিনে(৩১/১২/২০২৫) শুভাশীর্বাদ ও নতুন বছর ২০২৬-এর শুভেচ্ছা সঙ্গে সুস্বাস্থ্য ও শুভ কামনায় মা ও বাবা। - শিবানী ও অসীম মজুমদার।

টি২০ বিশ্বকাপ

দল ঘোষণা আফগানিস্তানের

কাবুল, ৩১ ডিসেম্বর : টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল আফগানিস্তান। গতবারের সেমিফাইনালিস্ট রশিদ খানরা উপমহাদেশে অনুষ্ঠেয় মেগা ইভেন্টে এবারও বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছেন। যে প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ১৫ জনের শক্তিশালী দল বেছে নিল আফগানিস্তান। রশিদের নেতৃত্বাধীন দলে প্রত্যাশামাফিক বাড়তি গুরুত্ব পেয়েছে স্পিন ব্রিগেড।

অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার গুলবাদিন নাইব ও পেসার নবীন-উল-হকের প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গত সিরিজে না থাকা ফজলহক ফারুকিকেও ফেরানো হয়েছে পেস বোলিংয়ের শক্তি বাড়াতে। আল্লা মহম্মদ গজনফরের বদলে ডাক পেয়েছেন মুজিব উর রহমান। বিশ্বকাপের দলই ১৯ জানুয়ারি শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও খেলবে।

আফগান ব্রিগেড : রশিদ খান, নুর আহমদ, আবদুল্লাহ আহমদজাই, সেদিকুল্লাহ অটল, ফজলহক ফারুকি, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, নবীন-উল-হক, মহম্মদ ইশাক, শাহিদুল্লাহ কামাল, মহম্মদ নবি, গুলবাদিন নাইব, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মুজিব উর রহমান, দারউইশ রসুলি ও ইব্রাহিম জাদরান।

সন্তোষের গ্রুপ বিন্যাস

কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার আসন্ন সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বের গ্রুপ বিন্যাস হয়ে গেল। সন্তোষের আয়োজক অসম, তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, নাগাল্যান্ড, রাজস্থানের সঙ্গে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলাকে গ্রুপ 'এ'-তে রাখা হয়েছে। ২১ জানুয়ারি মূলপর্ব শুরুর দিনেই বাংলা নামছে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

বছরের শেষ ম্যাচেও গোল রোনাল্ডোর

রিয়াধ, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের প্রথম ম্যাচে গোল পেয়েছিলেন। বছরের শেষ ম্যাচেও গোল পেলেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

মঙ্গলবার বছরের শেষ ম্যাচে আল ইত্তিফাকের বিরুদ্ধে রোনাল্ডো গোল পেলেও আল নাসেরের বিজয়রথ কিন্তু থেমে গিয়েছে। ম্যাচটি ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। সৌদি লিগে টানা দশ ম্যাচ জেতা নাসের এই প্রথম পয়েন্ট নষ্ট করেছে। যদিও ১১ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান তারা ধরে রেখেছে।

এদিন আল ইত্তিফাকের হয়ে জোড়া গোল করেন জিওর্জিনিও উইনালডাম। আল নাসেরের হয়ে একটি গোল করেন রোনাল্ডো এবং অপর গোলটি আসে তারই স্বদেশীয় জোয়াও ফেলিক্সের কাছ থেকে। এই ম্যাচের পর ২০২৫ সালে মোট ৪৬ ম্যাচ খেলে ৪১ গোল করেছেন সিআর সেভেন। সব মিলিয়ে তাঁর কেরিয়ারে মোট গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৫৭।

কয়েকদিন আগেই ক্রিশ্চিয়ানো জানিয়েছিলেন, তাঁর লক্ষ্য ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা। সেই লক্ষ্যে নতুন বছর শুরু করতে চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

আল নাসেরের দুই গোলস্কোরার জোয়াও ফেলিক্স ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

র‍্যাংকিং যুদ্ধে বুমরাহ-স্টার্ক

দুবাই, ৩১ ডিসেম্বর : আইসিসি টেস্ট বোলিং র‍্যাংকিংয়ে জসপ্রীত বুমরাহ বনাম মিচেল স্টার্কের দ্বৈরথ। দীর্ঘদিন ধরেই শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন ভারতীয় স্পিডস্টার। এদিন প্রকাশিত তালিকাতেও এক নম্বরেই বুমরাহ। তবে চলতি অ্যাশেজে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের সুবাদে বুমরাহর (৮৭৯) ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন অজি তারকা স্টার্ক (৮৪৩)। দুজনের মধ্যে পয়েন্টের ব্যবধান ৩৬ পয়েন্ট।

সিডনিতে আসন্ন নিউ ইয়ার টেস্টে স্টার্কের সামনে সুযোগ থাকবে যে ব্যবধান আরও কমানোর। সেরা দশে অজিদেরই আধিপত্য। স্টার্ক ছাড়াও প্যাট কামিন্স (৪), স্কট বোল্যান্ড (৭), জোশ হ্যাজেলউড (৯), নাথান লায়োন (১০) জায়গা করে নিয়েছেন। অপরদিকে, বুমরাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ভারতীয় বোলার নেই প্রথম দশে। মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজা যথাক্রমে আছেন দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্থানে।

ব্যাটিং বিভাগে প্রথম দুইয়ে দুই ইংল্যান্ড ব্যাটার জো রুট (৮৬৭ পয়েন্ট) ও হ্যারি ব্রুক (৮৪৬ পয়েন্ট)। ভারতীয়দের মধ্যে সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল (অষ্টম) এবং শুভমান গিল (দশম)।

ক্লাবগুলির অবস্থান স্পষ্ট করতে সময় একদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : আইএসএল হলেও ওডিশা এফসি খেলবে কি না তা অনিশ্চিত। আরও দুই-একটি দলের অংশগ্রহণ নিয়েও সংশয় রয়েছে। তাদের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার জেরেই এমন ভাবনা। সেখানে কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে সীমিত সামর্থ্য নিয়েই দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার পরিকল্পনা করছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এটাই পার্থক্য ক্লাব এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের মধ্যে।

বুধবার আইএসএলের ক্লাবগুলোকে চিঠি পাঠিয়ে একদিনের মধ্যে লিগে তাদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তিন সদস্যের কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ক্লাবগুলির হয়ে এএফসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে এআইএফএফ। সামগ্রিক পরিস্থিতি তুলে ধরে জানতে চাওয়া হয়, ন্যূনতম কতগুলি ম্যাচ খেললে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় স্লট পাওয়া সম্ভব হবে। জবাবে লিগ সংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি জানতে চেয়েছে এএফসি। এদিকে, ২ জানুয়ারির মধ্যে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রককেও ফেডারেশনের প্রস্তাব জানানো বাধ্যতামূলক। ৫ জানুয়ারি আবার আদালতে আইএসএল সংক্রান্ত মামলার শুনানি। সব মিলিয়ে ফেডারেশনের হাতেও সময় কম। যে কারণে ক্লাবগুলোকে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য ১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। লিগ আয়োজনকে কেন্দ্র করে এতদিন ফেডারেশনের ওপর চাপ তৈরি করছিল ক্লাবগুলো। মাত্র একদিন সময় দিয়ে এবার তাদের পালটা চাপে ফেলে দিল এআইএফএফ।

ভারতীয়দের নিয়েই পরিকল্পনা মহমেডানের

সূত্রের খবর, লিগ খেলার বিষয়ে সম্মতি দিয়ে দিচ্ছে মহমেডান। ট্রান্সফার ব্যান ওঠার পর নতুন-পুরোনো মিলিয়ে প্রায় ৩০ জন ফুটবলারকে নথিভুক্ত করেছে তারা। তালিকায় কোনও বিদেশি নেই। অর্থাৎ একটা বিষয় স্পষ্ট, এখনও পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়েই দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার জন্য তৈরি হচ্ছে মহমেডান। এর পিছনে কারণ দুইটি। এক তো আর্থিক সমস্যা। তাছাড়া গত মরশুমে ফুটবলারদের বেতন বকেয়া রাখার শাস্তিস্বরূপ ফের নির্বাসনের মুখে পড়ছে মহমেডান। ফলে শীতকালীন দলবদলের বাজারে নতুন করে কোনও ফুটবলারকে সই করাতে পারবে না তারা। অর্থাৎ ভারতীয় ফুটবলাররাই এখন সাদা-কালোর ভরসা।

ভিলার দৌড় থামাল আর্সেনাল

লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টার, ৩১ ডিসেম্বর : অপ্রতিরোধ্য অ্যাস্টন ভিলার দৌড় থামাল আর্সেনাল।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জয়। প্রিমিয়ার লিগে সংখ্যাটা ৮। সেই ভিলাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল মিকেল আর্তেতার আর্সেনাল। ৪-১ গোলে ম্যাচ জিতল গানাররা। অন্যদিকে লিগ টেবিলের 'লাস্ট বয়' উলভসের কাছে আটকে গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ড্র করল চেলসিও।

ড্র ইউনাইটেড, চেলসির

আর্সেনাল-ভিলা ম্যাচের প্রথমার্ধ দেখে একেবারেই আঁচ করা যায়নি পরের পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কী হতে চলেছে। ৪৮ মিনিটে ব্রাজিলীয় ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েসের গোলে এগিয়ে যায় গানাররা। চার মিনিট পর দ্বিতীয় গোল মার্টিন জুবিমেন্ডির। দ্বিতীয়ার্ধে বেশিরভাগ সময়টাই বল রইল ভিলার অর্ধে। ৬৯ মিনিটে ৩-০ করেন লিয়ান্ড্রো ট্রোসার্ড। ৭৮ মিনিটে লক্ষ্যভেদ গ্যাব্রিয়েল জেসুসের। ম্যাচের শেষবেলায় একটি গোল শোধ করেন ভিলার ওলি ওয়াটকিন্স। এদিন ম্যাচ শেষে সাজঘরে ফেরার সময় আর্সেনাল সমর্থকদের বিদ্রুপ শুনে মেজাজ হারান অ্যাস্টন ভিলার গোলরক্ষক এমি মার্টিনেজ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসেন তাঁর সতীর্থরা।

এদিকে, প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট টেবিলের একেবারে শেষে থাকা উলভসের সঙ্গে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করল লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ২৭ মিনিটে ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন জোশুয়া জির্কজি। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে গোল শোধ করে উলভস। দ্বিতীয়ার্ধে সুযোগ নষ্টের বন্যা বওয়াল রুবেন অ্যামোরিমের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। চেলসি-বোর্নমাউথ ম্যাচ শেষ হল ২-২ গোলে। চারটি গোলই হল ম্যাচের প্রথমার্ধে। ব্লুজ ব্রিগেডের পক্ষে লক্ষ্যভেদ কোল পামার ও এঞ্জো ফার্নান্ডেজের।

চোট থেকে ফিরে গোল করে ঈশ্বর স্মরণ গ্যাব্রিয়েল জেসুসের। মাঠ ছেড়ে সাজঘরে ফেরার পথে আর্সেনাল সমর্থকদের সঙ্গে বচসায় এমি মার্টিনেজ।

প্রথম জয় বর্ধমানের

বোলপুর, ৩১ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে বুধবার বর্ধমান ব্লাস্টার্স ৪-১ গোলের বড় জয় পেয়েছে হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের বিরুদ্ধে। লিগে এটা তাদের প্রথম জয়। বোলপুর স্টেডিয়ামে ঘরোয়া দলকে ২ মিনিটে এগিয়ে দেন চিজোবা। ৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান গৌতম। ১৯ মিনিটে উজ্জ্বলের গোল হাওড়া-হুগলির ম্যাচে ফেরার আশা শেষ করে দেয়। ২৮ মিনিটে চিজোবা নিজের দ্বিতীয় গোলটি তুলে নেন। ৮০ মিনিটে হাওড়া-হুগলির সান্ত্বনাসূচক গোলটি করেন ফইজ। ৬ ম্যাচে বর্ধমানের পয়েন্ট এখন ৪। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে হাওড়া-হুগলি ১২ পয়েন্ট পেয়েছে। তারা রয়েছে তিন নম্বরে।

বিশ্বকাপের আগে চোট শাহিনের

মেলবোর্ন, ৩১ ডিসেম্বর : শাহিন শা আফ্রিদির চোট-ভাগ্য যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। বিগ ব্যাশ লিগের মাঝপথেই হাঁটুতে চোট পেয়ে ২০২৫-'২৬ মরশুম থেকে ছিটকে গেলেন এই পাকিস্তানি পেসার। চলতি টুর্নামেন্টে মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে খেলছিলেন তিনি। কিন্তু চোট এতটাই গুরুতর যে, তাঁর বদলে নতুন বিদেশি ক্রিকেটারের খোঁজ শুরু করে দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। টি২০ বিশ্বকাপের আগে শাহিনের এই চোট চিন্তায় ফেলেছে পাক ক্রিকেট বোর্ডকে। ইতিমধ্যে রিহ্যাবের জন্য তাঁকে দ্রুত দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে পাক বোর্ড। বিশ্বকাপের আগে শাহিন সুস্থ না হলে চাপ বাড়বে পাক দলের।

৫ সোনা আরএসএ-র

জলপাইগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বেঙ্গল তাইকোনডো অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় কলকাতার একটা বেসরকারি কলেজে আয়োজিত ওপেন ন্যাশনাল তাইকোনডো চ্যাম্পিয়নশিপে ৫ সোনা, ৫ রুপো ও ৩টি ব্রোঞ্জ জিতল জলপাইগুড়ির আরএসএ তাইকোনডো ইউনিটের খেলোয়াড়রা। ২৯-৩০ ডিসেম্বর হয়ে যাওয়া প্রতিযোগিতায় সারা দেশের প্রায় ৯০০ প্রতিযোগী অংশ নেয়। সেখানে ওঙ্কার আচার্য ৫৭ কেজি সিনিয়ার, মেঘরিকা দে ৪০ কেজি সাব-জুনিয়ার, আয়ুষ্মান কুন্ডু ৩৫ কেজি সাব-জুনিয়ারে, নীলাঞ্জনা কর্মকার ৩৩ কেজি সাব-জুনিয়ার কায়োরুগি এবং প্রিয়াঙ্কা রায় সিনিয়ার পুমসে বিভাগে সোনা জিতেছেন।

ম্যাচের সেরা হয়ে মহম্মদ সাজিদ। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

সেমিতে পান্ডে একাদশ

বারবিশা, ৩১ ডিসেম্বর : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ির পান্ডে একাদশ। বুধবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২০ রানে অসমের সিএসকে দলকে হারিয়েছে। প্রথমে পান্ডে ২০ ওভারে ১১৬ রানে সব উইকেট হারায়। বঙ্গ পিন্টু ২২ রান করেন। অঙ্কুরের শিকার ২৮ রানে ৩ উইকেট। জবাবে সিএসকে ১৮.৪ ওভারে ৯৬ রানে গুটিয়ে যায়। গোরা পাঞ্জাব ৩৫ রান করেন। ম্যাচের সেরা মহম্মদ সাজিদের শিকার ১৮ রানে ৫ উইকেট। গেম চেঞ্জার আকাশ চণ্ডীগড়ের অবদান ১৭ রান। শুক্রবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে কোচবিহারের শুভ একাদশ এবং জেডিএস একাদশ।

ওয়ারিয়র্সের জয়

নিশিগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : খেজুরতলা নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ২০২০ ওয়ারিয়র্স ব্যাচ ৪২ রানে ২০২১ ফিনিক্স রেঞ্জার্স ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে ওয়ারিয়র্স ৪ উইকেটে ১৪০ রান করে। ম্যাচের সেরা রাজু বর্মন অপরাজিত ৬৯ রান করেন। জবাবে ফিনিক্স ৯ উইকেটে ৯৮ রানে আটকে যায়।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে রাজু বর্মন। ছবি : তাপস মালাকার

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন অভিদীপ্ত বসু। ছবি : রহিদুল ইসলাম

জয়ী এথেলবাড়ি কিংস

মেটেলি, ৩১ ডিসেম্বর : মেটেলি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বুধবার প্রথম এলিমিনেটরে এথেলবাড়ি কিংস একাদশ ৩ উইকেটে হারিয়েছে ময়নাগুড়ি সুপার জায়েন্টকে। বুধবার মেটেলি উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে প্রথমে ময়নাগুড়ি ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২০৮ রান করে। জবাবে এথেলবাড়ি ১৯.৫ ওভারে ৭ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ৭৮ রান করে অভিদীপ্ত বসু ম্যাচের সেরা হয়েছেন। গেম চেঞ্জারের পুরস্কার জিতেছেন গৌরব প্রধান।

অভিষেকের ৫৯

জলপাইগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার জলপাইগুড়ি জেওয়াইসিসি ৭ উইকেটে হারিয়েছে পিএমসিসিএ-কে। পিএমসিসিএ প্রথমে ১১১ রানে অল আউট হয়। অপূর্ব রায় ২০ রান করেন। সিদ্ধান্ত রাউতের শিকার ২৩ রানে ৩ উইকেট। জবাবে জেওয়াইসিসি ১১ ওভারেই ৩ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অভিষেক রাউত ৫৯ রান করেন। সুনিত শা ৪২ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

ফাইনালে খয়েরবাড়ি ইলেভেন

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে আবেদ সুলতান।

রাঙ্গালিবাজনা, ৩১ ডিসেম্বর : মাদারিহাটের দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে দানব্রাং ক্লাবের নকআউট টি২০ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল খয়েরবাড়ি ইলেভেন। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে তারা ৩ রানে হারিয়েছে মাদারিহাটের এমকেবি ফার্ম বয়েজকে। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি উপজাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে খয়েরবাড়ি ১৯.৪ ওভারে ১৭৮ রানে অল আউট হয়। আক্রাম শা ৬৭ রান করেন। শুভম ভুজেল নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এমকেবি ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭৫ রানে থামে। শুভমের অবদান ৪৬ রান। ম্যাচের সেরা খয়েরবাড়ির আবেদ সুলতান ৫ উইকেট নেন। ৪ জানুয়ারি ফাইনালে খয়েরবাড়ির প্রতিপক্ষ তেলিপাড়ার কাশিয়াঝোরা প্লেয়ার্স ইউনিট।

ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন